পৌরাণিক নাটক

শ্রীমণীন্দ্রলাল ঘোষ প্রণীত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সংশোধিত

সুপ্রসিদ্ধ "সত্যম্বর অপেরায়"

মহা সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

প্রকাশক—শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী

৭৭।১এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সন ১৩৫৯ সাল

তৃতীয় সংস্করণ]

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নাটক

ধ্যানের দেবতা শ্রীজগদীশচন্দ্র মাইতি প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় অভিনীত হইতেছে। মূল্য ২৲ টাকা।

মুক্তিপথের যাত্রী শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। এই নাটকে দেখিবেন কেন স্বর্গদ্বারী জয়-বিজয় অভিশপ্ত হইয়া অসুরদেহ ধারণ করিয়া ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এবং ব্রহ্মার বরে প্রকারে অমর হইয়া, কনিষ্ঠ অসুর হিরণ্যাক্ষ কি ভাবে মাতা দিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হিংসামন্ত্রে স্বর্গজয় করিয়াছিল। অহিংস-মন্ত্রের উপাসক দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া কারাগারে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল। আরো দেখিবেন নারায়ণের ছলনায় মায়ামুগ্ধ দানবরাজ হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীর প্রতি কামাসক্ত হইয়া তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিল, শেষে নারায়ণ বরাহমূর্ত্তিতে দানব বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার, ও হিরাণ্যাক্ষবেশী বিজয়কে শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। মূল্য ২৲ টাকা।

কবির কল্পনা শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। এই নাটকে মহাকবি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য রামায়ণের সীতা-উদ্ধার পর্ব্বে—কেন সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণ দেখান হইয়াছে। তারপর শিবদত্ত অাঠাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কি কৌশলে লবণ দৈত্য বধে শত্রুঘ্ন কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, শূদ্র শম্বুক কি ভাবে রামভক্ত হইয়া বিপ্রাচারে বেদপাঠে যজ্ঞ করিয়াছিল, কেন রামরাজ্যে দুর্ভিক্ষের করালছায়া পতিত হইয়াছিল, কেন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত শম্বুককে নিজহস্তে বধ করিয়াছিলেন, এবং পরে সীতার নিন্দা শুনিয়া কেনই বা আদর্শ সতী সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠাইয়া ছিলেন, সমস্ত কারণ এই নাটকে দর্শানো হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা।

যুগনেতা শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। (চণ্ডী অপেরায় ...নার অভিশাপে গোলোকের দ্বারী জয় বিভ ...মে জন্মগ্রহণ। বিষ্ণুদ্বেষী অত্যাচারী অ ...গবানের মর্ত্ত্যলোকে আগমন। শিশু- পা ...প্রতিষ্ঠার আকুল আহ্বান। বর্ত্তমান যুগোপযোগী নাটক। মূল্য ২৲ টাকা।

ভূমিকা

বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে যাত্রাভিনয়ের প্রচলন—বহুকালের। এই প্রচলনের প্রধান উদ্দেশ্য—আনন্দ প্রদান নয়—লোকশিক্ষা।

ধর্ম্মগত প্রাণ হিন্দু! সর্ব্বকার্য্যে,—সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্রসর হতে চায় হিন্দু—ধর্ম্মকে লক্ষ্য করে। তাই, লোকশিক্ষার এই অভিনব পন্থায় অভিনয়ও দেখতে চায় হিন্দু—ধর্ম্মমূলক নাটকের।

মহাকাব্য মহাভারত—হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। এই ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে লোক-শিক্ষার উপাদান—অতুলনীয়। তাই, লোকশিক্ষা প্রয়াসী বাঙলার বহু নাট্যকার, এই ধর্ম্মগ্রন্থ মহাভারতের অংশ গ্রহণে ধর্ম্মমূলক নাটক রচনা ক'রেছেন।

এই উদ্দেশ্যেই নবীন নাট্যকার মণীন্দ্রলাল ঘোষের এই **"যদুপতি"** নাটক রচিত। দৈত্যপতি শাম্বের নিধনসাধন করে, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের অন্যতম অন্তরায় দূর করলেন—যুগনায়ক যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ,—এই নাটকের মূল-কাণ্ড। নাটকের রূপবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে নাট্যকার পারিপার্শ্বিক চরিত্রের দ্বারা হাসি-কান্না পরিবেশন ক রে পরিসমাপ্তিতে দেখিয়েছেন—ধর্ম্মের জয়—ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন প্রয়াসী যদুপতির জয়।

হিন্দু তাই শুনতে চায়—তাই দেখতে চায়—সদাই
ভাবতে চায়—হোক ধর্ম্মের জয়!

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী
৭৭।১এ অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা

ইতি—
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

গীতা নট-নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ নারায়ণ অপেরায় অভিনীত। মহেশ্বরের হস্তে ত্রিপুরাসুরের মৃত্যুর পর তার ষষ্টিশত বংশধর রুদ্রভয়ে বহুকাল জাম্বমার্গে বাস করিতেছিল। দ্বাপর কলির সন্ধিক্ষণে ব্রহ্মার ইঙ্গিতে রুদ্রবরে ভূ-ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ষট্‌পুর গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের ক্ষত্রকুল ধ্বংসের পর আর্য্যকুলশ্রেষ্ঠ ঋষিগণের সহিত সমান মর্য্যাদা লাভ করিবার আশায় ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞ পণ্ড করিয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ এই দুরন্ত দানব বিনাশের জন্য কুরু-ক্ষেত্র বিজয়ী মহারথী অর্জ্জুনকে ষট্‌পুরে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন মহানন্দে যাদব-সৈন্যের সেনাপতি রূপে ষট্‌পুরে প্রবেশ করিলেন। নিকুম্ভ আসুরিক মায়ায় অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নসহ সমস্ত যাদব-সৈন্যকে ষট্‌পুর গুহায় বন্দী করিলেন। শেষে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার মাহাত্ম্যে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন মুক্তি-লাভ করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন মহামায়া আদ্যাশক্তির সাধনা করিয়া অসুরবিনাশী অস্ত্র লাভ করতঃ দুরন্ত নিকুম্ভাসুরকে বধ করিলেন। মূল্য—২৲ টাকা।

পাষাণের মেয়ে তরুণ নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইল। রুদ্রতেজে পাষাণ হইতে তারকাসুরের আবির্ভাব। ইন্দ্র চন্দ্রসহ দারুণ রণ। রণস্থলে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব ও পরাভব। মায়াবিদ্যায় তারকাসুরের লক্ষ্মীহরণ। দেবগণসহ লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণের কাতর আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন কম্পিত। গিরিরাজ নন্দিনী কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান। জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া মহাকালের সাধনা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও হরগৌরীর মিলন এবং রুদ্রতেজে পার্ব্বতীর গর্ভে কার্ত্তিকের জন্ম, কার্ত্তিক কর্ত্তৃক তারকাসুর বধ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

অনার্য্য নন্দিনী পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। মগধেশ্বর শালিবাহনের মাতৃভক্তি—রাজসিংহাসন ত্যাগ—ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ—অনার্য্যগুরু আপস্তম্ভের আর্য্যের প্রতি বিদ্বেষহেতু মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। রাজবলি—নরবলি—নারী-বলির আয়োজন। মূল্য ২৲ টাকা।

চরিত্রাবলী

পুরুষ

মহাদেব, অভিশাপ, সুদর্শন

শ্রীকৃষ্ণ	....	...	দ্বারকার রাজা
প্রদ্যুম্ন	....	....	ঐ পুত্র
দারুক	...	...	ঐ সারথি
শাল্বরাজ	...	....	সৌভপতি
রুদ্রবাহু	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
সুবাহু	...	...	ঐ কনিষ্ঠপুত্র
দ্যুমান	...	...	ঐ সেনাপতি
রামনাথ	...	....	জনৈক ব্রাহ্মণ
চন্দ্রনাথ	...	...	ঐ ভ্রাতা

বিদূরথ (শাল্বরাজের জামাতা) রঙ্গ, বালকগণ,
সৈন্যগণ, বৃদ্ধ প্রভৃতি।

স্ত্রী চরিত্র

সতীরাণী, করালী (ছলনা)

রুক্মিণী	....	...	শ্রীকৃষ্ণের মহিষী
সুলোচনা	...	...	বিদূরথের স্ত্রী
মনোরমা	...	...	রামনাথের স্ত্রী

অলকা (বারবণিতা) রঙ্গিনী, সখিগণ, সহচরিগণ,
গ্রাম্যরমণীগণ প্রভৃতি।

ত্রিশক্তি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—দৈত্যপতি প্রহ্লাদের স্বর্গবিজয়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপতি রজি সহযোগে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে সমর অভিযান। স্বর্গ আক্রমণ ও ইন্দ্রের হৃতরাজ্য উদ্ধার। মূল্য ২৲ টাকা।

বজ্রনাভ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ প্রণীত। বজ্রপুরাধিপতি বজ্রনাভ কর্ত্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস—যুদ্ধে দ্বারকা শক্তির সাহায্য—বজ্রপুরের বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অরিন্দমের রণ অভিযান—বজ্রনাভের নিধন—বজ্রপুর-রাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ২৲ টাকা।

মায়ের দেশ শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত দেশের গৌরব—দশের প্রিয়—বাংলার আদর্শ আর্য্য-অপেরার অপূর্ব্ব গৌরবোজ্জল সুবিরাট সত্যমূর্ত্তি নাটক। সংসারের অতুলনীয় যুদ্ধ-কাহিনী। মূল্য ২৲ টাকা।

উদীয়মান নাট্যকার

শ্রীদোলগোবিন্দ ঘোষ প্রণীত

মুক্তস্রোতা—মর্ম্মস্পর্শী পৌরাণিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত। ঋষি অষ্টাবক্রের অমোঘ বাণীতে ভগীরথের দিব্য দেহ, মাতার প্রেরণায় পিতৃ-কুল উদ্ধার হেতু তপস্যা কেন্দ্রে গমন, কামাচারী শঙ্খাসুর দানবের সহিত ভীষণ সঙ্ঘর্ষ, ব্রহ্মপুত্র কর্ত্তৃক পথ নির্দ্দেশ, দেবী সন্নিধানে গমন, নন্দীর চক্রান্তে মহেশ্বর কর্ত্তৃক গঙ্গাকে লুক্কায়িত করণ ও ভগীরথ ধ্বংসের আয়োজন, অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক বাধা দান, নিম্নমুখী গঙ্গার প্রচণ্ড ধারাকে জটাজালে ধারণ, দেবীর ষড়ৈশ্বর্য্য রূপ দর্শন, ভক্তের আহ্বানে অনিবার্য্য বেগে জটাজাল মুক্ত—স্রোতের ভীষণ তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত শঙ্খাসুরের পশু ভাবের অবসান ও দেবী দর্শনে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি। মূল্য ২৲ টাকা।

—— ०:०:० ——

প্রস্তাবনা

দ্বারকানগরী

কুমারীগণ গাহিতেছিল

কুমারীগণ।—

গীত

প্রণবজ্যোতি ! প্রণবজ্যোতি !

এস শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি ত্রিতাপ তৃষিত বারি,

এস শঙ্কিত প্রাণে শঙ্খের আবাহনে,

আছি মঙ্গল দীপ জ্বালি, রেখেছি মঙ্গল আসন পাতি ॥

এস চক্রপাণি, চক্রের ঘূর্ণনে

নাশ মন-তিমির কম্পিত ক্ষণে,

মঙ্গল ধূপ জ্বালি করিব মঙ্গল আরতি ॥

এস শাসক-রূপ গদাধর,

নাশ মন-রিপুচয়, সুন্দর,

মোরা সাজায়ে রেখেছি অর্ঘ্যডালি, এস পদ্মধারি !

এস বরাভয়কারি !

তব মঙ্গল চরণে মঙ্গলময়, মোরা করিহে নতি ।

[সকলের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুঞ্জ

চিন্তামগ্না রুক্মিণী

রুক্মিণী। আর কতদিন? কতদিন হে মাধব!
নীরবে সহিব তব অদর্শন-ব্যথা?
প্রিয়সখা অর্জ্জুনের সারথির বেশে
কতদিন কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে
থাকিবে কেশব?
চেয়ে দেখ সোনার দ্বারকা তব
সজলনয়নে হায় চেয়ে আছে
তোমারি আশায়।
আর চেয়ে দেখ প্রভু!
পূজিবারে রাতুল চরণ,
বিরহের অসহ্য ব্যথায়—
প্রতীক্ষায় ব'সে আছে একা নিরালায়
এস—এস রুক্মিণীরঞ্জন জীবনবল্লভ!
এস মম হৃদয়-রতন!
যতনে বসায়ে তোমা হিয়ার আসনে,
করিব তোমার পূজা আনন্দিত মনে
কায়মনে দিবস-সন্ধ্যায়।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ।—

গীত

সই, বঁধুর বিরহ-জালা।
কালার বিহনে বিরহ-দহন সহিবে কেমনে বালা॥
সই, সে যে মনচোরা, নাহি পড়ে ধরা,
কে পারে বাঁধিতে তাহারে,
সই, জানিয়া শুনিয়া পিরীতি করিয়া
ভাসিছ নয়ন-ধারে,
আপনার বলি গলাতে পরালে আপনি প্রেমেরি মালা॥
এবার আসিলে রবে করি মান,
কহিবে না কথা, নাহি দিবে প্রাণ,
শঠের শঠতা হবে অবসান, ভেঙ্গে দেবো ছলাকলা॥

[প্রস্থান

রুক্মিণী। না—না, কেন আজ সঙ্কীর্ণতাকে হৃদয়ে স্থান দিচ্ছি? কেন মনের মাঝে বৃথা অশান্তিকে টেনে আনছি? সান্ত্বনার প্রতিচ্ছবি আমার প্রদ্যুম্ন আছে, তারি মুখ চেয়ে আমার সব অশান্তি হৃদয় হ'তে মুছে দেবো। কর্ম্মবীর তিনি, কর্ম্মান্তে আবার ফিরে আস্‌বেন দ্বারকায়। আবার আমি তাঁর চরণে স্থান পাবো।

দ্রুত প্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইল

প্রদ্যুম্ন। মা! মা! শুভ সংবাদ মা! দারুক হস্তিনা হ'তে এই মাত্র ফিরে এসেছে। পিতা কর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত।

রুক্মিণী। [চমকিত ভাবে] শিশুপাল নিহত ?

প্রদ্যুম্ন। হ্যাঁ মা, দুষ্ট নিহত। একি মা! তুমি সহসা ওরূপ চম্‌কে উঠলে কেন? পিতা তার শত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তবে সুদর্শন চক্রে নিহত করেছেন।

রুক্মিণী। পূর্ণ হ'লো এতদিনে পাপ-অভিনয়।
একে একে শত অপরাধ
করিয়া মার্জ্জনা, তবে তারে
হৃষীকেশ করিল নিধন।
মনে পড়ে, স্বয়ম্বর-সভামাঝে
শ্রীকৃষ্ণে যখন করিনু বরণ,
মূঢ়মতি দুষ্ট শিশুপাল
কুবাক্য কহিলা মোরে।
সেই দণ্ডে মাধবের চক্র সুদর্শনে
ছিন্নশির লুটাতো তাহার।
কিন্তু শুধু সত্যের পালনে
হয় নাই পাপীর নিধন।
মনে পড়ে বিবাহ-বাসরে
সৌভপতি শাল্বরাজ করিল প্রতিজ্ঞা—
"যতদিন যদুবংশ নাহি পারি
করিতে বিনাশ, ততদিন
অন্নজল করিব না ভুলেও গ্রহণ।"
এক শত্রু হইল নিপাত।
কিন্তু দ্বিতীয় সে শত্রু এখনো জীবিত।

প্রদ্যুম্ন। এখনো জীবিত ?

রুক্মিণী। হ্যাঁ, এখনো জীবিত। যাক্—তোমার পিতার কি কোন সংবাদ পেয়েছ?

প্রদ্যুম্ন। পেয়েছি। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রায় সমাপ্ত; কুরুপক্ষের সমস্ত রথীই নিহত। বাকী মাত্র রাজা দুর্য্যোধন। তারও এইবার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হবে। পিতা শীঘ্রই দ্বারকায় ফিরে আস্‌বেন।

রুক্মিণী। মনে ভয় হয়, দ্বারকায় দ্বারকানাথ্ নাই। রক্ষক-বিহীন এই দ্বারকা-নগরী শাল্বরাজ যদি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে—তাহ'লে কি হবে?

প্রদ্যুম্ন। ভয় কি মা! আমিও তো শ্রীকৃষ্ণ-তনয়? এমন কোন বীর জগতে জন্মগ্রহণ করেনি যে, প্রদ্যুম্নের সামনে এসে আস্ফালন ক'রে যায়! তোমার শ্রীচরণ-প্রসাদে ইন্দ্রের সুরক্ষিত নন্দন-কানন হ'তে পারিজাত পুষ্প এনে তোমার চরণ-পূজা কর্‌তে পারি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি ত্রিভুবন জয় কর্‌তে পারি।

রুক্মিণী। তা জানি পুত্র, কিন্তু তোমার সেই বিশ্বজয়ী সর্ব্ব-শক্তিমান্ পিতাকেও এক একটি দৈত্য-দানবনিধনের জন্য কত না বিপদে পড়্‌তে হয়েছিল, তুমি কেমন ক'রে সে বিপদ হ'তে উদ্ধার পেতে পার প্রদ্যুম্ন?

প্রদ্যুম্ন। বিপদভঞ্জনের পুত্র আমি—আমি বিপদের ভয়ে ভীত নই মা! দ্বারকানাথ দ্বারকায় উপস্থিত না থাক্‌লেও আছে তাঁর সমস্ত শক্তিতে গড়া কর্ম্মবীর সাত্যকি, ভানুবিন্দ, সারণ, আরও কত শক্তিমান্ যাদব। দ্বারকা অরক্ষিত নয়, মা!

সহসা রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। অরক্ষিত দ্বারকা!

প্রদ্যুম্ন। কে তুমি অচেনা বিদেশী যুবক—বিনা আজ্ঞায় এখানে প্রবেশ করেছ ?

রুদ্রবাহু। পুত্র চিরদিন বিনা আজ্ঞায় এখানে প্রবেশ কর্‌তে পারে, স্মরণ থাকে যেন।

প্রদ্যুম্ন। জানো এখানে রমণী আছে ?

রুদ্রবাহু। সেই জন্যই তো সন্তানের দাবী নিয়ে এখানে আস্‌তে সাহসী হয়েছি কুমার !

প্রদ্যুম্ন। মা !

রুক্মিণী। স্থির হও পুত্র ! যখন সন্তানের দাবী নিয়ে এখানে এসেছে—তখন সে যে শত মার্জ্জনার। [রুদ্রবাহুর প্রতি] বল পুত্র ! তুমি কি চাও ? বল, তোমার সত্য পরিচয়।

রুদ্রবাহু। একটা সংবাদ তোমায় জানাতে এসেছি জননি ! আর আমার সত্য পরিচয় তোমায় পুত্রলাভের শান্তি দিতে পার্‌বে না মা ! আমি সৌভপতি শাল্বরাজের পুত্র।

প্রদ্যুম্ন। অরিপুত্র !

রুক্মিণী। তবু আমায় মা ব'লে সম্ভাষণ করেছে প্রদ্যুম্ন ! বল পুত্র, কি সংবাদ ? কেন এখানে এসেছ ?

রুদ্রবাহু। আমার পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু বল দেবি ! তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করেছ ?

রুক্মিণী। আশীর্ব্বাদ যে সেই মা ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে পুত্র ! শত্রু হোক্—মিত্র হোক্, মা ব'লে ডাকলে, মা কি কখনো আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ভুলে যায় কুমার ? আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জয়ী হও।

প্রদ্যুম্ন। জয়ী হ'তে তুমি কাকে বল্‌ছ মা ? শত্রুপুত্র !

রুক্মিণী। ওরে প্রদ্যুম্ন! আমায় যে মা ব'লে ডেকেছে, ভাণেই হোক্ আর সত্যেই হোক্—আমি তার জয়কামনাই কর্‌বো। শান্ত হও। বল শাল্বরাজ-পুত্র, তুমি কি চাও?

রুদ্রবাহু। চাই অপমানের প্রতিশোধ নিতে। আজ পিতা আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ ক'রে গভীর অরণ্যে অনাহারে অনিদ্রায় শঙ্করের আরাধনায় নিমগ্ন। বল দেবি! কার জন্য তাঁর সেই কঠোর সাধনা? মাত্র তোমারি জন্য—

রুক্মিণী। তাই বুঝি এসেছ শঠতায় মাতৃভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে মাতৃ-নির্য্যাতনে?

রুদ্রবাহু। না জননি! দ্বারকানাথ নাই, তাই দ্বারকেশ্বরীকে জানাতে এসেছি যে, দ্বারকা আমি জয় কর্‌তে চাই। কিন্তু দ্বারকা-নারীর সম্ভ্রম চির অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।

প্রদ্যুম্ন। কিন্তু হে বিদেশি যুবক! তার পূর্ব্বে তোমার গর্ব্বিত শির মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌বে।

রুদ্রবাহু। রুদ্রবাহু নিরস্ত্র নয়। অস্ত্রে-শস্ত্রে ভূষিত হ'য়ে এখানে এসেছি, যদি স্বরাজ্যে ফিরে যেতে হয়, তবে রিক্তহস্তে যাবো না—নিয়ে যাবো তার চিহ্নস্বরূপ দ্বারকনাথ-পুত্রের ছিন্নশির; এ আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

প্রদ্যুম্ন। মা! মা!

রুক্মিণী। শাল্বরাজ-কুমার! স্মরণ কর—কার রাজ্যে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে স্ফীতবক্ষে অস্ত্র ধর্‌তে সাহসী হয়েছ? যাঁর একটি ইঙ্গিতে কত শত শত বীর শায়িত—যাঁর একটী রোষকটাক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছারখার হয়—আজ তুমি তাঁরি রাজ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে গর্ব্বের পরিচয় দিচ্ছো! ওরে অবোধ! তাঁর সঙ্গে বিবাদ ক'রে কেউ কি কখনো জয়ী হয়েছে?

রুদ্রবাহু। জানি জননি, মৃত্যুর সঙ্গে বিবাদে মৃত্যুই সত্য! তবু কি কোন পুত্র সেই মৃত্যুর সত্যতা জেনে পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদাসীন হয়? সেই জন্যই মৃত্যুর সঙ্গে বিবাদ ক'রে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে এসেছি মা! আমার সে মৃত্যু হবে শত গৌরবের।

প্রদ্যুম্ন। মা! মা! একটিবার আদেশ দাও মা, এই বিদেশী যুবককে সমুচিত শাস্তি দিয়ে দ্বারকা হ'তে বিতাড়িত ক'রে দিই। কিম্বা, বল মা, এই তরবারির আঘাতে বিদেশীর শির দ্বিখণ্ডিত ক'রে তার রাজ্যে প্রেরণ করি। জানুক্ সে স্পর্দ্ধায় দ্বারকা প্রবেশের পরিণাম কত ভীষণ! একটিবার, একটিবার আদেশ দাও মা!

রুদ্রবাহু। শোন হে দ্বারকার বীরকেশরি! আজ যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে গললগ্নীকৃতবাসে ভিক্ষাপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াতাম না। দাঁড়াতাম স্ফীতবক্ষে গর্ব্বের স্পর্দ্ধায় ন্যায্য দাবীপূরণে অস্ত্রকরে দ্বারকানাথের সম্মুখে। তুমি কোন ছার্—তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা মাত্র।

প্রদ্যুম্ন। বুঝেছি মৃত্যু অভিলাষী পতঙ্গ, মৃত্যু শিয়রে নিয়ে এই দ্বারকার উদ্যানে প্রবেশ করেছ। সৌভাগ্য যে, এখনো তোমার শির স্কন্ধচ্যুত হয়নি। এখনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের করে হবে তোমার জীবনের সমাধি। [অস্ত্র উত্তোলন]

রুদ্রবাহু। সাবধান শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র! কোষবদ্ধ কর তোমার অস্ত্র—রুদ্ধ কর অসার গর্ব্বের হুঙ্কার।

প্রদ্যুম্ন। নতুবা?

রুদ্রবাহু। নতুবা অদৃষ্টে তোমার বহু লাঞ্ছনা।

প্রদ্যুম্ন। স্তব্ধ হও দুর্ম্মতি! দন্তে তৃণ ধ'রে এখনি এস্থান হ'তে অগস্ত্য-যাত্রা কর, নতুবা এই উদ্যানেই হবে তোমার জীবন-সূর্য্য অস্তমিত।

রুদ্রবাহু। হাসালে প্রদ্যুম্ন! তোমার রক্তচক্ষুর বৃথা আস্ফালন অনেক সহ্য করেছি, এইবার বোধ হয় তোমার বক্ষরক্ত নিয়ে এই উদ্যান পরিত্যাগ করতে হবে।

রুক্মিণী। শান্ত হও তোমরা! আমি বল্‌ছি এ যুদ্ধ স্থগিত রাখো। শান্তির রাজ্যে আর অশান্তিকে ডেকে এনো না। দ্বারকাকে আর প্রলয়-ধূমে আচ্ছন্ন ক'রো না। নিরস্ত্র হও। যাঁর রাজ্য, তিনি এসে অস্ত্র ধরবেন, তখন—

প্রদ্যুম্ন। তুমি কি বল্‌ছ মা? শত্রু এসে বুকের উপর তাণ্ডব-নৃত্য করবে, আর অম্লানবদনে আমি তাই সহ্য করবো? বীরেন্দ্র-কেশরী ভগবান্ বাসুদেব-পুত্র আমি—এতে যে তাঁরি নাম কলঙ্কিত হবে মা! তা হবে না মা! তোমার চরণধূলি-প্রসাদে আমি দেবরাজকেও তুচ্ছ মনে করি। এস প্রতিদ্বন্দ্বি! দেখি তুমি কত বড় বীর, দেখি তোমার কতখানি স্পর্দ্ধা—কতখানি বিক্রম—কতখানি কর্ত্তব্য।

রুদ্রবাহু। উত্তম, তবে তাই হোক্! তুমি অপরাধ নিও না জননি! শোন প্রদ্যুম্ন! আজ যদি সমস্ত দ্বারকাবাসী এসে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবুও আমি জয়ের নিশান হাতে ক'রে অক্ষত শরীরে স্বরাজ্যে ফিরে যাবো—পেয়েছি যখন এই মায়ের আশীর্ব্বাদ করুণা।

রুক্মিণী। কাজ নেই আর অনর্থক রক্তপাত ক'রে ভায়ে ভায়ে! তোমাদের দুজনেরই পরিণাম ভেবে আমি কেঁপে উঠ্‌ছি! তার চেয়ে সৌভরাজ-পুত্র, তুমি এখন স্বরাজ্যে ফিরে যাও,—দ্বারকনাথ দ্বারকায় ফিরে এলে তোমার দাবী তাঁকে জানিও। বিশ্বাস কর আমার কথায়।

রুদ্রবাহু। মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য! শোন কুমার! আজ আমি চল্লুম—আবার একদিন এসে অস্ত্রের মুখে দেখিয়ে দেবো স্পর্দ্ধা-বিক্রম আমার কতখানি।

[প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। মা! মা! নীরব কেন মা? দুরাত্মা এখনও দ্বারকার সীমা অতিক্রম করেনি। আদেশ দাও মা, এখনি তাকে বন্দী ক'রে এনে কারাগারে রেখে দিই—তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করি।

রুক্মিণী। না পুত্র, আমি সে আদেশ দিতে পারবো না! রক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্র যখন বিনম্রবদনে ফিরে গেল একটি আঁচড়ও না দিয়ে তখন বল পুত্র! কেমন ক'রে তাকে বন্দী ক'রে এনে শাস্তি দিই? বাসুদেবকে সংবাদ দাও, তাঁর রাজ্য তিনি এসে রক্ষা করুন।

[প্রস্থানোদ্যতা]

প্রদ্যুম্ন। শত্রু চ'লে যাবে?

রুক্মিণী। তা যাক্। শত্রু হ'লেও সে যে আমায় মা ব'লে ডেকেছে প্রদ্যুম্ন! আমি তার অপরিমিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে আমার মাতৃত্ব বিষাক্ত করতে পারবো না পুত্র!

[প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। বাঃ! চমৎকার! অপূর্ব্ব তোমার মাতৃস্নেহ! যাও—যাও শাল্বরাজ-পুত্র. যদিও আজ তুমি আমার করুণাময়ী মায়ের করুণায় জীবন ফিরে পেলে, কিন্তু আর পাবে না। আবার যদি অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে দ্বারকায় প্রবেশ কর, তাহ'লে এই শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন প্রদ্যুম্নের শাণিত অস্ত্রে তোমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হবেই হবে!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৌভরাজ্য—প্রাঙ্গন

সুবাহু গাহিতেছিল

সুবাহু।—

গীত

এসেছিলে যদি সখা, দিলে দেখা নিশীথ স্বপনে।
কেন চ'লে গেলে হরি, পরাণ ভরি অসহ বেদনে॥
তোমার মধুর স্মৃতি রেখে গেছ মনোমাঝে,
ললিত লাবণি সুরে তোমার বাঁশরী বাজে,
তোমারে হারায়ে হরি, কত যে কাঁদিয়া মরি,
আর কত দিবে ব্যথা, এস হে ভকতসখা নুপুর নিক্কণে॥

দ্যুমান্ প্রবেশ করিল

দ্যুমান্। সুবাহু! তুমি এ নাম আর মুখে আন্‌বে না।

সুবাহু। কেন সেনাপতি মশায়?

দ্যুমান্। জিজ্ঞাসা কর্‌বে তোমার পিতাকে।

সুবাহু। আপনিই বলুন না কেন। আমি ত জানি না।

দ্যুমান্। শোন কুমার! যার জন্য পিতা তোমার অনাহারে আজ বনবাসী—যার উচ্ছেদসাধনের জন্য আজ শিব-আরাধনায় নিমগ্ন, তুমি তাঁর পুত্র হ'য়ে তাঁরই মৃত্যুকামনা কর্‌ছ? যদুপতির পূজা করা আর তোমার পিতার মৃত্যু কামনা করা, এ দুইই সমান।

সুবাহু। যদুপতি! তাঁকে দেখ্‌তে কেমন? কোথায় বাস করেন, কে তিনি? আমি তো তাঁকে চিনি না সেনাপতি মশায়! আপনিই বলুন তিনি কে?

দ্যুমান্। তুমি যাঁকে হরি মনে ক'রে পূজা কর, তিনিই যদুপতি।

সুবাহু। তাহ'লে তিনি তো আমার পিতার শত্রু হ'তে পারেন না। তিনি তো জগতের কারো শত্রু নন। তিনি জগদ্বন্ধু—বিশ্ব-প্রতিপালক,—তাঁর অনন্ত করুণা।

দ্যুমান্। তুমি তাকে চেনো না সুবাহু! সে যাদুকর। তোমার কাছে সে বিশ্ব-প্রতিপালক, করুণাময়; কিন্তু সে মায়াবী। নিশ্চয় তুমি তার মায়ায় ভুলেছ। এখনো সাবধান হও, পরিণামে ওই যদুপতিই তোমার কাছে ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াবে। এখনো নিষেধ কর্‌ছি, তার পূজা বন্ধ কর।

সুবাহু। জগতের কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সমস্ত প্রাণীই তিনি সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনি তাঁরই অনন্ত করুণায় এখনো এই পৃথিবীর বক্ষে দাঁড়িয়ে আছি। সেই করুণাময় ভগবানের নামে কলঙ্ক আরোপ কর্‌বেন না সেনাপতি মশায়!

দ্যুমান্। কলঙ্কারোপ! সে তো অনেক দূরের কথা! যদি পাই তোমার সেই করুণাময় ভগবানকে, তাহ'লে তার গর্ব্বোন্নত শির সৌভপতির পাদুকার নিম্নে রেখে দিয়ে ধন্য হ'তাম। সে রাজার শত্রু—রাজ্যের শত্রু—আমারও শত্রু। শত্রুনিপাত এখন আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

সুবাহু। আমি বল্‌ছি তিনি জগতের বন্ধু—আপনার বন্ধু—তাঁর শত্রু জগতে কেউ নাই। তিনি সকলেরই পূজ্য—প্রণম্য।

দ্যুমান। ভুল—ভুল! আমি বল্‌ছি সে নির্ম্মম, পাষাণ, দস্যু, কপট,

লম্পট। তারই চক্রান্তে আজ কৌরবকুল নির্ম্মূলপ্রায়—শিশুপাল নিহত, তোমার পিতার মৃত্যুর করালমূর্ত্তি; তার উচ্ছেদসাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সুবাহু। না—না, তিনি জগতের পিতা, নিরন্নের অন্নদাতা, অনাথের আশ্রয়, শোকের সান্ত্বনা, দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের পালনকর্ত্তা! তাঁর রূপে যে বিশ্ব আলো ক'রে আছে।

গীত

নীল যমুনা জল নীল কলেবর
নীল কমলদল নয়নাভিরাম।
নীল তনু ঘন পীত অনুপম
পরিধান কিবা মনোরম॥
সুন্দর চাঁচর চিকুর সঙ্গে
দোলে শিখিপাখা অতীব রঙ্গে,
শ্বেত চন্দন মধুর গন্ধে,
বাজিছে বাঁশরী নাহিক বিরাম॥
গলে দোলে কিবা বনফুল-হার,
মাতায়ে রেখেছে গন্ধ তাহার,
ভুবনমোহন মুরতি যাঁহার,
ভুলো না ভজিতে, হ'য়ো না বাম॥

দ্যুমান্। কিন্তু কুমার, তোমার ওই ভগবান্ যে এখন অর্জ্জুনের রথের সারথি, ইচ্ছা করলে তোমার ভগবানকে আমিও ভৃত্য রাখ্‌তে পারি।

সুবাহু। তাই রাখুন সেনাপতি মশায়—তাহ'লে সকলেই আপনাকে বাহবা দেবে।

দ্যুমান্। কি! না, বাচাল বালকের সঙ্গে তর্ক করা মূর্খতার পরিচয় মাত্র। যাক্ এই শেষবার বল্‌ছি কুমার, তুমি আর ঐ অমঙ্গলটার নাম মুখে আন্‌বে না।

সুবাহু। কেন? তিনি তো কারো অন্যায় করেন নি, তিনি যে মঙ্গলময়।

দ্যুমান্। ন্যায়-অন্যায় আমি শুন্‌তে চাই না। তোমার পিতার আদেশ তুমি পালন কর্‌বে কি না?

সুবাহু। ভগবানও যে সেই পিতারও পিতা।

দ্যুমান্। বংশের গ্লানি—রাজ্যের ধুমকেতু, এর জন্যে তোমায় শাস্তি ভোগ কর্‌তে হবে কুমার।

সুবাহু। তিনি যে সকল শাস্তির শাস্তিদাতা।

দ্যুমান্। বুঝেছি, বেত্রাঘাত এর উপযুক্ত পুরস্কার।

সুবাহু। সেনাপতি মশায়!

দ্যুমান্। সুবাহু!

সুবাহু। নিজের গণ্ডীর সীমা অতিক্রম কর্‌বেন না।

দ্যুমান্। এই, কে আছিস্! এই বাচাল বালককে বেত্রাঘাত কর্।

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। কে বেত্রাঘাত কর্‌বে? কার এত সাহস যে, আমার ভাই সুবাহুর অঙ্গে বেত্রাঘাত কর্‌তে সাহসী হয়?

দ্যুমান্। আমি।

সুলোচনা। কে তুমি?

দ্যুমান্। রাজকুমারি, সীমা ছাপিয়ে উঠছো। স্মরণ থাকে যেন, এ রাজ্যের শাসনকর্ত্তা এখন আমি।

সুলোচনা। আর তোমাও স্মরণ থাকে যেন, এই সুবাহুও এ রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর—তোমার প্রভু।

দ্যুমান্। সুবাহু যখন এ রাজ্যের অধীশ্বর হবে, তখন আমিও তার আদেশ অবনতমস্তকে পালন কর্‌বো, কিন্তু এখন নয়। এখন সৌভরাজের আদেশ পালন কর্‌তে আমি বাধ্য। তাঁরি আদেশ কৃষ্ণনামকারীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তে। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত সুবাহুর শত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আস্‌ছি—মাত্র প্রভুপুত্র ব'লে। তা না হ'লে দ্যুমান্ কখনো অসহ্য অপমান সহ্য ক'রে নীরবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তো না। হয়তো তার এই তীক্ষ্ণধার তরবারিতে—না, থাক্। মার্জ্জনা কর্‌বেন রাজনন্দিনি! আমি এখন আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

সুলোচনা। দাঁড়াও দ্যুমান্! উত্তর দিয়ে যাও—সুবাহুর এমন কি অপরাধ—যার জন্য তাকে বেত্রাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলে?

দ্যুমান্। সে উত্তর দেবো মহারাজের কাছে।

সুলোচনা। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি এর সদুত্তর চাই।

দ্যুমান্। আমি বাধ্য নই।

সুলোচনা। মনে রেখো, তুমি ভৃত্য।

দ্যুমান্। [উত্তেজিতভাবে] রাজনন্দিনি!

সুলোচনা। উত্তর তোমায় দিতেই হবে দ্যুমান্। কি—উত্তর দেবে না? আচ্ছা! আয় সুবাহু! দেখ্‌বো পরাধীন ভৃত্যকে—দেখ্‌বো তার অহঙ্কার—দেখ্‌বো রাজভক্তি।

[সুবাহুসহ প্রস্থান

দ্যুমান্। অপমান—অপমান। যদি এ অপমানের প্রতিবিধান না হয়,

তবে দ্যুমান্ এ দাসত্বজীবন পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করবে—তবু নীরবে তোমার অপমান সহ্য করবে না রাজনন্দিনি!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রঙ্গভূমি

রঙ্গ ও রঙ্গিণীর প্রবেশ

গীত

রঙ্গিণী।— চল্ চল্ চল্ কেন পায়ে ধরিস্ বল্।

রঙ্গ।— শোন্‌রে শোন্ আমার কথা,
নইলে খাবি আমার মাথা,
তুই যে আমার আঁখির কাজল॥

রঙ্গিণী।— স'রে যা, মারবো ঝাড়ু,

রঙ্গ।— যাবো প্রাণে মরে, দেখ বিচার ক'রে
খুলতে হবে হাতের খাড়ু;

রঙ্গিণী।— তুই যে বোকা বুঝিস্ না সময়,
পথের মাঝে প্রেম কি কভু হয়,

রঙ্গ।— নূতন হাওয়ার পরশ পেয়ে দূরে গেছে লজ্জা,
পথের মাঝে ফুল বাগানে
প্রেমিক প্রেমিকার দেখ্ অভিসার-শয্যা,

রঙ্গিণী।— তবে তুই দেখে শুনে ও মিন্সে, কেন করিস্ ভুল॥

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রামনাথের বাটীর প্রাঙ্গণ

রামনাথকে ঝাঁটা মারিতে মারিতে মনোরমার প্রবেশ

মনোরমা। বেরো বল্‌ছি হতচ্ছাড়া মুখপোড়া মিন্সে! কেবল দিন রাত্তির পিণ্ডি গিল্‌ছে—আর মরণের দিন গুণ্‌ছে। আজ যদি চাকরী কর্‌তে না যাবি, তবে এই ঝাঁটা দিয়ে তোর আদ্যশ্রাদ্ধ কর্‌বো। বেরো—বেরো বল্‌ছি।

রামনাথ। আহা-হা, কর কি মনো? আর দুটো দিন যাক্, তারপর কাল না হয় পরশু চাকরী কর্‌তে যাবো।

মনোরমা। হায়—হায়! বাবা আমার কেন এই মুখপোড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল গা? এক একটি ক'রে সব গয়না আমার ব'সে ব'সে বিক্রি ক'রে খেয়েছে। বেরো—বেরো হতচ্ছাড়া, এই মুহূর্ত্তে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যা।

রামনাথ। যাচ্ছি—যাচ্ছি! দাঁড়াও, আমায় একটু হাঁপ ছাড়তে দাও। ওরে বাপরে, প্রহার নয় যেন বজ্রাঘাত। তা, ভাবনা কি গিন্নি! চাকরী ক'রে তোমার সব গয়না ক'রে দেবো। ভাবনা কি?

মনোরমা। না, আমার আর গয়নার দরকার নেই। এই মুহূর্ত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা, তা না হ'লে এই ঝাঁটা। [প্রহার]

রামনাথ। ওরে বাপরে! থামো—থামো পিঠ ফেটে রক্ত

পড়্ছে। কাল নিশ্চয়ই—এই তোমার দিব্বি ক'রে বল্ছি, চাকরী কর্তে যাবো। রাজবাড়ী থেকে লোক এসেছিল। আমার চাকরী ঠিক হ'য়ে গেছে। আর দুটো দিন সবুর কর গিন্নি!

মনোরমা। আজ যদি ঘর থেকে বের কর্তে না পারি, তবে আমি মনোরমাই নই। আজ আর কেউ রক্ষে কর্তে পার্বে না।

রামনাথ। আহা-হা, চট্ছো কেন মনো? এই সত্যি ক'রে বল্ছি, আজ তোমার হাতের দুটো রাঁধা ভাত খেয়ে কাল নিশ্চয়ই—

মনোরমা। রোজ রোজ কাল যাবো? আজ কোন কথা শুন্বো না। ঘরে একমুঠো চাল নেই, কি দিয়ে পিণ্ডি রেঁধে দেবো রে মুখপোড়া? মুখে আগুন দেবো তোমার।

রামনাথ। নিশ্চয়ই দেবে, একশোবার দেবে। তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে মনো? আমি মর্লে তুমিই আমার একমাত্র অগ্নিকর্ত্রী।

মনোরমা। কেন, তোমার সেই গুণধর ভাই আছে। কই, একটা দিনও তো খবর নেয় না।

রামনাথ। তুমিই তো তাকে তাড়িয়েছ গিন্নি! সে যদি আজ থাক্তো তবে নিশ্চয়ই এই অসময়ে কিছু সাহায্য কর্তো।

মনোরমা। তাড়িয়েছি—বেশ করেছি। তোমার ভাই, তুমি তার চোখরাঙানি সহ্য কর্বে—আমি কেন সহ্য কর্তে যাবো?

রামনাথ। সত্যি কথা, তুমি কেন সহ্য কর্বে?

মনোরমা। কেন আমায় বিয়ে করেছিলি মিন্সে?

রামনাথ। বিয়ে তো শুধু আমি একা করিনি। তুমিও তো বিয়ে করেছ।

মনোরমা। আমার পোড়াকপাল, তাই তোমার মত হতচ্ছাড়া মুখ-

পোড়া মিন্সের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। তা না হ'লে এমন জ্বালা সহ্যি করতে হ'তো না।

রামনাথ। আমারও পোড়া বরাত, তাই তোমার মত সতীলক্ষ্মী স্ত্রী পেয়েছি। অপূর্ব্ব পতিভক্তি—দিবারাত্র মধুর ঝাঁটা বর্ষণ।

মনোরমা। আমার যা যা গয়না এতদিন ধ'রে বিক্রি ক'রে খেয়েছিস্, সব ফিরিয়ে দে।

রামনাথ। তুমিও এতদিন ধ'রে আমার যে সব খেয়েছ, ফিরিয়ে দাও তো দেখি। আমিও তোমার গয়না ফিরিয়ে দিচ্ছি।

মনোরমা। কি, আমার সঙ্গে আবার কথা কাটকাটি হ'চ্ছে? তবে দেখি কে আজ তোমায় রক্ষা করে। [ঝাঁটা তুলিল]

রামনাথ। আঃ! আবার কেন?

মনোরমা। এখনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বলছি।

রামনাথ। যাচ্ছি—যাচ্ছি! আরে, একটু বিশ্রাম কর। দেখ, বল্‌তে ভুলে যাচ্ছি—তোমার কি কি গয়না আন্‌তে হবে বলতো! তার একটা ফর্দ্দ ক'রে নিই। নইলে মনে থাক্‌বে কেন?

মনোরমা। ফর্দ্দ আবার কি হবে রে মিন্সে? আমার যা-যা গয়না নিয়েছিস্, সব আনা চাই।

রামনাথ। আর কিছু চাইনে?

মনোরমা। চাই বইকি! এই চন্দ্রহার, চুড়ি, মল, নাকছাবি—

রামনাথ। আরে, ফর্দ্দ যে অনেক বেশী হ'য়ে গেল মনো! যাক্, সবই আন্‌বো। তবে এখন আসি গিন্নি। হ্যাঁ, কি বল—তবে এখন আসি? হ্যাঁ, দেখ, একেবারেই ভুলে গেছি—এই পথ খরচার জন্যে কিছু দাও।

মনোরমা। কি, আবার পথ খরচার জন্যে টাকা দিতে হবে? ওরে আমার মাণিক রে?

রামনাথ। নইলে যাবো কি ক'রে গিন্নি?

মনোরমা। হেঁটে হেঁটে যাও। যাও—যাও, শীগ্‌গির যাও; কি যাবে না? চালাকী হ'চ্ছে? তবে রে মুখপোড়া! আয় তোর পিঠ। ভেঙ্গে দিই। [ঝাঁটা মারিতে উদ্যত]

চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। বেশ ভাল ক'রে বসিয়ে দাও বৌদি! দাদার পিঠে। ভেঙ্গে গুঁড়োনাড়া হ'য়ে যাক্—রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ুক্! আমি তোমায় এর জন্যে বেশ ভাল রকম পুরস্কার দেবো।

রামনাথ। একি, চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ। হাঁ দাদা, আমি।

মনোরমা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শুন্‌তে পাই তুমি নাকি এখন বড়লোক হয়েছ। তা যদি তুমি আমায় কিছু টাকা দিতে পারো, তাহ'লে না হয় আমি আরম্ভ ক'রে দিই।

চন্দ্রনাথ। নিশ্চয়! নিশ্চয় দেবো! তুমি বিলম্ব ক'রো না— আরম্ভ ক'রে দাও। বৌদি! তুমিই আমার উন্নতির মূল! আমি অকর্ম্মণ্যের মত বাড়ীতে ব'সে ব'সে দিন কাটাচ্ছিলাম। তুমি যদি আমায় বাড়ী থেকে না তাড়াতে, তাহ'লে বোধ হয় আজ আমি কোনই সুখের সন্ধান পেতাম না। তুমি আমার বড় উপকার করেছ বৌদি! এইবার দাদার একটু উপকার কর। ঝাঁটা তোল।

রামনাথ। সে কি চন্দ্রনাথ? তুমি আমায় ঝাঁটা মার্‌তে বল্‌ছ?

চন্দ্রনাথ। সত্যি কথা বল্‌ছি দাদা! তোমার মত পুরুষের ভাগ্যে এইরূপ লাঞ্ছনাই আবশ্যক। যে পুরুষ নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে স্ত্রৈণ

হ'য়ে বাড়ীতে ব'সে থাকে—যে পুরুষ অর্থ উপার্জ্জন না ক'রে স্ত্রীর লাঞ্ছনা গঞ্জনা খায়—সে পুরুষকে সমার্জ্জনী প্রহার বেশী কিছু নয়।

রামনাথ। চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ! তুই আমায় ক্ষমা কর্ ভাই! আমি স্ত্রীর কথা শুনে তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

চন্দ্রনাথ। সে আমার আশীর্ব্বাদ দাদা! তোমার সেই আশীর্ব্বাদেই আজ আমি দৈন্যের হাত এড়িয়ে সুখের সাগরে ভাস্‌ছি; সে সব যদি মনে রাখতাম. তাহ'লে আজ তোমায় দাদা ব'লে ডাকবার জন্য ছুটে আসতাম না। তুমি আমায় ক্ষমা কর দাদা, এতদিন যে আমি তোমার খোঁজ নিইনি। একটিবার আমাকে ভাই ব'লে বুকে টেনে নাও—আমি সকল জ্বালা ভুলে যাই। [পদতলে পতন]

রামনাথ। আয়—আয় ভাই, বুকে আয়। তোর মত আমার আপন বল্‌তে জগতে আর কেউ নেই। [চন্দ্রনাথকে বক্ষে ধারণ] অবাক্ হ'য়ে কি দেখ্‌ছ গিন্নি! আজ আমি হারানিধি ফিরে পেয়েছি। আর ভয় করি না। থাকো তুমি গয়নার স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে, আমি চল্লাম আমার অমূল্য সম্পদকে বুকে নিয়ে কোন শান্তির দেশে। বিষধরি! আর আমি তোর বিষের জ্বালা সহ্য কর্‌বো না। আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেছে।

চন্দ্রনাথ। দাদা! দাদা!

রামনাথ। ওরে ভাই, আজ তোর কথায় আমার চৈতন্য হয়েছে! সত্যই আমি একটা হীন পশুর মত একটা তুচ্ছ নারীর অপমান অম্লান-বদনে সহ্য করেছি! সত্যই যে পুরুষ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না—যে পুরুষ স্ত্রৈণ হ'য়ে নিজের অমূল্য সম্পদ্ ভাইকে পর্য্যন্ত পর কর্‌তে পারে—সে পুরুষের সমার্জ্জনী প্রহার একান্তই বাঞ্ছনীয়। আজ আমার চোখ ফুটেছে! আর নিগ্রহ সহ্য কর্‌বো না। দেখছি জগতে অর্থই

শ্রেষ্ঠ, অর্থই সার! অর্থ না হ'লে পরিণীতা ভার্য্যা, সেও হয় পর। আজ আমি অর্থের জন্যই চল্লাম চন্দ্রনাথ, যতদিন না অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পারি—ততদিন আর ফির্‌ছি না।

[দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। দাদা! দাদা! সত্যই যে চ'লে গেল বৌদি!

মনোরমা। যাক্ না! যাবে কোথায়! এখুনি সুড় সুড় ক'রে বাড়ী ঢুক্‌বে। মিন্সের সব ধানাই! তাইতো, সত্যি সত্যি যাবে নাকি? আহা, আমার ঝাঁটা কার পিঠে পড়্‌বে গা?

চন্দ্রনাথ। পড়্‌বার আর ভাবনা কি বৌদি! দাদার মত অনেক পুরুষও তো সংসারে আছে। না হয় তাদের পিঠে বসিয়ে দাও।

মনোরমা। দেখ ঠাকুরপো, আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি! তুমি বাড়ী থেকে চ'লে গেলে আমি তিনচারদিন অন্নজল মুখে দিই নি। তা তুমি টাকাকড়ি কিছু এনেছ?

চন্দ্রনাথ। এনেছি বইকি বৌদি! এই নাও [মুদ্রার থলি প্রদান] আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার উন্নতি হয়।

মনোরমা। তুমি চিরজীবী হও ঠাকুরপো! তোমার খুব বাড়-বাড়ন্ত হোক্! আবার এস। এবার আস্‌বার সময় আমার জন্যে এক ছড়া হার গ'ড়িয়ে এনো—বুঝলে।

[প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। অপূর্ব্ব সংসার!
অপূর্ব্ব স্বার্থের স্বপ্নে
আত্মভোলা অসীম সংসার!
রে অর্থ! ধন্য তুমি এ জগতে।

তোমা হেতু আত্মীয় যে হয় পর,
পর হয় পরম বান্ধব।
দাদা! দাদা!
চ'লে গেলে ভায়েরে ফেলিয়া?
তোমার চরণ-পূজা করিবার তরে
ফিরে এনু বহুদিন পরে,
কিন্তু হায়, বজ্রপাত হ'ল সে আশায়।
ওগো মোর প্রিয় জন্মভূমি!
দিলি না আমারে তোর
শান্তিক্রোড়ে স্থান?
কোথা যাই, কার কাছে যাই,
কোথাও তো নাহি পাবো
তোর মত আপনার জন!
ওগো দেবি, প্রাণ কাঁদে মোর;
অদূরে বা দূরে থাকি,
দিও মা আশীষ—থাকে যেন
তব প্রতি ভক্তি, অনুরাগ।
অবিরাম কণ্ঠে যেন হয় নিনাদিত —
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বিলাস-কক্ষ

সহচরীগণ গাহিতেছিল

সহচরীগণ।—

গীত

কত কথা লেখা আছে
এই প্রেম-অলস আঁখিপাতে।
ভুরু অধর ভরা কি প্রেম-বেদনাতে॥
মোদের রঙ্গিল কপোল কাঁপে,
তোমার সে কথা কহিতে॥
ওগো ক্ষণিকের সুখপ্রয়াসি,
কি হবে তোমাদের ভালবাসি,
অনুরাগে রঞ্জিত এমন চারু হিয়া,
নিশার শেষেতে কেন যাবে পায়ে দলিয়া
মিলন-মালাটি ছিঁড়িয়া
সখা হে, তব কঠিন হাতে॥

অলকার প্রবেশ

অলকা। আজ ভাল ক'রে তোরা নাচ গান কর্? মহারাজকে ব'লে আজ তোদের মোটা রকম পুরস্কার দেওয়াবো! ওই যে মহারাজ আস্‌ছেন।

বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। অলকা! অলকা! এই আমি এসেছি। তোমায় একদণ্ড না দেখলে আমি যে জগৎ অন্ধকার দেখি! দাও—দাও, আমায় সুরা দাও—আমি আকণ্ঠ পান ক'রে সব দুঃখ ভুলে যাই।

[অলকা সহচরীগণকে সুরা দিতে ইঙ্গিত করিল, সহচরীগণ সুরা দিল]

বিদূরথ। (সুরা পান করতঃ) আঃ! এতক্ষণে হৃদয়ের অবসাদ দূর হ'ল।

অলকা। তোরা আরম্ভ কর্।

সহচরীগণ।—

গীত

ওলো সই, আজ ফাগুনের ফুলের বনে উঠলো ডেকে পাপিয়া।
উতল বাতাস আঁচল টানে যাইলো লাজে মরিয়া॥
দোদুল দোলে ফুলরাণী ঘোমটা খুলে হাসে,
তার নিটোল গালে চুমু দিতে ওই যে অলি হাসে,
প্রেম-সায়রে ছুটছে তরী,
উহু উহু জ্ব'লে মরি,
থাক থাক পরাণ প্রিয়, প্রিয়ার বুকে বসিয়া॥

[প্রস্থান

বিদূরথ। বাঃ! বাঃ! অপূর্ব্ব তোমার ভালবাসা অলকা! কিন্তু এত সুখ, এত শান্তি, এত আনন্দ সব যেন আমার কাছ হ'তে চ'লে যেতে চাইছে। কি যেন একটা করালমূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমার অন্তরে উদিত হ'য়ে আমায় উন্মাদ ক'রে দিচ্ছে। উঃ! আমি কি করেছি!

অলকা। কিছুই করেন নি মহারাজ! আমায় কি ভালবাসেন না?

বিদূরথ। না—না, আমি তোমায় ভালবাসি অলকা! অফুরন্ত তোমার প্রেম—এ প্রেম স্বর্গে নাই, এ প্রেমের তুলনা হয় না। চমৎকার—অতি চমৎকার!

রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। আরও চমৎকার তোমার জঘন্য প্রবৃত্তিকে।

বিদূরথ। কে, রুদ্রবাহু? তুমি এখানে?

রুদ্রবাহু। কি কর্‌বো? আস্‌তে বাধ্য হয়েছি। ভগ্নীর মলিন মুখ—সজল চোখের চাউনি—আমায় আস্‌তে বাধ্য করেছে বিদূরথ!

বিদূরথ। এই বিলাস-কক্ষে?

রুদ্রবাহু। যে রাজার গণিকাই একমাত্র জীবনসঙ্গিনী—যে রাজার বিলাস-কক্ষে দিন অতিবাহিত হয়, তার দর্শন একমাত্র বিলাস-কক্ষেই সম্ভব।

বিদূরথ। এমন কি তোমার প্রয়োজন—যার জন্য তুমি আমার বিলাস-কক্ষেও আসতে বাধ্য হয়েছ রুদ্রবাহু?

রুদ্রবাহু। প্রয়োজন গুরুতর! বল বিদূরথ, তুমি কি জন্য আমার ভগ্নী সুলোচনাকে বিতাড়িত করেছ? আমি তার সদুত্তর চাই।

বিদূরথ। আমি বাধ্য নই।

রুদ্রবাহু। তুমি বাধ্য!

বিদূরথ। কি? যাও—যাও, শীঘ্র এখান হ'তে চ'লে যাও, আমায় বিরক্ত ক'রো না। তোমার ভগ্নী আমার স্ত্রী, তার উপর আমার যথেষ্ট অধিকার আছে।

রুদ্রবাহু। সুন্দর অধিকার। তুমি তার সযত্নরোপিত তরুমূলে কুঠারাঘাত করবে, আর সে তোমার ক্লান্তিভরা দেহে চামর ব্যজন করবে? তুমি এক গণিকার প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করবে, আর সে তোমার স্ত্রী ব'লে সেই দুঃসহ বেদনা বক্ষে নিয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করবে? তুমি কঠোরতার নিষ্পেষণে তাকে দলবে আর সে তোমায় স্বামী-দেবতা ব'লে তোমার নির্ম্মমতার পদতলে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তার নারীজন্ম সার্থক করবে—কেমন? বাঃ, বা-রে অধিকার!

বিদুরথ। যাও, সেজন্য আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে।

রুদ্রবাহু। কিন্তু মীমাংসা করতে হবে। মীমাংসা না করলে আমি আজ যাচ্ছি না। বল নিষ্ঠুর! কোন্ অপরাধে আমার ভগ্নী এই কুলটার চেয়েও হীনা দীনা নগণ্যা?

অলকা। মহারাজ! মহারাজ! উঃ! কি অপমান।

বিদুরথ। সাবধান রুদ্রবাহু, রসনা সংযত কর। অলকার সম্মান নষ্ট ক'রো না।

রুদ্রবাহু। সম্মান? এই ঘৃণিতার সম্মান? অর্থে যারা আপনার হয়, তাদের আবার সম্মান! অর্থ দাও, সে তোমার; অর্থ না দিলে তুমি একটা দিনও আর এখানে স্থান পাবে না। আর সেই সতীলক্ষ্মী স্ত্রী তোমার—তাকে অর্থ দাও আর না দাও, মাত্র তোমার একবিন্দু করুণার জন্য কাতর দৃষ্টিতে দিবারাত্র চেয়ে থাকে। তাকে উপেক্ষা ক'রে আজ কিনা আলেয়ার ধাঁধায় প'ড়ে রয়েছ তুমি একটা নগণ্যা গণিকার দাস হ'য়ে?

বিদুরথ। এখনো বলছি সম্মান রেখে কথা বল রুদ্রবাহু!

রুদ্রবাহু। বহু সম্মান রেখেছি, আর বোধ হয় রাখতে পারবো না।

হয়তো এখনি তোমার মনুষ্যত্বকে দুর্গন্ধ নরক হ'তে তুলে আন্‌তে কুলটাকে—

অলকা। কি—কি, এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার! মহারাজ! মহারাজ! শাস্তি দাও—শাস্তি দাও, অহঙ্কারীর ছিন্নমুণ্ড আমায় উপহার দাও—নইলে আমার জ্বালা মিটবে না।

রুদ্রবাহু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসালি সর্ব্বনাশি! শাস্তি আমায় দেবে কে?

বিদূরথ। শাস্তি দেবো আমি—আমি। কই, কই আমার তরবারি? [তরবারি না পাইয়া] অলকা! অলকা! একখানা তরবারি এনে দাও—উদ্ধত যুবককে সমুচিত শিক্ষা দিই।

[অলকার দ্রুত প্রস্থান

রুদ্রবাহু। অস্ত্রের ভয় আমাকে দেখিও না বিদূরথ! দাও—শীঘ্র আমার ভগ্নীর নামে রাজ্যটা দানপত্র লিখে দাও—নতুবা তোমার রক্ষা নেই।

বিদূরথ। স্পর্দ্ধার কথা।

রুদ্রবাহু। নিশ্চয়! আমার ভগ্নীকে নির্য্যাতন—বিতাড়ন, সেও কি কম স্পর্দ্ধার কথা? স্বাক্ষরিত কর দানপত্র।

বিদূরথ। স্বাক্ষর? [ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

[অলকা আসিয়া বিদূরথকে অস্ত্র দিয়া গেল]

বিদূরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এস উদ্ধত যুবক, এইবার আমি দানপত্র স্বাক্ষরিত ক'রে দিচ্ছি। [অস্ত্রের দ্বারা রুদ্রবাহুকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল]

রুদ্রবাহু। আরে আরে অকৃতজ্ঞ পিশাচ!

[উভয়ে অস্ত্রদ্বারা উভয়কে আঘাতে উদ্যত, উভয়ের যুদ্ধ, বিদূরথ পরাস্ত হইল, অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল]

রুদ্রবাহু। এইবার স্বাক্ষর ক'রে দাও বিদূরথ।

বিদূরথ। রুদ্রবাহু! একটা অনুরোধ আমার—

রুদ্রবাহু। না—না, কোন অনুরোধ—কোন কাকুতি-মিনতি তোমার শুন্‌বো না। আমারও ভগ্নী কতদিন কতভাবে সজল-নয়নে তোমায় কত অনুরোধ করেছিল—কত কাকুতি-মিনতি করেছিল, কিন্তু তুমি উপেক্ষায় সব দূরে সরিয়ে দিয়ে পাপের সাগরে ডুবে গেছ—একটি-বারও তার ব্যথাকম্পিত মুখের পানে চাও নি। তোমার পায়ে ধ'রে কত কেঁদেছিল, কিন্তু তুমি পদাঘাতে তার বুকখানা চুরমার ক'রে দিয়েছ। না—না, আমি কোন কথা শুন্‌বো না। শীঘ্র দানপত্র স্বাক্ষরিত ক'রে দাও। আমি সমস্ত প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। প্রহরি! প্রহরি!

একজন প্রহরী মস্যাধার লেখনী ও কাগজ আনিল

রুদ্রবাহু। ধর লেখনী।

বিদূরথ। আচ্ছা! (ভয়ে দানপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিল)

রুদ্রবাহু। ব্যস্! আমার কার্য্য শেষ। আমি এখন চল্লাম বিদূরথ! নমস্কার! [প্রস্থান

বিদূরথ। রুদ্রবাহু! রুদ্রবাহু!
শোন তবে প্রতিজ্ঞা আমার।
যেইদিন তব মুণ্ড লুটাবে ধরায়,
যেইদিন মহানন্দে তব রক্ত
আকণ্ঠ করিব পান,
সেইদিন—সেইদিন এ ভাবনার
হবে অবসান। অপমান—অপমান!
যতদিন নাহি পারি—

দ্রুত অলকার প্রবেশ

অলকা। মহারাজ! মহারাজ!

বিদূরথ। অলকা! অলকা!
আর আমি নহি মহারাজ,
ভীষণ রাক্ষস আমি।
চেয়ে দেখ নয়নে আমার
জ্বলে বৈশ্বানর।
চেয়ে দেখ, বক্ষের পঞ্জর হ'তে
ধূমায়িত অপমান-চিতার অনল
বহুকষ্টে এখনো চাপিয়া আছি;
আর বুঝি থাকে না অলকা!
উঃ! উঃ! কিবা করি আমি,
কোথা যাই—কোথা শান্তি পাই?
অপমান—অপমান,
নিদারুণ অপমান।

অলকা। শান্ত হও মহারাজ!
আমি তব মুছাবো বেদন।
আমি তব দগ্ধ প্রাণে—
ঢেলে দেবো শান্তির সলিল।

বিদূরথ। শান্তি! শান্তি!
নাহি চাই শান্তি আর!
অশান্তির কালানলে হের এই
জ্বলিছে অন্তর।

গেল—গেল মোর রাজ্যধন,
কৌশলে লইয়া গেল
দানপত্র স্বাক্ষরিত করি।
এবে আমি পথের ভিখারী।
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।
রাজ্যে আর নাহি প্রয়োজন।
চাই শুধু প্রতিহিংসা করিতে সাধন।
অলকা! অলকা!
হাত ধ'রে নিয়ে চল মোরে
যেথা আছে প্রতিহিংসা প্রতিশোধ মোর।
শোন, শোন লো রূপসি!
যতদিন নাহি পারি তব পদপ্রান্তে
রুদ্রবাহুর সে শির
দিতে উপহার—ততদিন
এই রাজ্যে আসিব না আর।
এস—এস অলকা রাক্ষসি,
রক্ত যদি খাবে, সঙ্গে লও রক্ত পাত্র;
এস সাথে মোর।
চাই রক্ত—চাই রক্ত।
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
রক্ত দাও—রক্ত দাও।
পূর্ণ করি রাক্ষসী পিপাসা।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

বনপথ

তাপসবেশী শাল্বের প্রবেশ

শাল্ব। মহাদেব মহাত্রাণ মহাযোগী মহেশ্বর,
মহাপাপং হরং দেব মকরায় নমো নমঃ।
[প্রণাম]
হে শঙ্কর পার্ব্বতীবল্লভ!
ত্যজি রাজদণ্ড রাজাসন,
ত্যজি মোর অতুল ঐশ্বর্য্য,
ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন,
ফেলি দূরে সংসারের
মোহ কোলাহল
তব কৃপা লভিবারে
আসিয়াছি গভীর অরণ্যে।
কত দিন তব নাম জপি অবিরাম—
তাহে যদি তুষ্ট নাহি হও মহেশ্বর,
আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হবে তুমি!
একি! গভীর গর্জ্জনে কাঁপিল মেদিনী,
ব্যোমে মুহুর্মুহুঃ গম্ভীর নিনাদ!
দামিনী ঝলকে চমকিত করি!

কড়্ কড়্ মহাশব্দে
হয় যেন অশনি-সম্পাত !
প্রবল ঝটিকাঘাতে
বৃক্ষরাজি হয় নিপতিত ।
হে শঙ্কর ! আজি এই
প্রকৃতির বিপর্য্যয়-ক্ষণে—
বিচলিত নহি আমি ;
প্রাণ যদি বাহিরায়, নাহি ক্ষতি তায় ;
তবু মাগি দর্শন তোমার ।
একি ! কে—কে তুমি
আসিয়াছ লোলজিহ্বা করিয়া বিস্তার—
দন্তে দন্তে করিয়া ঘর্ষণ—
আকর্ষণ করিয়া আমারে
কেশে ধরি পাড়ি ভূমিতলে
চিবাতেছে অস্থি-মজ্জা মহান্ আনন্দে !
ওরে ওরে মৃত্যুর কিঙ্কর !
কি দেখাস্ ভয় ?
মৃত্যুঞ্জয়ে সঁপেছি সর্ব্বস্ব মোর,
আমার বলিতে ছিল যত কিছু,
অর্ঘ্যরূপে সবই দিছি চরণে তাঁহার ।
কিন্তু একি ! কেন আজি
অন্তরে জাগিল সুভীষণা
রাক্ষসী পিপাসা ! জল—জল !
কোথা পাই একবিন্দু জল ?

গীতকণ্ঠে জলপাত্রহস্তে ছলনার আবির্ভাব

ছলনা।—

গীত।

এই সে শীতল বারি এনেছি সোহাগে ভরি,
ধর ধর ধর সখা, পিও হে পিও।
ধর এই বারি, আমি যে তোমারি,
নিও হে আমারে সখা বুকে তুলে নিও॥
রাখিব যতনে হৃদয়-আসনে,
মধুর বচনে তুষিব পরাণে,
ঢেলে দেবো প্রেম-বারি,
আমি যে তোমারি,
প্রতিদানে ভালবাসা দিও হে দিও॥

শাম্ব। জল! জল! লো রূপসি,
আনিয়াছ পিপাসার জল?
দাও—দাও! (জলপাত্র লইয়া)
য়্যাঁ, একি জল!
না—না, নহে ইহা জল!
বিষ! বিষ! তীব্র বিষ!
(পাত্র দূরে নিক্ষেপ)
দূর হও—দূর হও মোহকরি নারি!
বারি নাহি চাই—
চাই শুধু কৃপাবারি প্রভু শঙ্করের।
দূর হও ছলাময়ি!
ছলনায় নারিবে ভুলাতে।

[ছলনার অন্তর্দ্ধান

শোন, শোন বিশ্বনাথ !
মরি যদি নির্জ্জন কান্তারে,
শিরে যদি হয় মোর
অশনিসম্পাত—তবু মোর
প্রতিজ্ঞা ভীষণ—চাই তব দরশন।
সাধনায় সিদ্ধিলাভ চাই।
বসি পুনঃ যোগাসনে—ওহে যোগিবর !
দেখি টলে কি না টলে আসন তোমার
ভক্তের ব্যথায়। (যোগাসনে উপবেশন)

ব্যাধবেশী মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। তু কোন্ আছিস রে ? কুথায় তুহার ঘর ? যা—যা, ভাগিয়ে যা ! এত্তো চিল্লাবি তো হামি তুহাকে জোর করিয়ে ভাগিয়ে দিবে।

শাল্ব। কে তুমি ব্যাধবেশী আমার সাধনার কণ্টক ?

মহাদেব। হামি এ জঙ্গলটার রেজা আছে। এহি জঙ্গল হামার। কেনো তু হামার রাজ্জিতে আসিয়েছিস্ ?

শাল্ব। ব্যাধরাজ ! ব্যাধরাজ ! আমি শঙ্করের আরাধনা কর্‌তে এই অরণ্যে এসেছি।

মহাদেব। কি—তু শঙ্কর-ঠাকুরের পূজা কর্‌তে চাস্ ? আরে ছো-ছো-ছো ! ওহি দেবতার নামটা তু মুয়ে আনিস্ না। সে তো ভাঙ খাইয়ে পাগলা হইয়ে ঘুরিয়ে বেড়ায় ! তু পাগলাটার পূজা কর্‌বি ?

শাল্ব। স'রে যাও—স'রে যাও শঙ্করদ্বেষি ব্যাধ, শীঘ্র আমার সম্মুখ হ'তে স'রে যাও। শিবনিন্দাকারীর মুখ আমি দর্শন কর্‌তে চাই না।

মহাদেব। কি, হামি ভাগিয়ে যাবে? হামার রাজ্যি—হামি ভাগিয়ে যাবে? তুহার এত্তো শক্‌তি?

শাম্ব। যাও—যাও দুষ্ট, শীঘ্র যাও—নতুবা—

মহাদেব। কি—কি, তবে দেখ্‌ এই কাঁড়ে তুহার জান বাহির করিয়ে দিই!

শাম্ব। বিঘ্ন! বিঘ্ন!
চতুর্দ্দিকে ছুটে আসে বিঘ্নরূপী
অনলের শিখা!
ওরে ওরে ব্যাধ, পদে ধরি তোর—
চ'লে যা রে, সাধনায় নাহি দিস্‌ বাধা।
ক্ষণ ব'য়ে যায়,
কবে হবে সাধনা আমার!
হে শঙ্কর! একি তব করুণার ধারা!
তব নামে তব ধ্যানে
হয় যদি এত অমঙ্গল,
তবে হে দেবেশ!
কেবা তব করিবে সাধনা?

মহাদেব। কি, তু এখনো যাবিনে? তুহার কি পরাণের মায়া নেহি! আয়—আয়! তবে তুহাকে শেষ করিয়ে দিই—

শাম্ব। দাও—দাও, শেষ করি জীবন আমার,
দিনু মোর বক্ষ পাতি।
ওরে ব্যাধ নির্ম্মম পাষাণ,
তবু প্রাণ ল'য়ে এখান হইতে
যাব না চলিয়া।

বসিয়াছি যেই যোগাসনে,
সে আসনে হয় যদি জীবনের শেষ—
তবু ত্যজিব না তাহা !
শঙ্কর ! শঙ্কর ! নাম তব
কণ্ঠে মোর করি উচ্চারণ
মরণে বরণ করি
চ'লে যাবো জীবনের পরপারে আমি।
হান—হান শর ওগো ব্যাধরাজ !
দেখি কিবা করে ভক্তাধীন ভোলানাথ
ভক্তের রক্ষায়। [বক্ষ পাতিয়া দিল]

মহাদেব। [স্বগত] আর কেন ভক্তের সঙ্গে ছলনা ! ভক্ত, ধন্য তোর সাধনা ! [সহসা নিজমূর্ত্তি ধারণ]

শাম্ব। য়্যাঁ, একি ! একি হেরি আজ !
স্বর্গীয় আলোকদামে
আলোকিত হইল কানন ;
পঞ্চানন ! পঞ্চানন ! আসিয়াছ
ভক্তে দিতে করুণার বারি !
মহাদেব মহাত্রাণ মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
মহাপাপং হরং দেব মকরায় নমো নমঃ।

[প্রণাম]

মহাদেব। তৃপ্ত ! তৃপ্ত আজি রে ভক্ত সাধনায় তোর !
অপূর্ব্ব সাধনা তোর, মুগ্ধ ভোলানাথ।
হেরি তোর একাগ্রতা কঠোর সাধনা
টলিয়া উঠিল মোর

ধবল কৈলাস-শৃঙ্গ ! তাই আজি
সিদ্ধি দিতে সিদ্ধেশ্বর সম্মুখে রে তোর ।

শাল্ব । ওহে সিদ্ধেশ্বর ভক্তাধীন !
নাহি কিছু সম্বল আমার, ভক্তি মাত্র সার ।
চাহ যদি সিদ্ধি দিতে সাধনায় মোর—
তবে বর দাও মোরে দিগম্বর—
হই যেন অমর ধরায় !

মহাদেব । ওরে ভক্ত ! ভক্তির আধার !
অমর নহেক কেহ এ মর-জগতে
আসা যাওয়া বিধির নিয়ম ।
সে নিয়মে আমিও চালিত ।
অসাধ্য দেবের যাহা,
কেমনে দানিব তাহা ?
চাহ অন্য বর ।

শাল্ব । অমরত্ব বর হয় যদি সাধ্যাতীত তব,
তবে দেহ এই বর—ওহে মহেশ্বর,
বীর নামে খ্যাত যেন হই এ ধরায় ।
নাহি চাহি অমরত্ব—
অমরতা লভে যেন কীর্ত্তি মোর
এ ধরায় । দাও মোরে বিশ্বজয়ী শূল—
যাহে আমি সর্ব্বক্ষণ রহিব বিজয়ী ।

মহাদেব । শূল হ'তে মহাশূল দানিব রে তোরে ;
ময় দানবের কত কৌশলে নির্ম্মিত
দিনু তোরে কামাচারী যান ।

কামরূপ ধরি শূন্যে শূন্যে ঘুরি
অদৃশ্য হইয়া রবে,
কেহ তোর পাবে না সন্ধান।
নিমেষে যোজন পথ করি অতিক্রম
ইচ্ছামাত্র চ'লে যাবে—সত্যবাণী মোর।

শাল্ব। এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম!
হে শঙ্কর, অপার করুণা তব!

মহাদেব। শোন ভক্ত! স্মরণ করায়ে দিই
কামাচারী যানের বারতা—
নিষ্ঠাভাবে চড়ি রথে চালাইবে তাহা।
যদি কোন রমণীর
ধর্ম্মনাশ করিবার তরে সেই রথে
অভিযান কররে ভক্ত, জেনো স্থির—
কার্য্যকরী নাহি হবে তাহা—
মৃত্যু তবে হইবে নিশ্চয়।
যা রে ফিরে স্বরাজ্যে এখন—
পাবি সেথা হেরিবারে কামাচারী যান।
কালপূর্ণ হ'লে তোর
দেখা দেবো মহাকালরূপে।

[অন্তর্দ্ধান

শাল্ব। লহ চরণ-সরোজে নতি।
এতদিনে সিদ্ধি সাধনায়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তরে
সহিয়াছি বহুদিন অশেষ যন্ত্রণা।

এবে মোর সার্থক সাধনা।
জাগ, জাগ মোর উৎসাহ উদ্যম,
জেগে ওঠ প্রতিহিংসা,
জাগ মোর কঠোর প্রতিজ্ঞা,
জেগে ওঠ মর্ম্মব্যথা সাকার মূর্ত্তিতে।
এস! এস ছুটে বাসনা-রাক্ষসি—
লোল জিহ্বা করিয়া বিস্তার।
ধ্বংস—ধ্বংস, যদুবংশ ধ্বংস চাই;
চাই রক্ত—চাই রক্ত!

গীতকণ্ঠে অভিশাপের প্রবেশ

অভিশাপ।—

গীত

চাই রক্ত—চাই রক্ত!
দাও রক্ত—কর তৃপ্ত!
মম আত্মারে কর ত্রাণ।
যদুবংশ করহে ধ্বংস,
ছাড় ছাড় মহাবাণ॥
কৌরবের কুল হইল নির্ম্মূল,
নিদারুণ সেথা মনস্তাপ,
তাই ধূমকেতু সম জনম তথায়
আমি গান্ধারীর অভিশাপ,
চাই মুক্তি—দাও মুক্তি
কর মোরে পরিত্রাণ।

[প্রস্থান

শাল্ব। ওরে অভিশাপ !
অঞ্জলি ভরিয়া দিব তপ্ত-রক্ত—
আকণ্ঠ করিবি পান।
গান্ধারীর অশ্রুধারা
মুছাইয়া দিব আমি
যাদবের উত্তপ্ত শোণিতে।
পাণ্ডবে সহায় করি
চাতুরী করিয়া কৃষ্ণ
কৌরবের কুল করিল নির্ম্মূল।
আমারও প্রতিজ্ঞা !
শিবদত্ত কামাচারী যানের প্রভাবে
যদুবংশ করিব নিধন।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বারকার পথ

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। অবসান কুরুক্ষেত্র রণ !
জ্বলেছিল যাহা—নির্ব্বাপিত
হ'য়ে গেছে সমরের শিখা।
শুধু স্মৃতিটুকু আঁকা আছে
বসুধার বুকে জ্বলন্ত খোদিত
ওই কুরুক্ষেত্র মাঝে।
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের তরে,
অর্জ্জুন-সারথি হ'য়ে
হোতারূপে চালায়েছি রথ।
আজি তার হ'ল উদযাপন।
অতঃ কুরুকুল-রমণী সকল !
মুছ মা নয়ন জল ;
কি করিবে, কর্ম্মফল অখণ্ড ধরায় !
সত্য বটে হস্তিনায় বাজায়েছি
মরণের ভেরী, কিন্তু বিনিময়ে তার—

বিন্দু বিন্দু উষ্ণ অশ্রুপাতে
সৃজিয়াছি যেই নদী,
ডুব দিয়া তাহে অনলের বহ্নিতাপ
আনিয়াছি সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে।
বিদায় দানিয়া আঁখিনীরে
প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুন সখারে—
শিরে ধরি গান্ধারীর অভিশাপ—
দাঁড়ায়েছি দ্বারকার পথে।
এবে করিব সফল তাহা
আত্মযজ্ঞে আত্মপ্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন।

দারুকের প্রবেশ

দারুক। দ্বারকানাথ! প্রণাম চরণে।
শ্রীকৃষ্ণ। দারুক, কি সংবাদ?
দারুক প্রভু, এস ত্বরা রথে,
ল'য়ে যাই দ্রুতগতি দ্বারকার মাঝে—
উৎকণ্ঠিত সবে তব অদর্শনে।
শ্রীকৃষ্ণ। রে দারুক! শিরে ধরি অভিশাপ—
হা হা রবে কাঁদায়ে হস্তিনা—
দুই হাতে সরাইয়া
নরমুণ্ড নরের কঙ্কাল
চলিয়াছি প্রিয় দরশনে।
এত পাপ সহিবে কি মোর?
চেয়ে দেখ্‌রে ধীমান্!

অস্তমিত ভানু, ক্ষীণ রশ্মিটুকু তার
ছড়ায়ে দিয়েছে ওই দ্বারকার
সুরম্য প্রাসাদে।
ইঙ্গিতে দেখায় ভবিষ্যের চিত্রপটখানি।
বুঝি দ্বারকার সুখ-রবি
এইভাবে অস্তমিত
হ'য়ে যাবে কালের কবলে।
রে দারুক! চল্ যাই
দ্বারকায় তুষিতে সবারে।
কুরুক্ষেত্র-রণ-অবসানে যেই বিষ
করেছি সঞ্চয়, উগারিয়া তাহা
দ্বারকায় প্রতি ঘরে ঘরে
উৎকণ্ঠা করিব রে দূর।

দারুক। প্রভু! বিলম্ব সহে না আর,
ভীত ত্রস্ত দ্বারকানগরী।
সৌভপতি শাল্বরাজ-পুত্র রুদ্রবাহু
অতর্কিতে আসি দ্বারকায়—
কৌশলে পশিয়া দুষ্ট উদ্যান-মাঝারে—
মা বলিয়া সম্বোধন করি
মাতা রুক্মিণীরে
ক'রে গেল আস্ফালন অতি দম্ভভরে।

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর ?

দারুক। ব'লে গেছে অতি রূঢ়স্বরে।
"রণসাজে হইয়া সজ্জিত

আসিয়াছি পিতৃ-অপমানের
নিতে প্রতিশোধ।”

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর?

দারুক। কুমার প্রদ্যুম্ন ছিল উপস্থিত
মাতার নিকট।
শাস্তি দিতে গর্ব্বিত যুবকে,
করেছিল অসি নিষ্কাশন।
কিন্তু মাতার নিষেধে
কোষবদ্ধ করি তরবারি,
মুক্তি দানি বিদেশী যুবকে,
পাঠাইল মোরে প্রভু, তব সন্নিধানে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

দারুক। ক'রে গেছে যুদ্ধের ঘোষণা, তাই—

শ্রীকৃষ্ণ। তাই এলে দানিতে সংবাদ?
কেন? দ্বারকায় নাহি কোন প্রাণী?
সুরক্ষিত পুরীমাঝে—
আততায়ী আসি ক'রে গেল
পদাঘাত দ্বারকার বুকে,
আর মহা মহা রথিগণ,
দ্বারকায় থাকিতে জীবিত—
নীরবে সহিল তারা নতশিরে
শত্রু-পদাঘাত! রে দারুক!
না—না, দোষী নহে কেহ, দোষী আমি।
শান্তিরাজ্য ভাবি দ্বারকার নরনারী

আলস্যে ঢালিয়া অঙ্গ
নিদ্রা যায় বিলাসের ক্রোড়ে।
আমিই দিলাম পাতি
বিলাসের শয্যা সুকোমল,
আমিই এর প্রধান কারণ।
রে যাদব! রহ স্থির আর কিছু দিন!
যেই অশান্তি-অনল
আনিয়াছি সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে,
দ্বারকার পথে পথে তাহা
দিব ছড়াইয়া। আমি দিব মুক্তি,
দিব শান্তি—বিলাসের শয্যা পাতি
শ্মশান-চিতায়।
আর কিছু আছে বলিবার?

দারুক। প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। যদি কিছু থাকে, কর শেষ তাহা।
এক এক করি সম্মুখেতে
ধর মোর কর্ম্মের তালিকা।
একাধারে সাঙ্গ করি অতি সযতনে
পরে আমিও লভিব বিশ্রাম।
কর্ম্মক্লান্তি দেহখানি,
দিব ঢালি শ্যাম শস্য ভরা
এই বসুধার বুকে।

দারুক। কর প্রভু, কর প্রতিকার,
দাও শাস্তি মহাপাপী সৌভের ঈশ্বরে।

শ্রীকৃষ্ণ।		মহাপাপী দুর্য্যোধন,
অত্যাচার অবিচারে তার টলিত মেদিনী,
নিরীহ পাণ্ডবগণে ছলে পরাজিত করি,
পাঠায়ে শ্বাপদসঙ্কুল বনে
মহানন্দে ছিল ব'সে
হস্তিনার সুরম্য প্রাসাদে।
জতুগৃহদাহ—দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণ,
যত কিছু করেছিল পাপ,
অবসান হ'য়ে গেল তার।
দম্ভের আসনে বসি দুষ্ট শিশুপাল
উঠেছিল দম্ভের শিখরে,
তাই তার হ'লো প্রতিকার
চক্রের বিকাশে।
এবে সৌভপতি শাল্বরাজ!
পূর্ণ হ'লে পাপ
আপনি নোয়াবে মাথা,
নিতে শাস্তি মম সন্নিধানে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকা-প্রাসাদ

রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মিণী। কই, আজও তো দারুক ফিরে এলো না? দিনের পর দিন চ'লে যায়, ব'সে আছি তাঁর শুভাগমনের পথ চেয়ে। কই—এখনো কেন তাঁর বাঁশরী বেজে উঠ্‌ছে না? তবে কি দারুক হস্তিনায় যায়নি? না—না, সে তো আমার আদেশ কখনো উপেক্ষা করে না! একি! আমার অন্তর যেন বল্‌ছে তিনি আস্‌ছেন—তিনি আস্‌ছেন; প্রাণ কেঁদেছে তাঁর—তিনি আস্‌ছেন। এস—এস দ্বারকানাথ! শঙ্কিত দ্বারকার শঙ্কা দূর কর্‌তে এস! অভয় বারিবর্ষণে দ্বারকাকে সঞ্জীবিত কর! ওকি! ওই না নগর-তোরণে আগমনীর সুর বেজে উঠ্‌লো! ওই যে মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি—শঙ্খের রোল! তবে কি সত্য সত্যই দ্বারকানাথ দ্বারকায় ফিরে এলেন!

শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ

সখীগণ।—

গীত

ওলো শ্যাম-সোহাগি,
বরণ ক'রে নে লো তুলে
পরাণচাঁদে কুঞ্জমাঝে।
ছাঁদন বাঁধন যেমন তেমন
প্রেমের বাঁধন এটে সেঁটে
রাখ্‌ লো এবার চোখোচোখী
দিনে রাতে সকাল-সাঁজে॥

মনোচোরা পড়্‌লো ধরা
আপনহারা প্রেমের ফাঁদে,
রাখ্‌ লো ধ'রে মনোচোরে
দিস্‌নে যেতে গোকুলেতে ;
ওংকালাচাঁদ, বারণ করি—
মজিও না আর তোমার প্রেমে,
সর্ব্বনাশী বাঁশের বাঁশা ,
বাজিও না আর পথের মাঝে,
মোরা উদাস্‌ প্রাণে চেয়ে থাকি—
রূপটি তোমার হৃদে জাগে ॥

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মিণি ! রুক্মিণি ! প্রিয়সখি মোর—
আসিয়াছি দিতে দরশন।
প্রিয়তমে ! কর চিন্তা পরিহার !
আর না সহিতে হবে অদর্শন-ব্যথা।

রুক্মিণী। তব অদর্শন-ব্যথা সহি নিরবধি।
অন্তর্যামী তুমি হরি
নাহি বুঝ অন্তরের ব্যথা।

শ্রীকৃষ্ণ। সব বুঝি প্রিয়ে !
বুঝিয়া না বুঝি আমি,
অবুঝ করিয়া দেয় কর্ত্তব্য আমার।

রুক্মিণী। গুণমণি, দেহ স্থান চরণে তোমার।
চিন্তার গভীর নীরে ডুবে যাই সদা।
শুধু চিন্তা তব তরে মোর ;
চেয়ে দেখ হে মুরারি !

সৌভের শাসনে আজি
ভীতা ত্রস্তা সোনার দ্বারকা তব।
উঃ, কেশব ! তব তরে
কত ব্যথা অন্তর-মাঝারে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রিয়ে, কে বুঝিবে ব্যথা মোর ?
হৃদয় মাঝারে সঞ্চিত রেখেছি যাহা
অতি সযতনে। জগতের নর-নারী
শোক তাপ যত কিছু ব্যথা ও বেদনা
সব কিছু দানিয়া আমায়—
শান্তি লভে সবে।
আর আমি—দুহাতে কুড়ায়ে লই
আপনার শিরে জগতের যত ব্যথা।
তাই নাম মোর ব্যথাহারী হরি !
কিন্তু মোর ব্যথা জানাবো কাহারে দেবি ?
জানাবার নাহি কোন স্থান।
জানিত বুঝিত যদি
কত ব্যথা ধরিয়াছি বুকে,
তাহ'লে সে মর্ম্মব্যথা না দানি আমারে
মোর ব্যথা লইত কাড়িয়া।
হায় প্রিয়ে, কৃষ্ণ-নামে এত অভিশাপ !

রুক্মিণী। দাও প্রভু মর্ম্মব্যথা মোরে !
আশীর্ব্বাদ সম তাহা লইব মস্তকে।
কৃষ্ণনামে অভিশাপ যদি,
তবে কেন জগতের লোক

কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ,
ধৌত করে কলুষ-কালিমা ?
কৃষ্ণনামে অভিশাপ দূরে চ'লে যায়—
জগতের পাপী তাপী
নামমাত্র করিয়া সম্বল,
ছাড়ি এ সংসার মায়ার বন্ধন—
চ'লে যায় চিরানন্দ-ধামে।
পদে ধরি হে মুরারি !
শঙ্কা কর দূর—
ভাসায়ো না অশ্রুজলে আর।

শ্রীকৃষ্ণ। ফেল সতি—ফেল অশ্রু,
যতটুকু আছে তব নয়নের কোণে !
অশ্রুসিক্ত কর বসুধার বুক !
কাঁদানো অভ্যাস মোর,
নিজে কেঁদে অপরে কাঁদাই !
কাঁদায়ে এসেছি কুরুকুল করিয়া নির্মূল,
অহরহ কাঁদে সেথা গান্ধারী জননী।
এবে কাঁদ তুমি সতি, কাঁদুক্ দ্বারকা-পুরী,
অশ্রুজলে হোক্ মুক্ত অভিশাপ হ'তে !

ব্যস্তভাবে প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। পিতা ! পিতা !
আচম্বিতে দ্বারকায় ঘটিল প্রমাদ !
ঘর্‌ঘর্‌ মহাশব্দে কাঁপাইয়া দ্বারকানগরী,

শূন্যপথে রথে চড়ি ছাড়ি সিংহনাদ
কোদণ্ড টঙ্কারে—বীরদর্পে—
উপনীত সৌভের ঈশ্বর।
রক্ষা কর—রক্ষা কর পিতা,
আজি দ্বারকার গৌরব সম্মান।

রুক্মিণী। বাসুদেব! বাসুদেব!

শ্রীকৃষ্ণ। ধৈর্য্য ধর সতি!
হ'য়ো না অধীর বিপদের কালে।
প্রদ্যুম্ন! ল'য়ে যাও অন্তঃপুরে
মাতারে তোমার।
সম্মুখেতে পুনঃ মোর কর্ম্মের অধ্যায়;
কর্ম্মিরূপে কর্ম্ম পুনঃ করিব সাধন।
কর্ম্ম তরে সুখ শান্তি দিছি বিসর্জ্জন,
কর্ম্মের বরণ করি,
এক লক্ষ্যে ছুটিয়াছি কর্ম্মের সন্ধানে।
যাও পুত্র, মাতারে লইয়া।

[প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীকে লইয়া প্রস্থান করিল

শ্রীকৃষ্ণ। ঘোর—ঘোর চক্র অবিরাম কালের ঘূর্ণনে
বাজ—বাজ প্রলয়-বিষাণ ভৈরব নিনাদে!
এ ধরায় শান্তিরাজ্য করিতে প্রতিষ্ঠা—
নামিলাম পুনঃ আমি ভূভার-হরণে!

শাল্বরাজের প্রবেশ

শাল্ব। দাঁড়াও ভূভারহারি, বীরেন্দ্রকেশরি!

তব ভুভারের ভার করিতে হরণ,
উপনীত সৌভপতি আজি।

শ্রীকৃষ্ণ। স্বাগত হে শাল্বরাজ!
বিস্মিত হয়েছি আমি তব আচরণে।
কহ বীর! এত শীঘ্র কেন হেথা
হ'লে উপনীত—
আবাহন করিনি ত' তোমা?
তবে কেন আসিয়াছ ঝাপ দিতে
জ্বলন্ত পাবকে?
আচম্বিতে পশি দ্বারকায়
সেধে কেন অসময়ে মুক্তি লবে বীর?

শাল্ব। জগতের মুক্তিদাতা সাজি
ছলনার ইন্দ্রজাল সৃজি
ব'সে আছ নিশ্চিন্তে কেশব,
তাই আজি মুক্তি দিতে তোমা চিরতরে,
মুক্তিদাতারূপে আমি উপনীত হেথা।

শ্রীকৃষ্ণ। ওহে মোর মুক্তিদাতা!
এত কৃপা মোর প্রতি?
আগে যদি জানিতাম,
তবে কালক্ষয় না করিয়া
যেচে গিয়ে লইতাম মুক্তি তোমা পাশে।
সৌভাগ্য অপার,
মুক্তিদাতা সম্মুখে আমার।

শাল্ব। স্তব্ধ হও হে চতুর!

অর্জ্জুনে সহায় করি
কুরুকুল করিয়া নির্ম্মূল,
ভাবিয়াছ—তব সম বীর বুঝি
নাহিক ধরায় ? মনে পড়ে যদুপতি !
রুক্মিণীর স্বয়ম্বর-সভামাঝে
প্রতিজ্ঞা আমার ? দম্ভে পশি সভামাঝে
হরণ করিয়া মোর বাঞ্ছিত শিকারে
দ্বারকায় ল'য়ে এলে।
তাই আসিয়াছি আচম্বিতে
দ্বারকার মাঝে খুঁজে নিতে মোর
সেই কামনা-সম্পদে।
দ্বারকার রাজা তুমি !
দাও ফিরে মোর সোনার হরিণী—
রুক্মিণী সুন্দরী।
নহে প্রতিজ্ঞা আমার—
যদুপতিসহ যদুবংশে করিব নিধন।

শ্রীকৃষ্ণ। সোনার হরিণী আজি সোনার পিঞ্জরে।
লবে তাহা—এস তবে সাথে মোর,
দিব ধরি তোমারে রাজন্।

[শাল্বসহ প্রস্থানোদ্যত]

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। কোথা যাও পিতা ?

শ্রীকৃষ্ণ। সম্মুখেতে হের রাজা পিঞ্জর-রক্ষক।

পরাজিত করি ওরে
ল'য়ে যাও সোনার হরিণী।

[প্রস্থান

শাল্ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভাল! ভাল!
ওহে পিঞ্জর-রক্ষক!
দাও ত্বরা সোনার হরিণী।

প্রদ্যুম্ন। স্তব্ধ হ রে পাপি!
কোথা পাবি সোনার হরিণী,
আশা তোর হইবে নির্ম্মূল
আমার এ সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।

শাল্ব। বটে! বটে!
ওরে শিশু পিঞ্জর-রক্ষক!
কি স্পর্দ্ধায় এলি তুই
বাধা দিতে অনিবার্য্য গতি পথে মোর?
একটী আঘাত মোর সহিবে না
সুকোমল অঙ্গে তোর—
চূর্ণ—চূর্ণ হইবে পলকে।

প্রদ্যুম্ন। রে দর্পি! কি ক্ষমতা তোর!
মায়ের সন্তান আমি, মাতার আশিসে
দম্ভ তোর করিব বিচূর্ণ।

শাল্ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—নিবারিতে
নাহি পারি হাসি, শুনি শিশু মুখে
দম্ভের বচন।
কি জঞ্জাল বাড়িল আবার!

কই, কোথা গেলে যদুরায়,
শীঘ্র এনে দাও রুক্মিণীরে হেথা।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রদ্যুম্ন। কোথা যাও সৌভরাজ!
পালাবার নাহি পথ—
চতুর্দ্দিকে মরণ প্রহরী।

শাল্ব। ওঃ, বাধ্য তবে করিলি আমারে
সুকোমল অঙ্গে তোর করিতে আঘাত।
তবে ধর্ অস্ত্র, শিশু,
দেখি তোর অস্ত্রের বিক্রম।

[প্রদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ ; প্রদ্যুম্ন বন্দী হইল]

হাঃ-হাঃ-হাঃ! চপল বালক!
মিটিয়াছে রণ-তৃষা?
শোন্—শোন্ শিশু! আজি তোর জননীরে—
বসাইয়া বামপার্শ্বে মোর
করিব রে প্রতিজ্ঞা পালন।
আজি হ'তে আমি হবো পিতা তোর—
পিতা বলি সম্ভাষণ করিবি আমারে তুই।

প্রদ্যুম্ন। উঃ! উঃ! ডুবে যাও—
নিভে যাও দেব দিবাকর!
ভেঙ্গে পড় অনন্ত আকাশ,
বধিরতা রোধ শ্রুতিপথ।
হেন কথা শুনিবার আগে
মৃত্যু কেন হ'ল না আমার! শোন্ পাপি!

আরবার পাপ-কথা হ'লে উচ্চারিত
ছিন্ন করি হাতের শৃঙ্খল
নখাঘাতে কণ্ঠ ছিঁড়ি
ল'য়ে তোর তপ্ত রক্ত
মাতৃপদ করিব বিধৌত।

শাল্ব। ওরে মাতৃভক্ত শিশু!
অসার গর্জ্জন তোর।
যাক্! কই, কোথা কৃষ্ণ,
কহ ত্বরা—দিবে কি না দিবে
রুক্মিণীরে তব!

ব্যস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। দিব—দিব রাজা, রুক্মিণীরে তোমা।
হের এই সুবর্ণ-হরিণী।

[সুদর্শন চক্র দেখাইলেন]

ধর—ধর ত্বরা, মিটাও বাসনা;
আলিঙ্গনে তৃপ্ত কর প্রাণ।

শাল্ব। প্রতারণা! প্রতারণা শাল্বরাজসহ!
আরে আরে হেয় ঘৃণ্য গোপের নন্দন!
দেখ তবে শাল্বের প্রতাপ!

শ্রীকৃষ্ণ। চক্র! চক্র! জাগ!
জাগ পুনঃ নবীন উৎসাহে।

[উভয়ের যুদ্ধ]

শাল্ব। একি! একি! চৌদিকে ঘেরিল অগ্নি

লেলিহান শিখা করিয়া বিস্তার।
জ্ব'লে যায়, পুড়ে যায় সর্ব্বাঙ্গ আমার।
নাহি পাই পলাইবার পথ!
কই, কোথা মোর কামাচারি যান!
ল'য়ে চল ত্বরা করি নিজ রাজ্যে মোর।

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। রে পাপি, সাধে কেন বাদ সাধো?
মৃত্যুসনে করিতে সমর
সতীনাথে তুষ্ট করি লভেছিস্ বর,
কিন্তু রক্ষা নাহি তোর।
সাধ কেন ভস্ম হ'তে সতী-কোপানলে?

প্রদ্যুম্ন। পিতা!

শ্রীকৃষ্ণ। বন্দি তুমি পুত্র! [মুক্ত করিল]
বড় ব্যথা পেয়েছ সন্তান!
নাহি ভয়—ভয়হারী পিতা তব
আছে দ্বারকায়।

[প্রদ্যুম্নসহ প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

দ্যুমান্ ও চন্দ্রনাথ

দ্যুমান্। বল তুমি কে? সত্য পরিচয় দাও।

চন্দ্রনাথ। পরিচয় দেবার মত এমন কিছু কাজ করিনি। তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি, আমি একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান।

দ্যুমান্। না, বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই তুমি কোন গুপ্তচর।

চন্দ্রনাথ। আমি কোন গুপ্তচর নই; আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যেন এরূপ কার্য্য কখনো কর্‌তে না হয়।

দ্যুমান্। আমি কোন স্তোকবাক্য শুন্‌তে চাই না। সত্য বল কে তুমি?

চন্দ্রনাথ। সত্য বল্‌ছি আমি একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার আপনার বল্‌তে জগতে আর কেউ নেই। আছে মাত্র একজন—সে আমার পুজনীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি অভিমানে বাড়ী থেকে চ'লে এসেছেন। আমি তাঁর অনুসন্ধান করতে এসেছি।

দ্যুমান্। বটে! মিথ্যাকথা। নিশ্চয় তোমার কোন দুরভিসন্ধি আছে—নিশ্চয় তুমি দ্বারকার গুপ্তচর।

চন্দ্রনাথ। ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি—আমি কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে এখানে আসিনি—আর আমি দ্বারকার গুপ্তচরও নই।

দ্যুমান্। সত্য বল যুবক! কি জন্য এখানে এসেছ? তা না হ'লে তোমায় বন্দি কর্‌বো।

চন্দ্রনাথ। কিছুমাত্র আপত্তি নেই, আমি কিন্তু সত্য পরিচয়ই দিয়েছি।

দ্যুমান্। বিশ্বাস হয় না। মনে হয় তোমার কাছে কোন গুপ্ত অস্ত্র আছে।

চন্দ্রনাথ। সে কি? একজন নিরীহ প্রজার প্রতি এ অত্যাচার কেন?

দ্যুমান্। জানো যুবক, আমি এ রাজ্যের সেনাপতি! আমায় প্রতারণা ক'রো না—তাহ'লে মৃত্যু অনিবার্য্য।

চন্দ্রনাথ। আমি তো অমর নই। তবে—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে হয়তো তোমাকেই মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে হবে।

দ্যুমান্। কারণ?

চন্দ্রনাথ। ভগবান্ মাথার উপর আছেন। তাঁর রাজত্বে কি কখনো পাপের জয় হয়?

দ্যুমান্। কি, অহঙ্কারি যুবক! সৌভরাজ্যের সেনাপতির সঙ্গে পরিহাস? এস, দেখি তুমি কত বড় সাহসী! [অস্ত্র উত্তোলন]

চন্দ্রনাথ। দাঁড়াও সেনাপতি! জান্‌তে পারি কি এ রাজ্যের রাজা কে? মহারাজ শাল্ব, না তার একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী? সেনাপতি! এ কি নিরাপরাধের উপর অমানুষিক অত্যাচার তোমার? এই কি মহারাজের আদেশ, না তোমার স্বেচ্ছাচারিতার প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখানো? আরও জান্‌তে চাই—প্রজারা কি সেনাপতির হাতের পুতুল, যে তারা তারই ইচ্ছায় চালিত হবে?

দ্যুমান্। জেনে রেখো যুবক! এ রাজ্য শাসনের ভার এখন আমার।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু মহারাজ আছেন। আমি মহারাজের নিকট হ'তে

জান্‌তে চাই—বিনাদোষে একজনের উপর অত্যাচার—এও কি তাঁরই আদেশ ? চাই এর সুবিচার !

দ্যুমান্। সুবিচার ? কিন্তু তার পূর্ব্বে এইখানেই হ'য়ে যাক্ তোমার শেষ বিচার। [হত্যায় উদ্যত]

রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। কিসের শেষ দ্যুমান্ ?

দ্যুমান্। বিচার কর যুবরাজ !

রুদ্রবাহু। কার বিচার ?

দ্যুমান্। এই রাজদ্রোহীর।

চন্দ্রনাথ। না যুবরাজ, আমি রাজভক্ত প্রজা ! দ্বারকার গুপ্তচর মনে ক'রে, সেনাপতি আমার উপর অমানুষিক অত্যাচারে উদ্যত হয়েছে। যুবরাজ ! আমি একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান—আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সন্ধানের জন্য এখানে এসেছি।

দ্যুমান্। সম্পূর্ণ মিথ্যা।

রুদ্রবাহু। মিথ্যাবাদীর উক্তি কখনো অতখানি সাহসের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না দ্যুমান্ ! আর তার মুখের ভাব কখনো অতখানি উজ্জ্বল হয় না। তুমি ভুল বুঝেছ ভাই ! এ যুবককে তুমি সন্দেহ ক'রে ছেড়ে দাও। যাও ব্রাহ্মণ ! তুমি চ'লে যাও—কোন ভয় নেই।

চন্দ্রনাথ। কুমার, তোমার জয় হোক্। শোন কুমার ! যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাচ্ছি ! সেনাপতির জন্য যেন রাজার পবিত্র নাম কলঙ্কিত না হয়।

রুদ্রবাহু। সে কি ব্রাহ্মণ ?

চন্দ্রনাথ। এই সেনাপতির জন্যই রাজ্যে হাহাকার উঠেছে, কত নিরীহ

প্রজা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে। আর বুঝি তারা সেনাপতির কঠোর শাসন সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। মহারাজ যেন এর সুবিচার করেন।

[প্রস্থান

দ্যুমান্। [স্বগত] আচ্ছা, যাও যুবক! কিন্তু তোমার অব্যাহতি নেই! আজ যুবরাজের করুণায় মুক্তিলাভ কর্‌লেও আমি তোমায় শীঘ্রই বন্দী ক'রে উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

রুদ্রবাহু। দ্যুমান্! তোমার নামে একি অভিযোগ ভাই?

দ্যুমান্। সবই মিথ্যা!

রুদ্রবাহু। তাই যেন হয়! যাক্, এখন সৈন্যদের রণসাজে সজ্জিত হ'তে আদেশ দাও। পিতা রাজ্যে পদার্পণ ক'রেই একদণ্ড বিশ্রাম না ক'রেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে দ্বারকা-জয়ে ছুটেছেন। চল, আমরাও বিপুলবাহিনীসহ দ্বারকা আক্রমণ ক'রে পিতার সাহায্য করিগে।

দ্যুমান্। উত্তম! আমি দশসহস্র সৈন্য সজ্জিত ক'রে রেখেছি, আদেশমাত্রেই দ্বারকা আক্রমণ কর্‌বো। [স্বগত] দেখি কতদূর গেল সেই ব্রাহ্মণ যুবক। মিথ্যা অভিযোগে মহারাজের কাছে তাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌তে হবে।

[প্রস্থান

রুদ্রবাহু। এও কি সত্য? দ্যুমান্ কি সত্য সত্যই প্রজাদের উপর অত্যাচার কর্‌ছে? সন্দেহের কথা!

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। দাদা! দাদা! আমি শুন্‌লাম, তুমি নাকি আমার জন্য এক অমূল্য রত্ন এনেছো—তাই ছুটে দেখ্‌তে এলাম। কই, দেখি কি রত্ন?

রুদ্রবাহু। সত্যই বোন্, তোর জন্য আমি এক অমূল্য রত্ন এনেছি, কার্য্যের ব্যস্ততায় তোকে যথাসময়ে দিতে পারিনি। এই নে সেই অমূল্য রত্ন। [দানপত্র প্রদান]

সুলোচনা। য়্যাঁ। এযে একখণ্ড কাগজ ?

রুদ্রবাহু। দানপত্র।

সুলোচনা। দানপত্র ! কার ?

রুদ্রবাহু। তোর স্বামীর। আমি জোর ক'রে তার বিলাসকুঞ্জে প্রবেশ ক'রে ওই দানপত্র স্বাক্ষরিত ক'রে এনেছি। তুই এখন সে রাজ্যের সর্ব্বেশ্বরী ! বিদূরথ এখন তোরই অনুগ্রহপ্রার্থী।

সুলোচনা। দাদা !

রুদ্রবাহু। অন্যায় করেছি কি সুলোচনা ? ভেবে দেখ্ বোন্ কত অত্যাচার কত অবিচার তোর বুকের উপর দিয়ে হ'য়ে গেছে ! গণিকার মোহে উন্মত্ত হ'য়ে তোকে পদাঘাতে বিতাড়িত করেছে—বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে প্রজার অর্থ নিঃশেষ করেছে ! তাই তার রাজ্য রক্ষা কর্‌তে এই দানপত্রে রাজ্য হস্তান্তরিত করেছি। রেখে দে ভগ্নি দানপত্র—আর আমি একমুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌তে পার্‌বো না, রাজ্যে আগুন জ্বলেছে—তাই তার নির্ব্বাণে ছুটে চললাম। [প্রস্থান

সুলোচনা। আমার স্বামীর স্বাক্ষরিত দানপত্র ! জোর ক'রে লিখে এনেছে ? ভুল করেছ দাদা ! এতে তো ভগ্নী তোমার সুখী হ'তে পার্‌বে না। বরং দুঃখ তার আরও বেড়ে উঠ্‌লো। নারীর দেবতা স্বামী। যদিও তাঁর নির্ম্মমতার পদদলনে আমি দলিত, তবু তিনি আমার স্বামী—দেবতা—তাঁর সুখই আমার সুখ। কি হবে এই দানপত্রে ? যাই তাঁর কাছে, তাঁকে দানপত্র ফিরিয়ে দিয়ে দাদার হ'য়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো। [প্রস্থান।

সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু। দিদি—দিদি! তাইতো, দিদি কোথায় গেল? আমার গান শুন্‌তে দিদি যে বড় ভালবাসে।

সুবাহু।—

গীত

হরি! আমায় দাওনা দেখা।
হৃদয়ের ব্যথা নাশিয়া এস হাসিয়া
কর জীবন মধুমাখা॥
এস গোপনে প্রেম-নন্দন-বনে,
কত রাঙা ফুলে পূজিব চরণে,
এস মুরলীবাদক, কলুষনাশক
অনাথপালক সখা॥
যেন মরণ-নদীর পারে
পাই হে তোমারি দেখা
সখা! সখা! জীবন-মরণ সখা॥

দ্রুত শাল্বের প্রবেশ

শাল্বরাজ। কে গায়! কে গায়! কার এত সাহস? আমার আদেশ উপেক্ষা ক'রে কে হরিনাম কীর্ত্তন কর্‌ছে? [অগ্রসর]

সুবাহু। বাবা! বাবা! আমি—আমিই হরিনাম কীর্ত্তন কর্‌ছি।

শাল্ব। কে! সুবাহু? তুই হরিনাম কীর্ত্তন কর্‌ছিস্? আমার পুত্র সুবাহু? না—না, বোধ হয় কালসর্প! যাকে এতদিন ধ'রে স্নেহ ঢেলে দিয়েছিলাম, আজ সুযোগ বুঝে সে আমায় ছোবল মার্‌লে?

সুবাহু। হরিনামে কি কোন দোষ আছে বাবা?

শাল্ব। চুপ! চুপ! আজ আমি তোকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো সুবাহু! তোর দণ্ড দেখে রাজ্যবাসী সকলেই চম্‌কে উঠবে ভয়ে—আর কেউ কখনো রাজ-আজ্ঞা অবহেলা ক'রে হরির নাম মুখে উচ্চারণ কর্‌বে না। পুত্র হ'লেও তোর অব্যাহতি নেই; স্নেহের আকর্ষণে, ন্যায়ের মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌বো না। এই, কে আছিস্‌?

প্রহরীর প্রবেশ

শাল্ব। এই বালককে শৃঙ্খলিত ক'রে কারাগারে নিয়ে যা। এর প্রাণদণ্ড হবে।

সুবাহু। বাবা! বাবা!

শাল্ব। আমি রাজা! নিয়ে যা শিশুরে।

[প্রহরী সুবাহুকে লইয়া গেল

শাল্ব। হে শঙ্কর! অন্তরে বিষাদরাশি
দিয়েছ ছড়ায়ে, বরলাভে হ'য়ে বলীয়ান্‌
ছুটিলাম প্রতিজ্ঞাপূরণে।
কিন্তু হায়, পরাজয় শিরে ধরি—
ফিরিলাম ভগ্ন মনোরথে।
ছলায় ভুলায়ে মোরে অমরত্ব হ'তে
দানিয়াছ যাহা,
ফিরাইয়া লহ তাহা,
অবজ্ঞার অনুগ্রহ চাহি না তোমার।
পুনঃ নিজ শৌর্য্যবলে
দাঁড়াইব দ্বারকার বুকে—
আনিব হরিয়া সেই রুক্মিণীরে হেথা।

একি ! কে—কে তুমি ?
সহসা উঠিলে ভাসি নয়নে আমার ?
শঙ্কর ! শঙ্কর !
কি কহিছ কহ মহেশ্বর !
ওঃ ! বুঝিলাম সতী-নির্য্যাতনে
বর তব নাহি হবে কার্য্যকর ;
তাই মোর হ'ল পরাজয় ।
ভাল—ভাল, ক্ষমা কর মোহান্ধ সন্তানে ।
আজি হ'তে সে বাসনা দিনু বিসর্জ্জন ।
চাই শুধু কৃষ্ণ সহ রণ —
চাই শুধু মহাকীর্ত্তি
স্থাপিতে ধরায় ।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রামনাথের বাটীর সম্মুখস্থ পথ

গীতকণ্ঠে কলসীকক্ষে রমণীগণের প্রবেশ

রমণীগণ।—

গীত।

ও দিদি লো, সারি সারি চল।
পুকুর ঘাটে কলসী কাঁধে আন্‌তে হবে জল॥
তাড়াতাড়ি চল দিদি লো,
আঁধার যে ওই ঘনিয়ে এলো,
দেরী হ'লে মিন্সেরা সব করবে রসাতল॥
তাড়াতাড়ি কলসী ভরে,
যেতে হবে ফিরে ঘরে,
লুকিয়ে মধু খেলে পরে বিগড়ে যাবে কল॥

[সকলের প্রস্থান।

মনোরমার প্রবেশ

মনোরমা। বলি হ্যাঁলা সব চোখ-খাকীরা! আমি এমন কি অন্যায় করেছি, যার জন্যে তোরা গুজ্‌ গুজ্‌ ফুস্‌ ফুস্‌ ক'রে নানান কথা বলিস্‌? আমার ভাতার তোদের কি বাবাকেলের ভাতার? না হয় তার পিঠে ঘাকতক ঝাঁটাই মেরেছি। তাতে আর কি হয়েছে!

বেশ করেছি মেরেছি, আমার ভাতারকে আমি মেরেছি, তোদের কি না? তোদের কি বাবাকেলে ভাতার? কিন্তু মিন্সের জন্যে প্রাণটা মাঝে মাঝে কেমন ক'রে ওঠে। মিন্সে আমার দোষে গুণে ছিল! হরি হে, তাকে আনিয়ে দাও। হেঁই মা, হরির নাম ব'লে ফেলেছি। ভাগ্যি কেউ শুন্‌তে পায়নি। মুখপোড়া রাজার হুকুমে কেউ হরিনাম কর্‌তে পার্‌বে না। ও পাড়ার গরবী দিদির সোয়ামীকে এখন সবাই ফরেকেষ্ট ব'লে ডাকে! তাইতো, মিন্সে গেল কোথায়! আহা, সে আমার ঝাঁটা খেতে বড্ড ভালবাসতো। ঠাকুরপোও সেই গেল আর এল না। হরি! হে (জিভ কাটিয়া) হেঁই, আবার ব'লে ফেলেছি! ফরি হে! ফরিহে!

রঙ্গ ও রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গ। বলি ও দিদিমণি! দাদা কোথায়?

মনোরমা। জানি না, চুলোয় গেছে।

রঙ্গিণী। বলি ও দিদি, তোমার নাগর কোথায়?

মনোরমা। আরে মলো, ছোঁড়াছুঁড়ির রসিকতা দেখ্‌লে গা জ্ব'লে যায়।

রঙ্গ। বলনা দিদিমণি?

মনোরমা। মুখে আগুন আর কি? সে চাকরী কর্‌তে গেছে।

রঙ্গিণী। তোমার জন্য কি আন্‌বে দিদিমণি?

মনোরমা। আন্‌বে আর কি? আন্‌বে গয়না গাঁটী—কত কি।

রঙ্গিণী। আর কিছু নিয়ে আস্‌বে না?

মনোরমা। আ ম'লো ডবকা ছুঁড়ি! আর ভালবাসা সন্দেশ নিয়ে আস্‌বে।

রঙ্গ। আমায় দুটো ভাগ দেবে না ?

মনোরমা। দেবো বই কি !

গীত।

রঙ্গ।— আমরা ভালবাসার মাণিক জোড়, দিদিমণি।

রঙ্গিণী।— আমায় দুটো দাও না দিদি,
ভালবাসার নকল দানা, ও দিদিমণি ॥

রঙ্গ।— প্রেমের পাঁকে ভালবাসা ফুটলে দিদি ভাল লাগে,

রঙ্গিণী। প্রেমের রসে ডুব্‌লে শেষে হাপু খেয়ে খেয়ে
ওঠে ভেসে, ও দিদিমণি।

রঙ্গ।— যে খেয়েছে, সে মজেছে,
প্রেমের রসে ডুবে গেছে,

রঙ্গিণী — খাওনা দিদি পেটটী পুরে,
আন্‌বে দাদা আঁচল ভরে,
লাগাবে তবে প্রেমের জোর, ও দিদিমণি।

[উভয়ের প্রস্থান

মনোরমা। ওমা, লজ্জায় ম'রে যাই ! ছোঁড়াছুঁড়ির কাণ্ড দেখে অবাক হ'য়ে গেছি। অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, যাই, মা কালীর মানসিক ক'রে আসি। মুখপোড়া যেন শীগ্‌গির—শীগ্‌গির ফিরে আসে। কতদিন মিন্সেকে চোখে দেখিনি। আহা, মিন্সে আমার দোষে গুণে ছিল।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বন প্রান্তর

জনৈক পথিক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল

পথিক।—

গীত।

চল্ উদাসি, কোথায় যাবি চল্ রে।
নিবিড় বনের অন্ধকারে পথ হারিয়ে যায় রে॥
শনশনিয়ে বাতাস বহে,
ওই কালো দীঘির জলে
মরাল ভাসে রে,
গোপন সুরে পরাণ মাঝে
কে যেন হায়, কয় কথা রে
আমায় পাগল করে॥
পা চলে না আমার গো—
আমি যাবো কেমন ক'রে
দেশের মাটী খাঁটী সোণায় ছেড়ে
আজকে পরের ঘরে॥

[প্রস্থান

রামনাথের প্রবেশ

রামনাথ। বাপ্ রে বাপ—বাপ্ রে বাপ! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে এলাম। খুঁজে এলাম পথে—ঘাটে—মাছের—হাটে—তরকারির বাজারে—গরুর

গোয়ালে, কোথায়ও বাদ দিইনি, কিন্তু কোথাও একটা চাকরি পেলাম না। এখন ফাঁকে ফাঁকে কেবল রি-রি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এইবার বনে এসেছি বাবা! এখানেও যদি চাকরি না পাই, তাহ'লে জলে ডুববো—আকাশে উঠবো—পৃথিবী ফাঁক ক'রে ঢুকবো। চাকরি কিন্তু একটা চাইই-চাই। হে চাকরিরূপি ভগবান্ মুদ্রাসমাস্থং! তুমি যে কি উপাদানে গঠিত তা তুমিই জানো। তোমায় খুঁজতে নাকাল—করতে নাকাল—আবার না কর্‌লেও গিন্নির কাছে একশো নাকাল! সপাসপ! হে মাসিক মুদ্রা প্রসব-কারিণি মা ষষ্ঠীরূপিণি চাকরি! তোমার দাপটে সারা জগৎখানা কাঁপে—তোমার খাতিরে গর্দ্দভকেও ভদ্দর বল্‌তে হয়। অসীম তোমার ক্ষমতা! হে তৈলমর্দ্দনোদ্ভুত মহাপুরুষ! তুমি সদয় হও। তাইতো, ঘুরতে ঘুরতে যে একবারে ঘোর বনে এসে পড়েছি—এইবার বুঝি বাপুতি প্রাণটা বাঘ ভালুকের উপকারে দিতে হবে। ওই যে, কে একজন এইদিকে আসছে না? তবে কি স্বয়ং চাকরিরূপী ভগবান্, সশরীরে হতভাগ্য ব্রাহ্মণকে কৃপাবারি বর্ষণ কর্‌তে আবির্ভূত হচ্ছেন। তাহ'লে বাগিয়ে ব'সে ধ্যানস্থ হই! (চক্ষু মুদ্রিত করতঃ উপবেশন)

বিদুরথ। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই!
প্রতিহিংসা অহরহ
বক্ষে জলে মোর।
প্রতিশোধে পূর্ণ হবে দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা।
অলকা! অলকা!
ওগো মোর বাসনা-সুন্দরি,
দিব ঢালি তব পদে রক্তের অঞ্জলি!
মুছে দিব হৃদি হ'তে
অপমান-রেখা।

অলকার প্রবেশ

অলকা। মহারাজ! মহারাজ! ফিরে চল রাজ্যে—
কাজ নাই প্রতিহিংসা করিতে পূরণ।

বিদূরথ। রাজ্য! রাজ্য কোথা মোর?
ছিল যাহা এতদিন সুখের আবাস,
দস্যু তাহা লয়েছে কাড়িয়া।
এবে রাজ্যহারা পথের ভিখারী আমি।
বুকে ল'য়ে মরুর উত্তাপ
ছুটিতেছি রাক্ষসের মত
মিটাইতে নিদারুণ তৃষা।
রক্ত বিনা এ পিপাসা
নিবারণ নাহি হবে মোর।

অলকা। তবে এইভাবে বনবাসে
যাপিবে জীবন?

বিদূরথ। বনবাস! বনবাস!
স্ত্রীর অনুগ্রহ লভিবার তরে
যাইব কি আমি স্বরাজ্যে ফিরিয়া?
না—না, তার চেয়ে অনাহারে বনবাস
পরম সুখের।
কিসের অভাব বনে অলকা সুন্দরি?
অধৈর্য্য হইলে মোরা ক্ষুধার তাড়নে,
বনফল করিব ভক্ষণ।
তৃষ্ণায় কাতর হ'লে,

অঞ্জলি ভরিয়া ওই ঝরণার জল
করিব গো পান।
কর্ম্মক্লান্ত দেহখানি
দিব ঢালি সবুজ বিছানা পাতা
বসুধার বুকে।
বনমধ্যে স্থাপিব রাজত্ব।
কর দেবে তরুরাজি—
সৌরভে ভরিবে রাজ্য
বনফুল ফুটিলে চৌদিকে,
গুঞ্জরণে অলিকুল
একতালে গাবে জয় গান।
আমি রাজা, তুমি হবে রাণী,
বসি তব হৃদয়ের সিংহাসনে
মহাসুখে কাটাইব কাল!

রামনাথ। (উঠিয়া করজোড়ে) আর আপনার মন্ত্রীর দরকার হবে না?

বিদূরথ। কে তুই?

রামনাথ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি—আমি—

বিদূরথ (হাত ধরিয়া) বল্—কে তুই? ক্ষুধিত সিংহের মুখে চতুর শৃগাল?

রামনাথ। আজ্ঞে—আজ্ঞে, বলছি—বলছি, আমি—আমি একজন অবলা দুর্ব্বলা ব্রাহ্মণ। এই চাকরি খুঁজতে বনে এসে পড়েছি। চাকরির সন্ধানে এইখানে ব'সে ছিলাম। যদি বনে রাজ্য স্থাপন কর্‌তে চানতো করুন না! অভাব কি? এই আমি বুনো মন্ত্রী, আপনি বুনো

রাজা, আর ওই বুনো রাণীও রয়েছেন; ব্যস, যোগাযোগ তো হ'য়েই গেছে।

বিদুরথ। ওঃ! দেখছি তুমি দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ।

রামনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ! অতিশয় দুর্ব্বল। তবে এমন দুর্ব্বল ছিলাম না, স্ত্রীর ঝাঁটার ভালবাসার ঠ্যালায় আমায় একবারে দুর্ব্বল অবল ক'রে ছেড়েছে। তাই বহু দুঃখে এই বনে এসেছি, আপনি ভিন্ন আমার দুঃখ আর কেউ বুঝবে না। আমায় দয়া ক'রে একটি চাকরি দিন।

অলকা। তোমার নাম কি ব্রাহ্মণ?

রামনাথ। আজ্ঞে আমার নাম রামনাথ দেবশর্ম্মা। আমার স্ত্রীর নাম মনোরমা দেবী সুন্দরী।

বিদুরথ। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে থাকো। তুমিই আমার প্রতিহিংসা কার্য্যের অনেক সাহায্য করবে।

রামনাথ। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। তবে আজ হ'তে আমি আপনার মন্ত্রিপদে বাহাল হ'লাম।

বিদুরথ। উত্তম! প্রতিহিংসা সাধনের সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। মত্ততা চাই—প্রতিহিংসা সাধনের সাহায্যকারিণী সুরা চাই—যাও ব্রাহ্মণ, ওই পর্ণকুটীর হ'তে সুরা নিয়ে এস।

রামনাথ। আজ্ঞে! তাহ'লে নিয়ে আসি। যাক্, আজ হ'তে মন্ত্রিত্ব পদের সূচনা আরম্ভ হ'লো। আর ভাবনা কি?

[প্রস্থান

অলকা। কাজ নাই! কাজ নাই মহারাজ!
সুরাপানে মত্ততা বাড়ায়।
ফিরে চল নিজরাজ্য মাঝে।

অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরি বনে বনে
শুকায়ে গিয়াছে তব বদন কমল।
কালিমার স্পষ্ট রেখা
ফুটিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে তোমার।
মনে হয়, নহ তুমি সেই—

বিদূরথ। সত্যই অলকা, নহি আমি সেই!
নহি আমি সেই রাজা বিদূরথ—
ছিল যার অতুল ঐশ্বর্য্য।
সত্যই কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে আমার?
তুমি ভিন্ন অন্য কেহ নারিবে চিনিতে?

রামনাথের প্রবেশ

রামনাথ মহারাজ! মহারাজ! অনেক অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু কুটীর মধ্যে সুরাদেবীর দর্শন পেলাম না।

বিদূরথ। অকর্ম্মণ্য তুমি ব্রাহ্মণ। তোমার দ্বারা আমার কোন কাজ হবে না। দূর হও আমার সম্মুখ হ'তে।

রামনাথ। সেকি মহারাজ! এই টাটকা চাকরিতে বাহাল হ'তে না হ'তেই জবাব!

বিদূরথ। যাও ব্রাহ্মণ, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও।

রামনাথ। তা—তা যাচ্ছি যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা।

বিদূরথ। কি কথা?

রামনাথ। আজ্ঞে বেশী কিছু নয়, এই আমার হিসেব নিকেশ ক'রে মন্ত্রিত্বগিরির বেতনটা—

বিদূরথ। বেতন! এই নাও। [প্রহারে উদ্যত]

রামনাথ। আজ্ঞে—আজ্ঞে, আর আমার বেতনের দরকার নেই। যথেষ্ট হয়েছে। তা আপনার কাছে জমা থাকুক। এই রকমের জবাব বাহালের চাকরি আমিও দুশো গণ্ডা দিতে পারি।

বিদূরথ। যাও—যাও!

রামনাথ। যাস্ আমার বাড়ীতে!

[পলায়ন

বিদূরথ। অলকা, নিয়ে এস সুরা!
আকণ্ঠ করিয়া পান
ছুটে যাব সৌভরাজ্য-মাঝে
প্রতিহিংসা করিতে পূরণ।
না—না, থাক, নাহি চাই সুরা আর।
যে সুরা করেছি পান লো রূপসি—
তাহার নেশায় মোরে করেছে বিভোর।
সে সুরা যে এ হ'তে ভীষণ।
তোমারি মাদকতায় মজে আছি আমি।
সবই দিছি বিলায়ে তোমায়,
এবে নিঃস্ব আমি তোমার দুয়ারে।
এস—এস, হাত ধর ;
জ্ঞানহারা আত্মহারা আমি—
ল'য়ে চল প্রতিহিংসা-পথে—
অসহ্য যন্ত্রণা তবে হবে অবসান।

অলকা। কাজ নাই সৌভরাজ্যে গিয়ে।
অপমান হৃদি হ'তে দাও গো মুছিয়া,
নহে অঘটন ঘটিবে নিশ্চয়।

বুঝি নিভে যাবে মোর চিরতরে
আশার প্রদীপ।

বিদূরথ। নিভে যদি যায় তব আশার প্রদীপ,
ক্ষতি নাই তায়! পথ যদি
নাই পাই অন্ধকার মাঝে—
জ্বালিয়া আলোকমালা
তুমি মোরে দেখাইবে পথ।
তবু অপমান মন হ'তে যাবে না সরিয়া।
ছলে বলে অথবা কৌশলে
এ অপমানের লবো প্রতিশোধ।
রহ স্থির কিছুক্ষণ,
ত্বরায় আসিব ফিরে—
নিয়ে তার ছিন্নমুণ্ড তুষিতে তোমারে।

[প্রস্থানোদ্যত]

অলকা। [বাধা দিয়া] কোথা যাও দাসীরে ত্যজিয়া?

বিদূরথ। চিনিতে কি পারো মোরে কেবা হই আমি?
বস্ত্র-আবরণে লুকায়ে রেখেছি যাহা
অভিনব বেশ! [বেশ উন্মোচন]
চেয়ে দেখ—বক্ষমাঝে
করালীর মূর্ত্তি করেছি ধারণ।
ছদ্মবেশী কাপালিক সাজ।
হের এই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা—
রুধির পিয়াসী লোল-জিহ্বা
করেছে বিস্তার।

কণ্ঠে মোর ভৈরব গর্জ্জন,
চক্ষে ঝরে কালানল,
অন্তরেতে বিষের তরঙ্গ।
বিন্দু বিন্দু করি ঢেলে দেবো
রুদ্রবাহু শিরে, মৃত্যুমুখে পড়িবে ঢলিয়া।
এনে তার তপ্ত রক্ত
ঢেলে দেবো তোমার চরণে।
রক্ত তৃষ্ণা—রক্ত ক্ষুধা মিটিবে তখন।

[প্রস্থান

অলকা। চ'লে গেল ! চ'লে গেল !
শুনিল না কোন অনুরোধ।
যাও—যাও তবে মহারাজ—
আমি কিন্তু রহিব না তব সাথী আর।
তব সনে কি মোর সম্বন্ধ ?
কেন আমি তব সাথে নিবিড় অরণ্যমাঝে
সহিব যাতনা ? থাকিলে আমার
এই রূপ ও যৌবন,
তব সম কত রাজা
চরণে ধরিবে মোর।
আমি তব পরিণীতা ভার্য্যা নই,
আমি বেশ্যা—অর্থের প্রয়াসী।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

সৌভরাজসভা

শাল্বরাজ ও দ্যুমানের প্রবেশ

শাল্ব। দ্বারকার গুপ্তচর!
দ্বারকার গুপ্তচর!
রাজা আমি—উপযুক্ত বিচার করিয়া
ভীমদণ্ডে করিব দণ্ডিত!
ওঃ! কি অসীম সাহস?
পশি ছলে রাজ্যে মোর—
অঘটন ঘটাবে পশ্চাতে।
স্নেহ দয়া মায়া কোমলতা
যত কিছু আছে মোর হৃদয়মাঝারে
সব দিব বিসর্জ্জন।
ন্যায়দণ্ড হাতে ল'য়ে
বসিয়াছি ধর্ম্মের আসনে,
সে ধর্ম্মের রাখিব মর্য্যাদা।

দ্যুমান্। ভীমদণ্ডে করহ দণ্ডিত তারে;
নহে হবে অনিষ্ট মোদের।

শাল্ব। ল'য়ে এস ত্বরা দ্বারকার গুপ্তচরে হেথা।

দ্যুমান্। প্রহরি, নিয়ে আয় বন্দী যুবককে। [স্বগত] এইবার দেখবো অহঙ্কারী যুবক—কেমন ক'রে তুমি পরিত্রাণ পাও। সেদিন আমি

তোমার জন্যই অপমানিত। আজ মিথ্যা অভিযোগের দ্বারা তোমায় দোষী সাব্যস্ত করিয়েছি। দেখতে পাবে দ্যুমানের শক্তি কতখানি। [বন্দী চন্দ্রনাথকে প্রহরী দিয়া গেল] মহারাজ! এই সেই দ্বারকার গুপ্তচর।

শাল্ব। যুবক! সত্য বল, তুমি কি দ্বারকার গুপ্তচর?

চন্দ্রনাথ। আজ্ঞে, না মহারাজ, আমি আপনার দীন হীন প্রজা।

দ্যুমান্। সম্পূর্ণ মিথ্যা।

চন্দ্রনাথ। মিথ্যা?

শাল্ব। স্তব্ধ হও যুবক! সেদিন রুদ্রবাহু কর্ত্তৃক মুক্তিলাভ কর্‌লেও—আজ আমি তোমায় মুক্তি দেবো না যুবক! আমি তোমার বিচার কর্‌তে চাই।

চন্দ্রনাথ। তার পূর্ব্বে—আমিও আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা কর্‌ছি মহারাজ!

শাল্ব। তুমি গুপ্তচর—

চন্দ্রনাথ। আমি সৌভরাজ্যবাসী আপনার প্রজা। আমার কথা বিশ্বাস করুন মহারাজ।

দ্যুমান্। বিশ্বাস কর্‌বেন না মহারাজ! আমি বহুকষ্টে পুনরায় ওকে বন্দী কর্‌তে পেরেছি।

শাল্ব। যুবক! তুমি অপরাধী। প্রমাণ ব্যতীত আমি তোমায় মুক্তি দিতে পারি না।

চন্দ্রনাথ। প্রমাণ দিতে কে আস্‌বে রাজা? কে আস্‌বে অস্ত্রের নিম্নে কাঁচা মাথাটা পেতে দিতে? কে পারে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? তা যদি পার্‌তাম, তা'হলে এ অত্যাচার অবিচার নীরবে সহ্য কর্‌তাম না। সে শক্তি সে সাহস আমরা হারিয়ে ফেলেছি—তাই আজ আমরা অন্যায়কে ন্যায় ব'লে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি।

শাল্ব। যাও, নিয়ে যাও সেনাপতি! একে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর। এ যুবক অপরাধী।

রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। যুবক নিরপরাধ পিতা!

শাল্ব। প্রমাণ চাই।

রুদ্রবাহু। যদি বিশ্বাস হয়, প্রমাণ দিতে পারি আমি।

শাল্ব। তুমি?

রুদ্রবাহু। হ্যাঁ পিতা, আমি! আমি বিশেষভাবে জানি এ যুবক নিরপরাধ! দ্বারকার গুপ্তচর ও নয়, রাজদ্রোহী ও নয়, যুবক তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসন্ধানের জন্য এখানে আসে—কিন্তু দ্যুমান্ একে সন্দেহক্রমে বন্দী করে—তারপর আমি এই যুবকের হাবভাব লক্ষ্য ক'রে মুক্ত ক'রে দিই--কিন্তু দ্যুমান্ আবার একে বন্দী ক'রে এখানে এনেছে। জানি না দ্যুমানের শাসন-নীতির উদ্দেশ্য কি? আরও শুনুন পিতা! আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, দ্যুমানের নির্য্যাতনে সৌভবাসী প্রজারা মর্ম্মাহত; আমি দেখেছি তাদের বেদনাকাতর মুখ। ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে এই পাপীর শিরটা—

দ্যুমান্। মহারাজ! মহারাজ! আমায় বিদায় দিন—অবসর দিন—আর এ অপমান সহ্য হয় না।

রুদ্রবাহু। এখন তুমি অবসর নিলেও, আমি কিন্তু তারপর তোমায় এক মুহূর্ত্ত অবসর দেবো না দ্যুমান্! পিতা! পিতা! ন্যায়ের আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন, ন্যায়েরই পূজা করুন। একজন অর্থলোভী স্বার্থপর কর্ম্মচারীর উপর রাজ্যের ভাবী শুভাশুভের ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না—রাজ্য যে অচিরেই ধ্বংস হবে।

দ্যুমান্। সম্রাট্!

শাল্ব। আমি এতক্ষণে সব বুঝতে পেরেছি। আমার দীর্ঘ অদর্শনের জন্যই দ্যুমান্ তোমার স্বাধীনতা এতখানি বেড়ে উঠেছে। আমি জান্‌তুম সেনাপতি, তুমি নিষ্কলঙ্ক ন্যায়বান্ কর্ত্তব্যপরায়ণ; কিন্তু এখন দেখছি তুমি একটা জীবন্ত পিশাচ। উঃ! দ্যুমান্! আমি সরল বিশ্বাসে তোমার হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে কি ভুল করেছি।

দ্যুমান্। আমি নিরপরাধ।

শাল্ব। তুমি বিশ্বাসঘাতক! রাজ্যভার তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, এই বুঝি তার প্রতিদান? আমি তোমায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো দ্যুমান্! তোমার শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখে—আর কোন কর্ম্মচারী স্বার্থের নেশায় প্রভুর নামে কলঙ্কপাত কর্‌বে না। দাও—যুবককে মুক্ত ক'রে দাও রুদ্রবাহু! (চন্দ্রনাথকে রুদ্রবাহু মুক্ত করিল) আর ওই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত কর—বিশ্বাসঘাতক দ্যুমান্‌কে। (রুদ্রবাহু দ্যুমানকে বন্দী করিল)

দ্যুমান্। সম্রাট!

শাল্ব। স্তব্ধ হও বিশ্বাসঘাতক! এটা বিশ্বনাথের রাজত্ব! যুবক! যুবক! তোমার নির্ভীকতা দর্শনে আমি মুগ্ধ! মনে হয়, তোমার মত কর্ম্মচারী পেলে, আমার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হবে। তুমি আজ মুক্তি লাভ কর্‌লেও আমি তোমায় পুনরায় বন্দী ক'রে রাখবো! ধর এই তরবারি—আজ হ'তে তুমি এ রাজ্যের সেনাপতি—রাজ্যের রক্ষক। বন্দী থাকো চিরদিন সৌভরাজের কর্ম্ম-কারাগারে।

(তরবারি দান, চন্দ্রনাথ মস্তক নত করিল)

চন্দ্রনাথ। মহারাজের অপার অনুগ্রহ, আমি অবনত মস্তকে এ দান গ্রহণ কর্‌লুম। কিন্তু মহারাজ! আমি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান। এই আশীর্ব্বাদ-সিক্ত বাহু শাসনভার গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে না, মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ—

কার্য্য আমার যাজন—যজন—অধ্যয়ন—অধ্যাপনা—ভগবৎ আরাধনা। অযোগ্য আমি, বিপুল দায়িত্বপূর্ণ রাজশক্তির ভার গ্রহণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মোচিত কর্ম্ম নয়। ক্ষমা করবেন আমায়—তাই এই কর্ত্তব্যের মহান্ অস্ত্র যোগ্যজনের হাতেই তুলে দিচ্ছি! [রুদ্রবাহুকে অস্ত্র প্রদান]

শাল্ব। যুবক!

চন্দ্রনাথ। আমি যে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, রাজা! তবে মনে রাখবেন মহারাজ, অস্ত্রের দ্বারা প্রজাশানের ভিত্তি স্থায়ী হয় না—কিন্তু বুকের ভালবাসায় প্রজাশাসনের ভিত্তি হয় অক্ষয়-অমর। [প্রস্থানোদ্যত]

শাল্ব। ব্রাহ্মণ

চন্দ্রনাথ। জয়স্তু।

[প্রস্থান

শাল্ব। হ্মান্! আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারবো না। আজ তোমারি জন্য আমার সুনাম কলঙ্কিত, রাজ্যে হাহাকার উঠেছে—রাজ্যবাসী প্রজারা রাজভক্তি ভুলে যাচ্ছে! এত বড় অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড—তোমার মৃত্যু! এই কে আছিস?

ছদ্ম কাপালিকবেশে বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। আমি আছি মহারাজ!

রুদ্রবাহু। কে তুমি?

বিদূরথ। করালী মন্দিরের পূজারী—কাপালিক! মায়ের প্রত্যাদেশ—রাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য নরবলি চাই! তাই বলির জন্য মহারাজের নিকট এসেছি। বলি দাও রাজা, নতুবা যে রাজ্য তোমার ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

শাল্ব। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও কাপালিক, রাজ্যে শান্তিস্থাপনের

জন্য নাও এই উপযুক্ত বলি। এই নরপিশাচকে মায়ের নিকট বলি দিয়ে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ লাভ কর।

বিদুরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—এস! এস! আজ তোমায় বলিদান দিয়ে মায়ের ষড়শোপচারে পূজা ক'রে মায়ের রুদ্রমূর্ত্তি সান্ত্বনা করবো।

[দ্যুমান্‌কে লইয়া প্রস্থান

শাল্ব। রুদ্রবাহু! রুদ্রবাহু! আজ তোমার মস্তকে গুরুভার তুলে দিলাম! আজ হ'তে তুমিই এ রাজ্যের সেনাপতি! সাবধান! কথনো যেন কর্ত্তব্যপথ হ'তে বিচলিত হ'য়ে প্রকৃতিপুঞ্জের অভিশাপ কুড়িয়ে নিও না।

রুদ্রবাহু। পিতা, কর আশীর্ব্বাদ!
ন্যায়পথে চলি যেন
তোমারি পদাঙ্ক করিয়া স্মরণ।
কর্ত্তব্যের দাস আমি—
চিরদিন থাকি যেন পূজারী তাহার।

শাল্ব। শোন পুত্র, উপযুক্ত পুত্র তুমি মোর!
মনে হয়, তোমা হ'তে
বংশের গৌরব মোর হইবে বর্দ্ধিত।
তাই ইচ্ছা মনে, লইব বিশ্রাম এবে।
কর্ম্মক্লান্ত দেহ মোর,
দাও পুত্র, লভিতে বিশ্রাম।
ধর বৎস, পিতার আশিস্‌,
হও তুমি আজি হ'তে
এ রাজ্যের শাসক—রক্ষক।

(রুদ্রবাহুর মস্তকে মুকুট পরাইয়া হস্তে রাজদণ্ড দিল)

রুদ্রবাহু। [শির নত করিয়া] পিতা! পিতা!
একি গুরুভার দানিলে আমায়?

শাল্ব। যোগ্যজনে দানিলাম ভার।
তুমি জ্যেষ্ঠপুত্র মোর,
এ রাজ্যের শুভাশুভ যত
তব করে করিনু অর্পণ।

রুদ্রবাহু। আর তুমি?

শাল্ব। আমি রাজ্য বিস্তারের তরে
করি নাই শিব-আরাধনা।
শুধু প্রতিজ্ঞা আমার—
যদুবংশ করিব নিধন।
কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম চিরতরে দিব বিসর্জ্জন।
রাজা তুমি আজি হ'তে।
শোন রাজা!
বিচারের প্রার্থী আমি
নিকটে তোমার, কর সুবিচার।

রুদ্রবাহু। কি বিচার পিতা?

শাল্ব। এই কে আছিস? বন্দী সুবাহু—

রুদ্রবাহু। বন্দী সুবাহু!

শাল্ব। একি রাজা, মুকুট কাঁপছে কেন? সুবিচার কর্‌তে হবে। রাজা তুমি—বিচারক তুমি—

সুবাহুকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ

সুবাহু। বাবা! বাবা!

শাল্ব। চুপ! চুপ! এখানে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ নাই। এখানে আছে ন্যায়ের বিচার; পক্ষপাতিত্বহীন রাজনীতির সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড।

রুদ্রবাহু। পিতা!

শাল্ব। বিচার কর বিচারক!

রুদ্রবাহু। কে তোমায় বন্দী করেছে সুবাহু?

শাল্ব। আমি।

রুদ্রবাহু। কি অপরাধে?

শাল্ব। যে অপরাধে কত শত হতভাগ্য অকালে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছে।

রুদ্রবাহু। সুবাহু, তুমি হরিনাম করেছিলে?

সুবাহু। হ্যাঁ দাদা, করেছিলাম; সে যে আমার সখা।

শাল্ব। বিচারক! আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে? যদি থাকে—দেখ চেষ্টা করে।

রুদ্রবাহু। কি পাষাণ তুমি পিতা।

শাল্ব। সত্যই আমি পাষাণ! পাষাণ করেছে আমার আদেশ, পাষাণ করেছে আমার কর্ত্তব্য। তাই পাষাণে বুক বেঁধে পুত্রের শিরের উপর খড়্গ তুলে ধরেছি।

রুদ্রবাহু। পিতা, কোন্ প্রাণে তোমার স্নেহের সুবাহুকে চির জন্মের মত বিসর্জ্জন দেবে পিতা?

শাল্ব। রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায় পুত্র! বিচার কর।

রুদ্রবাহু। পারবো না পিতা—বিচার কর্‌তে পারবো না। ফিরিয়ে নাও রাজদণ্ড—রাজমুকুট—তবু ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত হ'য়ে রাজমর্য্যাদাকে বাড়িয়ে তুলতে পারবো না। চল সুবাহু, আমরা এ রাজ্য ছেড়ে বনে চ'লে যাই। [সুবাহুসহ প্রস্থানোদ্যত]

শাল্ব। কোথা যাও বিচারক? বিচার ক'রে যাও—ধর্ম্মের আসনে আজ তুমি প্রতিষ্ঠিত, বুঝে নাও রাজার দায়িত্ব কতখানি।

রুদ্রবাহু। পিতা, রাজদণ্ড যে হাত হ'তে খসে যায়, কর্ত্তব্য ভুলে যাই—রাজনীতি অদৃশ্য হয়। এযে আমার স্নেহের ভাই।

শাল্ব। আর আমারও পুত্র। বিচার কর।

রুদ্রবাহু। সুবাহু! সুবাহু!

সুবাহু। দাদা! দাদা!

শাল্ব। রামচন্দ্রের লক্ষণ বর্জ্জন—এ সুন্দর—চমৎকার।

সুবাহু। দাদা! দাদা! শাস্তি দাও, হরিনাম করেছি—মৃত্যুদণ্ড দাও, পিতৃ-আজ্ঞা পালন কর।

শাল্ব। দণ্ড দাও সুবাহুকে।

রুদ্রবাহু। পিতা!

শাল্ব। একি কাঁপছো কেন? বিচার কর।

রুদ্রবাহু। ওঃ—রাজা আমি—বিচার কর্‌তে হবে—দণ্ড—ওঃ!

শাল্ব। দণ্ড দাও।

রুদ্রবাহু। নির্ব্বাসন—

[প্রস্থান

শাল্ব। নির্ব্বাসন—সুবাহুর নির্ব্বাসন! চমৎকার বিচার—সুন্দর বিচার।

সুবাহু। বাবা! বাবা! আমি কোথায় যাবো?

শাল্ব। জানি না। প্রহরি! প্রহরি! যা—যা, সুবাহুকে নির্ব্বাসনে দিয়ে আয়। ওঃ! বাজ বুঝি আকাশ চিরে পড়লো! যা—যা; না—না—নিয়ে যাসনে—নিয়ে যাসনে—না—অপরাধী—নির্ব্বাসন—যা নিয়ে যা!

সুবাহু। বাবা! বাবা!

[প্রহরী সুবাহুকে লইয়া গেল

শাল্ব। ওঃ! ওঃ! ওই চ'লে গেল—ওই চ'লে গেল।

রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। কই—কই, সুবাহু কই? রাজার সুনাম চাই না—ন্যায় বিচার চাই না—চাই শুধু আমার স্নেহের সম্পদকে। কই—কই, আমার সুবাহু কই?

শাল্ব। চ'লে গেছে?

রুদ্রবাহু। চ'লে গেছে? উঃ! পিতা!

[শিরে করাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান

শাল্ব। সুবিচার! সুবিচার! প্রতিহিংসা-যজ্ঞের প্রথম আহুতি।

[প্রস্থান

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন

দ্যুমান্ ও বিদূরথ

দ্যুমান্। কে তুমি মহান্? কে তুমি বন্ধু? আমায় মৃত্যুমুখ হ'তে ফিরিয়ে নিয়ে এলে?

বিদূরথ। আমি—আমি কাপালিক।

দ্যুমান্। কাপালিক? না, বিশ্বাস হয় না। কাপালিকের খড়্গের নিম্নে কেউ পরিত্রাণ পায় না। কাপালিকের প্রাণ নির্ম্মমতার আবরণে আবৃত। কে তুমি হৃদয়বান্ মহাপুরুষ? কঠোরতার আবরণে আবৃত হ'য়ে জাতির উপকার সাধন করছো?

বিদূরথ। আমি? আমি বজ্র—ধূমকেতু—জগতের একটা অভিনব পদার্থ।

দ্যুমান্। কাপালিক! জীবনদাতা! তোমার পায়ে ধরি—সত্য পরিচয় দাও।

বিদূরথ। পরিচয় জানবার জন্যে উতলা হ'য়ো না যুবক! মাত্র জেনে রাখো আমি একজন কাপালিক। আমি হৃদয়বান্ মহাপুরুষ নই—আমি রক্তপায়ী রাক্ষস।

দ্যুমান্। তবে আমায় বাঁচালে কেন?

বিদূরথ। নিজের স্বার্থের জন্য তোমায় বাঁচিয়েছি যুবক!

হ্যমান্। আশ্চর্য্য !

বিদূরথ। আশ্চর্য্যেরই কথা ! রাক্ষসের আবার দয়া মায়া !

হ্যমান্। বল প্রাণদাতা, কি স্বার্থের জন্যে আমায় বাঁচালে? যদি আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়ে তোমার স্বার্থসিদ্ধি হয়, আমায় বল, তাই দেবো —তোমার ঋণ শোধ করবো।

বিদূরথ। পারবে ?

হ্যমান্। নিশ্চয়ই।

বিদূরথ। পশ্চাৎপদ হবে না ?

হ্যমান্। না ; তুমি যে আমার প্রাণদাতা।

বিদূরথ। তা হ'লে ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে প্রতিজ্ঞা কর—আমার জন্য তুমি জীবন উৎসর্গ করবে ?

হ্যমান্। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি কাপালিক—জীবন দিয়েও তোমার ঋণ পরিশোধ করবো।

বিদূরথ। উত্তম। এইবার আমার দিকে চেয়ে দেখ—আমি কে ? [ছদ্মবেশ উন্মোচন]

হ্যমান্। বিদূরথ !

বিদূরথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, শাল্বরাজের জামাতা ! কিন্তু আজ কাপালিক বিদূরথ—রাক্ষস বিদূরথ। প্রতিহিংসা—শুধু প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আমার এই নির্ম্মম মূর্ত্তি ! শোন হ্যমান্ ! যার জন্য তুমি আজ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, আমিও তারি জন্যে—সেই রুদ্রবাহুর জন্যে রাজ্যহারা—পথের ভিখারী—অপমানিত—লাঞ্ছিত।

হ্যমান্। তা হ'লে কি করতে হবে বিদূরথ ?

বিদূরথ। প্রতিহিংসা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে হবে। আমি হই আগুন—তুমি হও বাতাস, আমি হই বজ্র—তুমি হও জলোচ্ছ্বাস, আমি হই মৃত্যু—

তুমি হও মহামারী! তুজনের ঐক্যশক্তির উদ্বেলিত তরঙ্গে দূরে—বহুদূরে ভেসে যাক সেই অহঙ্কারী শত্রু রুদ্রবাহু।

ত্যমান্। রুদ্রবাহু! রুদ্রবাহু! চল—চল বিদূরথ, শত্রুধ্বংসের জন্য বিত্যুতের মত।

বিদূরথ। এস, কোন গুপ্তস্থানে ব'সে শত্রুনিপাতের উপায় উদ্ভাবন করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। আর কত দূরে আমার দেবতার মন্দির? কতদিন পরে আমার দেবতার পুণ্যের আলোক দেখ্‌তে পাবো? হে সতীনাথ! বল দাও—সাহস দাও, আমি তোমারি চরণ স্মরণ ক'রে এই নিবিড় অরণ্যে এসেছি। কে ব'লে দেবে—কোথায় আমার স্বামীর আবাস। কোথায় আমার আরাধ্য দেবতার মন্দির। ওগো, মা বনদেবি! তুমিই আমার স্বামীকে স্থান দিয়েছ! বল মা, কোথায় তিনি; তুমিও তো নারী; তুমি কি নারীর ব্যথা বুঝবে না?

অলকার প্রবেশ

অলকা। কে তুমি রূপবতি! কি জন্য একাকিনী এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে এসেছ?

সুলোচনা। আমার দেবতার সন্ধানে এসেছি। তুমি কে?

অলকা। আমি—আমি? না—থাক্, আমার পরিচয়ে তুমি সুখী হ'তে পারবে না বালা! হাঁা, দেবতার সন্ধানের জন্য এই বনে এসেছ—তোমার দেবতা কি এই বনে বাস করেন?

সুলোচনা। হ্যাঁ দেবি! শুনলুম, তিনি এখানে বাস কর্‌ছেন।' তাই তাঁর চরণে আমার কামনার পুষ্পাঞ্জলি দিতে এসেছি। ওগো দেবি! তিনি যে আমায় তাঁর শ্রীচরণে স্থান দেননি—কিন্তু আমি নারী হ'য়ে তাঁর চরণ ছাড়া হ'য়ে থাকতে পার্‌বো না। তাই রাজপ্রাসাদ—রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে স্বামীর চরণ পূজা কর্‌বো ব'লে চ'লে এসেছি। ওগো করুণাময়ি! আমায় বল—জানো যদি আমার দেবতার সন্ধান।

অলকা। তুমি কি তাহ'লে কোন রাজনন্দিনী?

সুলোচনা। হ্যাঁ দেবি! আমি শাল্বরাজকন্যা—নাম সুলোচনা। আমি উপেক্ষিতা—জন্মদুখিনী! আমার স্বামী এক গণিকার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে আমায় ত্যাগ ক'রে সেই গণিকাসহ এই বনে বাস কর্‌ছেন।

অলকা। [স্বগত] দাঁড়াও রাজবালা! আমি তোমার স্বামী-সম্ভোগের আশা চিরজন্মের মত মুছে দেবো। তুমি এসেছ আমার সুখের অন্তরায় হ'তে, দাঁড়াও!

সুলোচনা। চুপ ক'রে রইলে যে? জানো কি তাঁর সংবাদ? বল তিনি কোন্‌খানে আছেন?

অলকা। আমি তোমার স্বামীকে জানি। কিন্তু তিনি যে স্থানে থাকেন, সে বড় ভীষণ স্থান!

সুলোচনা। তা হোক্; যতই বিপদসঙ্কুল হোক্ না কেন—আমি যাবো। চল—চল দেবি—আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—ভগবান্ তোমার মঙ্গল কর্‌বেন।

অলকা। এস। [স্বগত] এই এক নারী—আর আমি এক নারি!

[সুলোচনাকে লইয়া প্রস্থান

দ্যুমানকে ধরিয়া সুরাপাত্র হস্তেগাহিতে গাহিতে অলকার সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ।—

গীত

সুরা! সুরা! সুরা!
সুরা পানে প্রিয়, হ'য়ে মাতোয়ারা
কম্পিত অধরে চুমের রেখায়
　　শঙ্কিত পরাণ কর মধুভরা॥
মাধবীর ঘন বনে,
পাপিয়া প্রিয়ার সনে বলে পিয়া পিয়া
　　ওগো মোর পরাণ পিয়া,
শুন বঁধু অদূরে কোয়েলা বলে সুরে
　　দীর্ঘ বরষ পরে তুমি কি এলে মোর ঘরে?
তাল তমাল বনে, মধুর বাঁশরী তানে
　　হই যে আপন হারা,
　　বঁধু, তুমি কিগো দিবে ধরা?

দ্যুমান্। একি! একি! সুরা—সুরা?

বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। সুরা! সুরা! সুরা পান কর বন্ধু! সুরা পান না করলে হৃদয়ে উন্মাদনা-শক্তি আসবে না। সুরা পান কর—দাও—দাও সুরা দাও। [সহচরীগণ দ্যুমানকে সুরা দিতে লাগিল]

দ্যুমান্। বিদূরথ! বিদূরথ!

বিদূরথ। অধৈর্য্য হ'য়ো না বন্ধু! দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর। সুরা পান ক'রে হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার কর—তার পর ছুটে চল, ঐ বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! মনে কর দ্যুমান্, তুমি কি ছিলে আর আজ কি হয়েছ!

দ্যুমান্। সত্য বলেছ বিদূরথ—আমি কি ছিলাম, আর আজ কি হয়েছি! ওঃ—না—না, যাক্—যাক্, আমার সব চ'লে যাক্। এস—এস উল্কামুখী প্রতিহিংসা—এস। উন্মাদনা দাও—দাও, সুরা দাও—সুরা দাও। [সহচরীগণ সুরা দিতে লাগিল, দ্যুমান্ পান করিতে লাগিল] আঃ! আঃ! একি—শান্তি! একি তৃপ্তি!

বিদূরথ। আর কি পান কর্‌বে?

দ্যুমান্। আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

বিদূরথ। [সহচরীগণকে] যাও তোমরা। [সহচরীগণের প্রস্থান] এইবার আমার কথানুযায়ী কাজ কর্‌তে পার্‌বে তো দ্যুমান্?

দ্যুমান্। পার্‌বো—পার্‌বো!

বিদূরথ। [ছুরিকা বাহির করতঃ] ধর এই শাণিত ছুরিকা! সৌভরাজ্যের কোন স্থান তোমার অজ্ঞাত নেই। যাও—নিয়ে এস রুদ্রবাহুর ছিন্নশির! প্রতিহিংসা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও।

দ্যুমান্। [ছুরিকা গ্রহণ করতঃ] তবে তাই হোক্ বিদূরথ! প্রতিহিংসার বেদীমূলে আজ সর্ব্বস্ব বলি দিয়ে—পৈশাচিক অভিনয়ের অভিনেতা সেজে চল্লুম। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! রুদ্রবাহু—রুদ্রবাহু—

[প্রস্থান

বিদরথ। এতদিনে সার্থক হইলে মোর
কাপালিক নাম!
করালীর মহাপূজা

এতদিনে পূর্ণ হ'ল মোর।
রুদ্রবাহু! রুদ্রবাহু!
ক্ষমতায় দানপত্র লিখে নিয়ে
তুমি সাজালে ভিখারী মোরে।
কিন্তু এবে ভাবো তব
জীবনের কিবা পরিণাম।
সৌভরাজ্যের একটী প্রাণী
রাখিব না জীবিত ধরায়।
মা! মা! চামুণ্ডা করালি,
আশা পূর্ণ করিস্ আমার।
যে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে
বিদূরথ দানব-রাক্ষস,
সেই যজ্ঞে পারি যেন দিতে পূর্ণাহুতি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য-নিকটস্থ পথ

রামনাথের প্রবেশ

রামনাথ। চুরি কর্‌বো—ডাকাতি কর্‌বো, মানুষ খুন কর্‌বো; যে কোন প্রকারে পয়সা রোজগার কর্‌বো। চাকরি করার সখ আমার মিটে গেছে। ব্যাটা বুনো রাজার আক্কেলটা দেখ—এই বাহাল—এই জবাব! আবার বেতন চাইতে গেলাম, অমনি বাঁদরের মত দাঁত খিঁচিয়ে এল! দাঁড়াও ব্যাটা

বুনো রাজা! আমিও রামনাথ, তোমাকে রাম রাম বলিয়ে ছাড়বো। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌! ক্ষিদেয় আমার কান্না আস্‌ছে। মনে হ'চ্ছে ইটপাটকেলে কামড় দিই। কি করি? ক্ষিদের ঠ্যালায় জগৎ অন্ধকার দেখছি! এইবার এই পথের ধারে দাঁত বার ক'রে সটান চোদ্দোপোয়া হ'য়ে প'ড়ে থাকি! যাকে দেখতে পাবো—তাকেই কামড়ে ধর্‌বো। দেখি—ব্যাটা ভগবানের আক্কেলটা দেখি। [পথিমধ্যে শয়ন]

গীতকণ্ঠে সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু।—

গীত

আমি কোথায় যাবো জানি নাকো উদাস প্রাণে চলি।
এক্‌লা যেতে অচেনাতে পরাণ কাঁপে পথের কথা কারে বলি॥
আজকে আমি ভবে একা,
তোমায় কেন পাই না দেখা,
তুমি যে অনাথ-সখা, নাও না আমায় কোলে তুলে॥

রামনাথ। (দ্রুত উঠিয়া) আঁ—আঁ—আঁ—পেয়েছি—পেয়েছি—

সুবাহু। য়্যাঁ, একি! একি মশায়! অমন ক'রে আমায় কামড়াতে আসছেন কেন?

রামনাথ। খাবো! খাবো! ব্যাটা, তোকে একেবারে খাবো!

সুবাহু। সে কি মশায়! আপনি মানুষ হ'য়ে মানুষ খাবেন কি? আপনি রাক্ষস?

রামনাথ। আরে ব্যাটা আমি কি সত্যিই রাক্ষস! ক্ষিদের ঠ্যালায় রাক্ষস হয়েছি! যাক্, বল্ তুই কে?

সুবাহু। আমি ভিখারী।

রামনাথ। য়্যাঁ—ভিখারী! এই অল্প বয়সে বেশ তো ফন্দি এঁটেছ বাপধন? হরিবোল বল্‌লেই মুঠো মুঠো কাঁড়াচাল ঝুলি ভর্ত্তি হ'য়ে যায়—ব্যস্! বাঃ ছোক্‌রা, মন্দ ব্যবসা নয়।

সুবাহু। আমার শ্রীহরিকে ডাক্‌লে কোন দুঃখই থাকে না—তিনি যে ব্যথাহারী হরি।

রামনাথ। যা—যা ব্যাটা! হরিবোল বল্‌লে শুধু কাঁড়া চাল পাওয়া যায়—আর কিচ্ছু পাওয়া যায় না।

সুবাহু। সব পাওয়া যায়—কোন অভাব থাকে না।

রামনাথ। বলিস্ কিরে ভিখিরীর পো! হরিবোল বল্‌লেই সব পাওয়া যায়? আচ্ছা, চাকরি পাওয়া যায়? এই দেখ্, তোর সামনে আমি হরিকে ডাক্‌চি—হরিবোল, চাকরি দাও হরি—হরিবোল, চাকরি দাও হরি—হরিবোল, চাকরি দাও হরি—(বহুবার বলিতে লাগিল) কিহে ছোকরা, হরি চাকরি দিলে কই? ব্যাটা! তুমি আমায় ছেলে-ভোলাতে এসেছ? "হরিবোল বল্‌লেই সব পাওয়া যায়!" দাঁড়া—বল্! বল্—তোর ঝুলিতে কি আছে?

সুবাহু। ঝুলি কই মশায়? ঝুলি তো আমার কাছে নেই।

রামনাথ। য়্যাঁ, নেই? তাইতো সত্যিই তো ঝুলি নেই! এ আবার তুই কি ভিখিরীরে ব্যাটা? ঝুলি নেই, নাকে তিলক নেই, কণ্ঠিমালা নেই। তুই ব্যাটা তাহ'লে নিশ্চয়ই চোর।

সুবাহু। না মশাই, আমি চোর নই।

রামনাথ। আলবৎ চোর! দ্যাখ, একটা কাজ কর্‌তে পারবি?

সুবাহু। কি কাজ বলুন।

রামনাথ। দ্যাখ, আর ভিক্ষে কর্‌তে হবে না—আর "হরি" বল্‌লেও দুখ্যু যাবে না—এই দ্যাখ, চুরি কর্‌তে পারবি?

সুবাহু। সে কি মশাই, চুরি কর্‌বো কি ? আপনি কি আমায় চুরিবিদ্যে শেখাচ্ছেন ?

রামনাথ। থাম্ ব্যাটা, থাম্ ! ওরে, এ ভয়ানক বিদ্যে—যদি না পড়ে ধরা ! চোর সবাইরে সবাই ! যতক্ষণ না কেউ ধরা পড়ে, ততক্ষণ থাকে সাধু। চুরি অনেক অনেক রকম আছে—কেউ করে বেগুন চুরি, আবার কেউ করে পুকুর চুরি !

সুবাহু। না মশাই, আমার দ্বারা চুরি-টুরি হবে না। আমি এখন দ্বারকায় যাবো, আমায় পথ দেখিয়ে দিন। শুনেছি, সেখানে আমার দয়াল হরি আছেন।

রামনাথ। বটে ! দ্বারকায় যাবি ! আচ্ছা, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই পথটা—যে পথটা এঁকেবেঁকে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে—ঐ পথটা ধ'রে চ'লে যা।

সুবাহু। তবে আসি মশাই !

[প্রস্থান

রামনাথ। ব্যাটাকে যা পথ দেখিয়ে দিয়েছি—একেবারে গিয়ে বুনো রাজার পাল্লায় পড়্‌তে হবে। হরিকে দেখার সখ একেবারে শিকেয় উঠবে। ব্যাটা বুনো রাজা ! আমায় মন্ত্রী ক'রে শুধু শুধু খাটিয়ে নিলে। এক পয়সা মাইনে দিলে না। যা—যা ব্যাটা, উচ্ছন্নয় যা। তাইতো ! এখন কি করি ? ক্ষিদেয় যে নাড়ী বাপান্ত কর্‌ছে ! অর্থ না হ'লে তো বাড়ী ফিরতে পারবো না। মনোরমার ঝাঁটা মনে পড়লেই প্রাণটা ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে ! তাইতো, পৃথিবীতে এত লোকের চাকরি মিল্‌ছে, আর আমার একটি চাকরি মিলছে না। চন্দ্রনাথই বা কোথায় গেল ? সে এখন বড়লোক হয়েছে, দাদাকে ভুলে গেছে। যাক্—আচ্ছা ! এইখানে ব'সে ব'সে চাকরিদেবীর ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে পটল তুলবো—বিনা পয়সায় কিন্তু ভিটেয় পা দিচ্ছিনে ! বাপ্ ! কি

ঝাঁটা! [উপবেশন ও যোড়হস্তে চক্ষু মুদিত করিয়া] হে মাতঃ চাকরি! আপদ-বিপদহারিণি—শতনামধারিণি—অভাজনতারিণি! প্রসন্ন হও মা—প্রসন্ন হও! তোমার অনন্ত করুণায় যেন আমি প্রতি মাসকাবারে ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ শুনতে পাই—আমার বাক্স যেন ভর্ত্তি হয়। প্রসীদ মাং! প্রসীদ মাং!

একজন দাড়ীওয়ালা ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। না, এইবার ব্যবসা তুলে দিতে হবে। রোজ বামুন চ'লে গেলে ব্যবসা চলবে কি করে? আর রোজ রোজ বামুন পাই কোথায়? যে ব্যাটা কাজে আসে, সেই ব্যাটাই কিছু হাতিয়ে নিয়ে পালায়। ওকি! ওই না একজন বামুন চোখ বুজে রাস্তায় ব'সে রয়েছে? ভালই হয়েছে—দেখি ওকে যদি বাহাল কর্‌তে পারি। কিন্তু কি জাতের বামুন—[ভাবিয়া] যে জাতেরই হোক্—হট্টমন্দিরে নঃ দোষায়ঃ। [অগ্রসর] ওহে বাপু! তুমি অমন ক'রে চোখ বুজে রাস্তার মাঝখানে ব'সে রয়েছ কেন?

রামনাথ [শশব্যস্তে উঠিয়া] এসেছ!
এসেছ মা অধমতারিণি,
মনে কি পড়েছে তব অধম সন্তানে?
ওগো চাকরি-জননি!
কৃপা কর—কৃপা কর কৃপাময়ি
অবলা তনয়ে—প্রণাম—
প্রণাম মাগো ও রাঙা চরণে।
[প্রণাম করিতে গিয়া দেখিয়া]
এঁ্যা! একি! মাগো, একি মূর্ত্তি তব

অধমতারিণি ! লম্বকায় কৃষ্ণবর্ণ
শ্রীমুখেতে কেশেবন সম দীর্ঘ দীর্ঘ
কৃষ্ণশুভ্রকেশ।
বল মাগো চাকরি জননি !
এ মূরতি কেন তুই করিলি ধারণ ?
অবলা সন্তান সনে
কেন মাগো এত পরিহাস ?

ব্রাহ্মণ। আরে বাপু, তুমি কি বল্‌ছ ?

রামনাথ। ওগো ছলনাময়ি ! আর কেন
করিছ ছলনা ? কিম্ভূত মূরতি ত্যজি
ভাল মুর্ত্তি কর মা ধারণ।
কেন মাগো বাল্মীকি ঋষির মত
হ'লে উপনীত !

ব্রাহ্মণ। পাগল নাকি ? ওহে ঠাকুর ! তুমি কি বল্‌ছ ?

রামনাথ। য়্যাঁ, তুমি আমার চাকরিদেবী নও ! না—না, তুমি নিশ্চয়ই চাকরিদেবী ! মাগো ! দে—দে, আমায় একটা চাকরি দে। নইলে আমি যে ম'রে যাবো।

ব্রাহ্মণ। দেখ ঠাকুর ! আমি চাকরিদেবী টাকরিদেবী নই। তবে আমি তোমায় একটা ভাল চাকরি দেবো ; ভবিষ্যতে উন্নতি হবে।

রামনাথ। আমায় চাকরি দেবেন ? এত দয়া তোমায় সম্ভবে দেবি ? বল আমায় কি চাকরি দেবে ?

ব্রাহ্মণ। দেখ, আমি একটি সার্ব্বজনীন হট্টমন্দির খুলেছি—হাঁা, তুমি রাঁধতে টাধতে জানো ?

রামনাথ। আজ্ঞে জানি বই কি ?

ব্রাহ্মণ। লেখাপড়া জানো ?

রামনাথ। আজ্ঞে, কিছু কিছু জানি বই কি! স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সব ঠোঁটস্থ। বলুন কি কর্‌তে হবে ?

ব্রাহ্মণ। তোমায় সেই সার্ব্বজনীন হট্টমন্দিরে রাঁধতে হবে। মাসে খাওয়া পরা বাদে পাঁচটী ক'রে টাকা পাবে। রাজী আছ তো ?

রামনাথ। আজ্ঞে, খুব রাজী।

ব্রাহ্মণ। তাহ'লে আমার সঙ্গে এস।

রামনাথ। চল—চল। চাকরিদেবী—না—না, চল—চল, দেবী বলি না দেব বলি ?

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বন

অলকা ও সুলোচনার প্রবেশ

অলকা। চ'লে এস—চ'লে এস! অন্ধকার হ'য়ে এল! পথ দেখতে পাবো না।

সুলোচনা। আর কত দূর ?

অলকা। আর বেশী দূর নেই—ওই যে তোমার স্বামীর আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

সুলোচনা। কিন্তু দেবি, আমি তো তোমার পরিচয় পেলুম না ?

অলকা। পরিচয় দিলে হয়তো তুমি আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে ; যে আসনে বসিয়েছ, সেই আসন হ'তে নামিয়ে দেবে।

সুলোচনা। না দেবি, আমি তোমায় শত শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখবো।

অলকা। তবে শোন রাজকন্যা, আমার পরিচয়। যেন ভয়ে শিউরে উঠো না! যে গণিকার জন্য আজ তুমি পদদলিতা—ব্যথিতা, স্বামী তোমার উন্মাদ—আত্মহারা, আমিই সেই গণিকা অলকা।

সুলোচনা। [বিস্ময়ের সহিত] তুমি—তুমিই সেই?

অলকা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমিই সেই! এখন বুঝতে পারছো রাজ-নন্দিনি, তুমি কোথায় এসে পড়েছ—কার কাছে এসে পড়েছ?

সুলোচনা। দেবি—

অলকা। দেবী নই—রাক্ষসী! না—না, ঘৃণিতা বেশ্যা। শোন রাজ-বালা! আমার সুখের স্বপ্ন তোমায় ভাঙ্গতে দেবো না! যে আশা বুকে নিয়ে পিত্রালয় হ'তে এই বনে এসে উপস্থিত হয়েছ—আমি তোমার সেই আশা বুক থেকে কেড়ে নিয়ে নিরাশার আগুনে ফেলে দেবো।

সুলোচনা। তবে কি আমার স্বামীর চরণ দর্শন কর্‌তে পাবো না?

অলকা। না, তুমি কেঁদে মর—তবু আমরা তা দেখবো না গণিকার জাতি আমরা—প্রাণে কিছুমাত্র দয়ামায়া নেই।

সুলোচনা। ওগো, তবে কেন আমায় আশা দিয়ে নিয়ে এলে এখানে? বল—বল, দেখিয়ে দাও আমার স্বামী কোথায়?

অলকা। নিয়ে এসেছি—আমার দুরদৃষ্টকে জন্মের মত সরিয়ে দিতে। আজ কত দিন যাকে নিয়ে সুখের সাগরে ভেসে যাচ্ছি, হয়তো আজ তোমার জন্যই আমায় কাঁদতে হবে। সেই জন্য প্রলোভনে ভুলিয়ে তোমায় নিয়ে এসেছি—নিষ্কণ্টক হবো ব'লে।

সুলোচনা। ওগো! তুমিও তো নারী! আমার ব্যথা কি তুমি বুঝ্‌ছ না?

অলকা। বুঝ্‌তে পারলেও—ভগবান্ বুঝিয়ে রাখতে চায় না। কি কর্‌বো, নারীর মত আকৃতি হ'লেও এ জাতির অন্তর ঠিক নারীর মত নয়। ভগবান্ একটা নূতন ধাতুতে এদের সৃষ্টি করেছেন। এদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই স্বতন্ত্র! লোকচক্ষের শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা সবই এদের প্রাপ্য।

সুলোচনা। ওগো, তুমি যেই হও, তবু তোমার পায়ে ধরি—আমার আশা পূর্ণ কর। দেবমন্দিরের দ্বারের কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় দেবদর্শনে বঞ্চিত ক'রো না। আমি তোমার কিছুই কেড়ে নেবো না—মাত্র একটিবার আমার দেবতাকে দেখবো। [কাঁদিয়া ফেলিল]

অলকা। পাষাণে মাথা খুঁড়লে কি আর জল পাওয়া যায় রাজকন্যা? কাকে অনুরোধ জানাচ্ছো? কার করুণার দ্বারে এসে চোখের জল ফেল্‌ছো?

সুলোচনা। ভগবান্! ভগবান্! উঃ। তোমার রাজ্যে এত অবিচার? নারী—নারীর ব্যথা বোঝে না—নারীর মর্য্যাদা রাখে না? ওগো, আমি এখন কি করি—কোথায় যাই?

বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। অলকা! অলকা! এইবার আমি যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো।

সুলোচনা। স্বামি! দেবতা! প্রভু! [বিদূরথের পদতলে পতন]

বিদূরথ। একি? কে—কে? সুলোচনা?

সুলোচনা। ওগো—ওগো আমার হৃদয়মন্দিরের আরাধ্য বিগ্রহ, ওগো আমার জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা, দাসীর শত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তাকে একটিবার চরণে স্থান দাও।

বিদূরথ। যাও—যাও, তুমি এখন রাজ্যেশ্বরী; কেন এসেছ আমায় জ্বালাতন কর্‌তে? আমি তোমার স্বামী নই। দেখ্‌ছ না—আমার কি বেশ! আজ আমি হিংস্রক কাপালিক—শুধু রক্তের জন্য আকুল হ'য়ে আছি, রক্ত চাই—রক্ত চাই। জান, জান—সে রক্ত কার? তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুদ্রবাহুর রক্ত—হাঃ—হাঃ—হাঃ! দেবে—দেবে? স্বামীকে দেবে? স্বামীর তৃষ্ণা মেটাবে? জোর ক'রে দানপত্র লিখিয়ে নিলে—আমি নিঃস্ব হ'লাম। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

সুলোচনা। দেবতা! দেবতা! এই নাও সেই দানপত্র; ধর—ধর, আমি তোমায় ফিরিয়ে দিতে এসেছি। [দানপত্র দিতে উদ্যত]

বিদূরথ। না কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এসেছ রাজ্যেশ্বরি? আমি কিন্তু রুদ্রবাহুর সে অপরাধ ভুলিনি। আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা আছে রুদ্রবাহুর সে অপমানের জীবন্ত স্মৃতি। যাও, চ'লে যাও সেই দাদার কাছে তোমার, সে তোমায় সুখী কর্‌তে চেয়েছিল—তুমি সেখানে সুখে থাকগে।

সুলোচনা। নারীর যে সম্পদ স্বামি! স্বামী-ছাড়া হ'য়ে কোন নারী কোন দিন কি সুখের অধিকারিণী হ'তে পেরেছে—না হয়? ওগো! তুমি যে আমার আরাধ্য বিগ্রহ—শত কামনার সম্পদ্—ইহকাল পরকালের পুণ্য-সাধনা! আমি তোমার চরণ ছাড়া হ'য়ে কোথায় থাকবো? এই দানপত্র ছিঁড়ে ফেলছি—[দানপত্র ছিন্নকরণ] আমার সে সুখ-ঐশ্বর্য্যের চেয়েও তুমি যে অধিকতর মূল্যবান্। আমি দাদার হ'য়ে মার্জ্জনা চাইছি—মার্জ্জনা কর আমায়। [পদধারণ]

বিদূরথ। পা ছেড়ে দাও—পা ছেড়ে দাও! আমি আর তোমার স্বামী নই।

সুলোচনা। ওগো, আমি তো জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমার চরণে

কোন অপরাধ করিনি। তুমি আমায় মেরে ফেল—তবু আজ আমি তোমার চরণ ছাড়বো না।

বিদূরথ। ছাড়—ছাড় সুলোচনা!
সম্মুখেতে অনন্ত কর্ত্তব্য মোর!
যেই দিন দানপত্রে করেছি স্বাক্ষর,
সেই দিন হ'তে পত্নী-পুত্র
আত্মীয়-স্বজন সব দিছি বিসর্জ্জন!
শুধু প্রতিহিংসা করিয়াছি সার।
কেহ নাহি এই বিশ্বে আপন বলিতে মোর!
যাও—যাও চ'লে পিত্রালয়ে,
পারিবে না বাধা দিতে মোর
অনিবার্য্য গতিপথে।
ছুটিয়াছে কামনার স্রোত,
রক্ত—রক্তপান তরে।

সুলোচনা। ওগো স্বামি, ফিরে এস পাপপথ হ'তে।
ফিরে চল নিজরাজ্যে,
কেন ব্যর্থ কর তব মানব-জীবন?
ওগো দেব! তোমারি বিহনে
মরুভূমি সোনার সংসার।

বিদূরথ। স'রে যাও—সরে যাও বালা!
রুদ্রমূর্ত্তি কাপালিক আমি—
অন্য সুখে নাহি তৃষ্ণা এবে;
রক্ততৃষ্ণা—রক্ততৃষ্ণা শুধু মোর
অন্তর-মাঝারে।

যেই দিন রুদ্রবাহুর বক্ষের শোণিত
আকণ্ঠ করিব পান,
সেই দিন অন্য সুখ করিব সন্ধান।
অলকা! অলকা!
বিতাড়িত কর এরে আশ্রম হইতে।
নাহিক শকতি মোর,
শক্তিময়ী তুমি—ঘুচাও জঞ্জাল।

অলকা। যাও—যাও, চ'লে যাও রাজকন্যা,
কেন মিছে হবে অপমান!
বিদূরথ নহে এবে তব—
হয়েছে আমার।
আমার সাধেতে বাদ
সাধিতে সুন্দরি,
এসেছ হেথায়?
কিন্তু সব আশা মিলাবে অন্তরে।
ভাল চাও যদি, চ'লে যাও ত্বরা,
নতুবা লাঞ্ছনা তব হবে মোর করে।

সুলোচনা। শত লাঞ্ছনার তীব্র কশাঘাত
সহিব নীরবে, তবু স্বামীর চরণ
ছাড়ি সতী কি থাকিতে পারে
রাজার প্রাসাদে?

অলকা। বটে? বটে? এত স্পর্দ্ধা তোর?
দেখি তোর স্বামী-ভক্তি রহে কতক্ষণ!

[দ্রুত প্রস্থান

বিদূরথ।   যাও—যাও নারি, শীঘ্র চ'লে যাও ;
অলকা রাক্ষসী—পাবে না নিস্তার।

সুলোচনা।   প্রাণ যদি যায়, তবু
হেথা হ'তে যাব না চলিয়া।

বেত্রহস্তে অলকার প্রবেশ

অলকা।   যাবে না চলিয়া ?
অলকার সুখের এ পথে
ছড়াবে কণ্টক ?   যা—যা—[বেত্রাঘাত]
দূর হ—দূর হ অভাগিনি !
কেবা স্বামী তোর ?   [বেত্রাঘাত]

সুলোচনা।   উঃ !   উঃ !   না—না, বেত্রাঘাতে
জর্জ্জরিত কর মোর দেহ,
দরদর রক্তধারা পড়ুক্ ঝরিয়া,
নিঃশ্বাসের হোক্ অবসান,
তবু স্বামী-ছাড়া নাহি হবে সতী।

অলকা।   স্বামী-ছাড়া নাহি হবি ?
দেখি তবে হোস্ কি না হোস্ ?   [বেত্রাঘাত

সুলোচনা।   ওগো !   ওগো দেব !
অগ্নিসাক্ষ্য করি করনি কি
করস্পর্শ মোর ?   লহনি কি
জীবনের ভার ?   উঃ !   আর যে পারি না !

বিদূরথ।   বাঃ !   নির্ম্মমতার অভিনয়
প্রকৃতির বুকে !   অলকা—অলকা !

আর না—আর না,
থাক্—থাক্, সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে,
ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশ—
মুহুর্মুহুঃ বজ্রের গর্জ্জন—
মাথায় খসিয়া পড়ে অনন্ত আকাশ।
ওই! ওই! সতীর রক্ষায়
ছুটে আসে শঙ্করের শূল!
সুলোচনা—সুলোচনা!
এস—এস লক্ষ্মি, এস সতি,
বুকে এস মোর। [বক্ষে ধারণে উদ্যত]

অলকা। সাবধান! সাবধান রাজা!
অলকা রাক্ষসী—
বিধাতার সৃষ্ট রাজ্য করিব বিনাশ!
স'রে যাও—স'রে যাও—
বেশ্যা আমি—ঘৃণ্যা আমি—
এ তো মোর কর্ত্তব্যের নীতি!
সতীরে কাঁদাই,
কত শত বৃদ্ধ পিতামাতা
করে হাহাকার আমাদের
কর্ম্মের তাড়নে।
তবে কেন আজি হইব নিরস্ত?
স'রে যাও—স'রে যাও—

বিদূরথ। উঃ! উঃ! নিরুপায় বিদূরথ
নিজত্ব হারায়ে আজি

পরাধীন তুচ্ছ এক গণিকার পাশে ;
বাঃ—বাঃ ! ওই ! ওই সেই প্রতিহিংসা
আবার জ্বলিল !
সুলোচনা ! সুলোচনা ! কাঁদ—কাঁদ !
স্বামী নাই—স্বামী নাই তব।
অলকা ! অলকা ! শান্তি দাও—
শান্তি দাও যত পার, বাধা নাহি পাবে।
এবে আমি নহি যে মানুষ,
মনুষ্যত্বহীন এক দুর্ম্মদ পিশাচ।

[প্রস্থান

সুলোচনা। স্বামি ! স্বামি ! দেবতা !

[বিদুরথের পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত]

অলকা। কোথা যাস্—কোথা যাস্ স্বামিসোহাগিনি !
আজি তোর সব হবে শেষ।

[কেশাকর্ষণ করতঃ ভূতলে ফেলিয়া দিয়া বেত্রাঘাত]

সুলোচনা। উঃ ! উঃ ! ভগবান্ ! ভগবান্ !
সতীনাথ ! সতীনাথ ! [মূর্চ্ছিতা হইল]

ত্রিশূলকরে সতীরাণীর প্রবেশ

সতীরাণী। ধ্বংস—ধ্বংস হ রাক্ষসি !

অলকা। য়্যাঁ ! একি ! একি !
পালাই—পালাই ! [সভয়ে পলায়ন

সতীরাণী। উঠ—উঠ সতি ! এস সাথে মোর !

অলকা। কে—কে ?

সতীরাণী। আমি হই সতীর রক্ষক—নাম সতীরাণী!

গীত।

ঐ আঁধারের মাঝে রয়েছে পড়িয়া উজ্জ্বল চারু পথখানি।
এস মা, এস মা, এস মা সঙ্গে মরম দহিতা সতীরাণী।
জ্বালিয়া সতীর মহিমার দীপ চল মা চল মা চল গো,
বেদনায় ভরা কজ্জল আঁখি উজ্জ্বল আবার হবে গো,
কাটিবে আঁধার—কাটিবে আঁধার আমার অভয় বাণী॥

[সুলোচনাকে লইয়া প্রস্থান

উন্মাদিনীভাবে অলকার প্রবেশ

অলকা। কই—কই—কোথায় গেল রাজনন্দিনী! একি! চ'লে গেছে? আমি যে তার কাছে মার্জ্জনা চাইতে এসেছি। চ'লে গেল! উঃ! আমি নারী—স্বার্থের বশে সতীর চোখে জল ফেলিয়েছি। ক্ষমা কর দেবি! তোমার ওই অপূর্ব্ব সতী-মহিমার জ্যোৎস্না-আলোকে আমার কলুষিত অন্তর আজ পবিত্র! উঃ! কি করেছি—

বিদূরথের দ্রুত প্রবেশ

বিদূরথ। সৃষ্টির সমস্ত বাধা বিপর্য্যয় দূরে ফেলে দিয়ে, আবার আমি তোমায় সাদরে বুকে টেনে নেবো সুলোচনা! কই—কই, এস। য়্যাঁ, একি অলকা! সুলোচনা কই?

অলকা। চ'লে গেছে।

বিদূরথ। চ'লে গেছে? কোথায়?

অলকা। চ'লে গেছে, কোথায় তা জানি না; তবে সে আমায় নতুন

চোখ দিয়ে গেছে। যে চোখ এতদিন অন্ধকারে ঢাকা ছিল, সে চোখ আমার কেড়ে নিয়ে নতুন চোখ দিয়ে গেল! ওগো, আমি চিনেছি এতদিনে সতীর সতীত্বের মহিমা কতখানি! এইবার তুমি আমায় ত্যাগ কর।

বিদূরথ। কেন?

অলকা। তাতে তোমার ভাল হবে—তুমি বাঁচবে—তোমার আবার নতুন জীবন হবে—জগতের কাছে আবার তুমি শ্রদ্ধার আসন পাবে।

বিদূরথ। আর তা হয় না অলকা! আমি আর তোমায় জীবনে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না।

অলকা। পারবে না?

বিদূরথ। না, ওকি!

গীতকণ্ঠে সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু।—

গীত

(ওগো) পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াই—
আমি তোমার কাছে যাব কেমন ক'রে।
পরাণ কাঁপে অন্ধকারে অশ্রু-বাদল ঝরে॥
কোথায় থাক এস ছুটে, আঁধার আমার দাও না টুটে,
আর কত গো কাঁদবো আমি পথে পথে তোমার তরে॥

ওগো, তোমরা কি বল্‌তে পার—আমার দয়াল হরি কোথায় আছেন? শুনেছি, তিনি দ্বারকায় আছেন; আমি তো দ্বারকার পথ চিনি না—আমায় দ্বারকার পথ দেখিয়ে দিতে পার? দ্বারকা আর কতদূর?

বিদূরথ। কে তুমি বালক? কি নাম তোমার—কোথায় আবাস?

সুবাহু। নাম আমার সুবাহু—বাড়ী আমার সৌভরাজ্যে—পিতা আমার মহারাজ শাল্ব!

বিদূরথ। তুমি শাল্বরাজপুত্র! কিন্তু দ্বারকায় যাবে কেন?

সুবাহু। ওগো, আমি হরিনাম করি ব'লে পিতা আমায় নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছেন, তাই আমি দ্বারকায় যাচ্ছি।

বিদূরথ। দ্বারকায় কেন?

সুবাহু। দ্বারকানাথই আমার শ্রীহরি—তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে যাচ্ছি তাঁর নাম নিলে দণ্ড হয় কেন?

বিদূরথ। [স্বগত] শাল্বরাজপুত্র! প্রতিহিংসা আবার জ্ব'লে উঠলো। তবে সুবাহুই হোক্ আমার প্রতিহিংসা-যজ্ঞের প্রথম আহুতি। দয়া—মায়া—স্নেহ—সব চ'লে গেছে, উন্মত্ত পিশাচ বিদূরথ! হ্যাঁ, চল বালক—আমিও দ্বারকায় যাব—এস আমার সঙ্গে!

সুবাহু। আঃ, বাঁচলাম!

[বিদূরথ সুবাহুকে লইয়া প্রস্থান করিল

অলকা। জানি না, আবার কি উদ্দেশ্যে ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ধ'রে নিয়ে গেল? আমার অন্তরাত্মা যে কেঁপে উঠলো! যাও—যাও বিদূরথ, সৃষ্টির বুকে পাপের উৎস ফুটিয়ে তুলতে, কিন্তু অলকা আর যাবে না। সে এখন এসেছে নতুন জগতে—নতুন আলোকে—নতুন জীবনের নতুন সোপানে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ-আঙ্গিনা

রুদ্রবাহু পদচারণা করিতেছিল

রুদ্রবাহু। কতদিন এই ভাবে চ'লে যাবে
অবিরল নয়ন ধারায় ?
দণ্ড, পল, বর্ষ গত হয়,
কিন্তু হায়, নাহি যায় স্মৃতির বেদন !
রাজার নন্দন ক্ষুধার তাড়নে
দীন ভিখারীর মত
দ্বারে দ্বারে ফিরিছে কাঁদিয়া।
ওই—ওই ! সৃষ্টি-পর্য্যটক বাতাসের সনে
যেন ভেসে আসে রোদনের সুর !
ওঃ ! তিলমাত্র শান্তি নাই প্রাণে !
সুবাহু ! সুবাহু ! কই ! কই !
ওই না এসেছে ? একি—একি !
দিগন্তের অন্ধকারে মিলাইয়ে গেল !
আবার—আবার সেই
সকরুণ কণ্ঠস্বর। সুবাহু—সুবাহু !
নির্ব্বাসন—নির্ব্বাসন-দণ্ড তার—
আমি রাজা—অতুল-ঐশ্বর্য্য ল'য়ে

রম্য সৌধমাঝে থাকি
দিবাযামি ভুঞ্জি কত সুখ,
আর—আর মোর স্নেহের সম্পদ্
পরম বান্ধব ভাই
অনাহারে কাঁদে পথে পথে—
ধূলায় শয়ন করে। ওঃ! পিতা! পিতা!
একি রাজা সাজালে আমারে?

চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। রাজা!

রুদ্রবাহু। কে সুবাহু! এসেছিস্ ভাই? আয়—আয়, একটীবার আমার বুকে আয়—[ধরিতে উদ্যত]

চন্দ্রনাথ। রাজা!

রুদ্রবাহু। একি! ব্রাহ্মণ! রাজা! কে রাজা? কাকে তুমি রাজা বল্‌ছ? বল—কি বল্‌তে এসেছ?

চন্দ্রনাথ। শত্রু দ্বারে।

রুদ্রবাহু। কে শত্রু?

চন্দ্রনাথ। শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন।

রুদ্রবাহু। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

চন্দ্রনাথ। রাজা!

রুদ্রবাহু। যাও ব্রাহ্মণ, শত্রুকে সসম্মানে নিয়ে এস।

চন্দ্রনাথ। সে কি? দ্বারকানাথের পুত্র—

রুদ্রবাহু। আজ সমস্ত দ্বারকাবাসী আমার বন্ধু! যাও ব্রাহ্মণ! আর বিলম্ব ক'রো না।

চন্দ্রনাথ। রাজ্য রক্ষা করা কি রাজার কর্ত্তব্য নয় ?

রুদ্রবাহু। কর্ত্তব্য ; কিন্তু ব্রাহ্মণ! আমার শক্তি সাহসের মেরুদণ্ড যে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে! একটিবার আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ ব্রাহ্মণ, রাবণের চিতা জ্বল্‌ছে! আমার যে—ওঃ; যাও—যাও—

চন্দ্রনাথ। শত্রুকে জয়ের আসন দেবে ?

রুদ্রবাহু। আমার কিছুই চাই না। শোন চন্দ্রনাথ! সমগ্র দ্বারকা-বাসী যে মূর্ত্তি পূজা ক'রে ধন্য—কৃতার্থ, আমিও সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই সৌভরাজ্যে।

চন্দ্রনাথ। হরিপূজা ?

রুদ্রবাহু। হাঁা—হাঁা, হরিপূজা—শ্রীকৃষ্ণের পূজা—দ্বারকানাথের পূজা। হরিনামে রাজ্য ছেয়ে যাবে—হরিনামের মধুর ধ্বনিতে আকাশ ভ'রে উঠ্‌বে। তখন—তখন কি হবে জানো চন্দ্রনাথ—আমার হারানো সম্পদ্ সুবাহু ফিরে আস্‌বে।

চন্দ্রনাথ। দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর রাজা!

রুদ্রবাহু। আবার রাজা ? বল দস্যু—বল ভ্রাতৃঘাতী।

[নেপথ্যে তূর্য্যনাদ]

চন্দ্রনাথ। ওই শত্রুগণের তূর্য্যধ্বনি—

রুদ্রবাহু। অবাধে প্রবেশ করুক—বাধা দিও না। যাও—নিয়ে এস শ্রীকৃষ্ণপুত্রকে।

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। আর আন্‌তে হবে না বন্ধু—সে নিজেই এসেছে। কই—অস্ত্র কই ? ধর—অস্ত্র ধর। আজ সৌভবাসীদের দেখিয়ে যাবো—দ্বারকানাথের শক্তি কতখানি,—অস্ত্র ধর।

রুদ্রবাহু। অস্ত্র আজ মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে প্রদ্যুম্ন! আমার শক্তি বল সব চ'লে গেছে—আমি এখন নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ—এই সারা পৃথিবীর বুকে আমি নিঃস্ব—কাঙাল!

প্রদ্যুম্ন। ভণিতা রাখ রুদ্রবাহু! সে দিন যে স্পর্দ্ধায় দ্বারকায় প্রবেশ করেছিলে, আজ তোমার সেই স্পর্দ্ধা আমি ভেঙ্গে দিতে এসেছি।

রুদ্রবাহু। প্রতিশোধ নিতে এসেছ প্রদ্যুম্ন?

প্রদ্যুম্ন। নেওয়াটা কি অস্বাভাবিক সৌভরাজকুমার?

রুদ্রবাহু। না।

প্রদ্যুম্ন। তাহ'লে অস্ত্র ধর।

রুদ্রবাহু। রাজ্য নাও—ঐশ্বর্য্য নাও—সব নাও প্রদ্যুম্ন! তবে তার বিনিময়ে একটিবার যদি আমার স্নেহের ভাইটীকে এনে দিতে পার—

প্রদ্যুম্ন। উন্মত্তের প্রলাপ—ছলনা! অস্ত্র ধর।

রুদ্রবাহু। আমি বুক পেতে দিচ্ছি—অস্ত্রাঘাত কর—প্রতিশোধ নাও—

প্রদ্যুম্ন। আমি কাপুরুষ নই। শত্রুকে হাতে পেয়ে অস্ত্রাঘাত কর্‌বো? অস্ত্র ধর—যুদ্ধ হোক্—রক্তের তরঙ্গ ছুটে যাক্—পাপ-রাজ্য ধ্বংস হোক্।

রুদ্রবাহু। পাপ-রাজ্য? না প্রদ্যুম্ন, সৌভরাজ্য পাপ-রাজ্য নয়। দ্বারকাই পাপ-রাজ্য—দ্বারকার রাজা একজন মহাপাপী।

প্রদ্যুম্ন। পাপীর সন্তান আমি?

রুদ্রবাহু। নিশ্চয়! ভেবে দেখ শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন!
কি বিচিত্র পিতার চরিত্র তব।
ছলনায় ভুলায়ে সবারে
পিতা তব করে কত পাপের সঞ্চয়।

কুরুক্ষেত্র মহারণে
যোগ দিয়া পাণ্ডবের সনে
কুরুকুল করিল নির্ম্মূল !
শোন কাণ পাতি,
কাঁদে ওই হস্তিনায় শত শত নারী।
পুত্রহারা—স্বামিহারা
রমণীর ব্যথার নিশ্বাসে
মহাপাপে পিতা তব হয়েছে পতিত।

প্রদ্যুম্ন। গরীয়ান্ আমি রে দুর্ম্মতি,
তাঁহার সন্তান বলি দিতে পরিচয়।
বিশ্বের পালক তিনি, বিশ্বের রক্ষক,
তাই বিশ্বে রাখিবার তরে
ধর্ম্মরাজ্য করিল স্থাপন !
অন্ধ তুই, কি বুঝিবি মহিমা তাঁহার ?
চিরতরে বিনাশিতে পাপিসহ পাপরাজ্য
ধ্বংসরূপে ধর্ম্ম অবতার।
শোন্—শোন্ পাপি !
আরবার পিতৃনিন্দা উচ্চারিত হ'লে
তীক্ষ্ণ অসি রক্ত পান করিবে নিশ্চয়।

রুদ্রবাহু। এই যদি ধর্ম্ম হয় তোমার পিতার,
তবে আমার পিতার ধর্ম্ম
কৃষ্ণভক্তে করিতে বিনাশ।

প্রদ্যুম্ন। স্তব্ধ হও ! বাক্যব্যয়ে পাবে না নিস্তার।
ল'য়ে যাবো দ্বারকায় আজি বন্দী করি তোমা,

রেখে দেবো অন্ধকার কারাকক্ষে—
দেখিব তোমার পিতা
শিববরে কত বলীয়ান্ ?

রুদ্রবাহু। যুদ্ধে নাহি সাধ ;
নতুবা কি রুদ্রবাহু
এতক্ষণ থাকিত নীরব ?
মণিবন্ধে পরাও শৃঙ্খল মোর—
ল'য়ে চল দ্বারকায়,
রেখো মোরে কারাগারে।
একাকী কারায় বসি
শুনিব সে হরিনাম,
অশ্রুজলে ভেসে যাবে বুক !

প্রদ্যুম্ন। তুমি কি উন্মাদ ?
উন্মত্ততায় করেছ আশ্রয় ?

রুদ্রবাহু। উন্মাদ—উন্মাদ আমি ;
উন্মত্ততা আশ্রয় আমার।
কিন্তু এ উন্মত্ততার স্থান বহু উর্দ্ধে !
অমরার অমর বাঞ্ছিত গৌরব মুকুট
পরাইয়ে দেয় উন্মত্তের শিরে।
উন্মত্ত না হ'লে, কোন কালে—
কোন সে মহৎ কার্য্য
হয় নাই সাধিত ধরায়।
ধর—ধর বন্ধু রাজদণ্ড,
ধর এই কনক-কিরীট,

স্নেহের কাঙাল আমি,
নহি আমি ঐশ্বর্য্য-কাঙাল।
[রাজমুকুট ও রাজদণ্ড প্রদ্যুম্নকে দিতে উদ্যত]

চন্দ্রনাথ। [বাধা দিয়া] রাজা! রাজা! কার হাতে রাজ্যভার তুলে দিচ্ছো? রাজ্য কি ধূলিকণার মত তুচ্ছ?

রুদ্রবাহু। তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ ব্রাহ্মণ! আমি স্নেহরাজ্যের রাজা ছিলাম, কিন্তু আজ সে রাজ্য হারিয়ে—আমি রাজা হয়েছি একটা মহাশ্মশানের। এ রাজ্য চাই না। কি মর্ম্মান্তিক অন্তর্দাহ—নিদারুণ বৃশ্চিকের দংশন আমি সহ্য কর্‌ছি, তা তুমি জান না ব্রাহ্মণ! আমি পারবো না—পারবো না ব্রাহ্মণ এ রাজ্যের রাজা হ'য়ে থাকতে।

চন্দ্রনাথ। তুমি যদি রাজ্যপালনে অক্ষম, তাহ'লে রাজ্যভার আমাদের হাতে তুলে দাও রাজা! তোমার পিতা যতদিন না ফিরে আসেন, ততদিন প্রজাশক্তির দ্বারা রাজ্য পরিচালনা কর্‌বো; তবু আমাদের এ রাজ্য অপরের পায়ের তলায় শির নত কর্‌বে না।

রুদ্রবাহু। রাজ্যভার তোমরা নেবে? নাও—নাও, আমি আনন্দে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি! পার, রাজ্য রক্ষা কর। [রাজমুকুট ও তরবারি চন্দ্রনাথকে দিল] আমি চল্লাম ব্রাহ্মণ—আমার হারানো সম্পদকে খুঁজে আনতে।

[দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। রাজা! রাজা! [প্রস্থানোদ্যত]

প্রদ্যুম্ন। [বাধা দিয়া] কোথা যাও? দাঁড়াও ব্রাহ্মণ! রাজ-মুকুট—রাজদণ্ড আমায় দাও।

চন্দ্রনাথ। অপরের গচ্ছিত রত্ন আমি দিতে পারবো না।

প্রদ্যুম্ন। এতদূর সাহস?

চন্দ্রনাথ। এ সাহস এ জাতির সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে। ফিরে যাও রুক্মিণী-দুলাল—সুপ্ত সিংহকে জাগিও না।

প্রদ্যুম্ন। অহঙ্কারি ব্রাহ্মণ!

চন্দ্রনাথ। আজ কি নূতন দেখলে? দেখনি কি তোমার পিতার বক্ষস্থলে—এ ব্রাহ্মণের অহঙ্কার কেমন খোদাই করা আছে? যাও—ফিরে যাও।

প্রদ্যুম্ন। শীঘ্র মুকুট দাও।

চন্দ্রনাথ। বৃথা আস্ফালন! [প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! ওকি! ওকি! কে? কে?

গীতকণ্ঠে অভিশাপের আবির্ভাব

অভিশাপ।—

গীত

অভিশাপ—অভিশাপ।
নয়নের জলে জনম আমার
আমি গান্ধারীর অভিশাপ॥
চাই রক্ত—চাই রক্ত,
যদুবংশ করিতে ধ্বংস
মূর্ত্তিমান মহাপাপ॥
প্রলয় অনলে পোড়াবো বিশ্বখান,
প্রলয়ে বাজাব প্রলয় বিষাণ,
প্রলয়ে নাচিব প্রলয় নাচন
বুকে মরুভূমি খরতাপ॥

[প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। উঃ! উঃ অভিশাপ—অভিশাপ!
ওগো পিতা! কি সম্পদ্
নিয়ে এলে হস্তিনা হইতে!

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বনমধ্যস্থ গহ্বর-পথ

বিদূরথ ও অলকা

বিদূরথ। না—না—আমি কোন কথা শুন্‌বো না! আজ ওই শিশুর তপ্ত রক্তে করালীর মহাপূজা সম্পন্ন কর্‌বো। মাতৃপূজায় বাধা দিও না অলকা!

অলকা। আমি তা হ'তে দেবো না, আমি বাধা দেবো।

বিদূরথ। বিদূরথ সে বাধা মানবে না। অলকা! বলিদানের উদ্যত খড়্গ আর নামবে না। এই জনবিহীন নিবিড় অরণ্য-আশ্রমে মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি; কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়নি। আজ সুবাহুর রক্তে হবে মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা—আজ বিদূরথের আনন্দের দিন! আনন্দ কর—আনন্দ কর অলকা!

অলকা। তুমি আনন্দ কর রাজা! আমি চল্লাম—আমি শিশু-হত্যায় তোমার সহায়তা কর্‌তে পার্‌বো না। আর পাতকিনী হ'তে পারবো না।

বিদূরথ। তা কি হয়? বিদূরথকে যখন হৃদয়-আসনে বসিয়েছ; তখন তার পাপের অংশ তোমায় নিতেই হবে।

অলকা। পাপ-পুণ্যের কেউ কারো অংশ নেয় না—দস্যু রত্নাকরই যে তার চরম দৃষ্টান্ত! পাপ-পুণ্যের অংশভাগী কেউ হয় না—একথা যখন সে জেনেছিল—তখনই হ'ল তার জীবনের যুগান্তর! নরঘাতী দস্যু বস্‌লো গিয়ে ঋষির পুণ্য আসনে বাল্মীকি নূতন নাম নিয়ে, দিয়ে গেল ভারতের এক অমর অবদান—অমূল্য রামায়ণ গ্রন্থ! ওগো, আমার অনুরোধ—আর তুমি পাপসঞ্চয় ক'রো না।

বিদূরথ। পাপসঞ্চয়! মহাপাপ সঞ্চয় করতেও আমি পশ্চাৎপদ হবো না। সৌভ্যরাজ্যের একটি প্রাণীকেও রাখবো না। একটিবার আমার বুকে হাত দাও সুন্দরি! দেখ কেমন দাউ-দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে!

অলকা। তবে আমি বলছি রাজা—যদি সেই নিষ্পাপ বালকের রক্তে মায়ের চরণ রঞ্জিত ক'রে দাও, তাহ'লে স্থির জেনো—আশ্রম দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবে—আর পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবো তুমি আর আমি।

বিদূরথ। আমার বুকে যে আগুন জ্বল্‌ছে, তার কি প্রচণ্ড দাহ তুমি বুঝবে না অলকা! তাই সে আগুন নিভিয়ে দিতে বালক-হত্যা যজ্ঞের অবতারণা! অলকা! অলকা! তুমি আমার শক্তি—বল. এস—মহাশক্তির প্রতিমূর্ত্তিতে, এলায়িত কুন্তলে খড়্গাকরে দাঁড়াও আমার সম্মুখে—আমিও উদ্দাম উচ্ছ্বাসে তালে তালে নেচে উঠি কর্ম্ম শেষ করতে।

অলকা। আমি পারবো না বালক হত্যা করতে। ওগো, আমায় বিদায় দাও।

বিদূরথ। বিদায় দেবো তোমায়? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমারি জন্য আমি ঘৃণিত—রাজ্যভ্রষ্ট—অপমানিত, তোমার প্রেম ভালবাসার আবেষ্টনীর মাঝখানে আমি যে সব অম্লানবদনে বিলিয়ে দিয়েছি অলকা! তুমিই আমার

সব! তোমার কি যাওয়া চলে? থাক্‌তে হবে তোমায় শেষ পর্য্যন্ত—দেখতে হবে তোমায় শেষ দৃশ্য—তার পর বিদূরথের শেষের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও শেষ—

[প্রস্থান

অলকা। কি করি এখন? আমার যে উভয়সঙ্কট! ভগবান্ একটা উপায় ব'লে দাও। যৌবনের গর্ব্বে রূপের মত্ততায় জীবনে একটি দিনও ভুলেও তোমায় ডাকিনি—তোমার কাছে কোন প্রার্থনা করিনি, যদিও তোমার অনন্ত করুণায় আজ জীবনের স্রোত ফিরে এসেছে, যদিও আমি জগতের চক্ষে ঘৃণিতা, তবু আমি তোমারই সৃষ্ট, যদিও সমাজের বুকে স্থান পাইনে, তবুও তুমি আমায় স্থান দিয়েছ। আজ একটি প্রার্থনা। আমায় শক্তি দাও—সাহস দাও—বল দাও, যেন ওই ক্ষুদ্র বালকের জীবন রক্ষা কর্‌তে পারি। ওই—ওই না সেই অসহায় শিশুর কাতর আর্ত্তনাদ! ওগো দেব, আমি যে আর স্থির থাক্‌তে পারছি না! তোমারি মহা প্রেরণায় আজ আমি উন্মাদিনী। হ্যাঁ, আমি—কে আমি? হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমিও তো নারী, মায়ের জাতি—সন্তানের জননী।

[প্রস্থান

সুবাহুকে টানিতে টানিতে খড়গকরে
রুদ্রমূর্ত্তি বিদূরথের প্রবেশ

সুবাহু। ওগো, আমি তো কোন অপরাধ করিনি, তবে কেন তুমি আমায় হত্যা কর্‌বে কাপালিক?

বিদূরথ। সৌভরাজ্যের একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখবো না, সকলকেই এম্নি ভাবে—এম্নি নৃশংস ভাবে হত্যা কর্‌বো।

সুবাহু। ওগো আমার অপরাধ কি?

বিদুরথ। মরণের পারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বে তোমার পিতাকে—জিজ্ঞাসা কর্‌বে তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে—আর তোমার সেই জ্যেষ্ঠাভগ্নী সুলোচনাকে।

সুবাহু। তবে কি সত্য সত্যই আমার জীবন যাবে? আমি যে আমার শ্রীহরির কাছে যাচ্ছিলাম—আমায় যেতে দেবে না?

বিদূরথ। না—না, যাওয়া এইখানেই শেষ হবে। ওই চেয়ে দেখ বালক, রক্তরঞ্জিত মৃত্যুর আলয়; ঐখানে—ঐ বিভীষিকাময় স্থানে দেখা পাবে তোমার হরিকে। আর সেখানে হ'তে ফিরে আস্‌তে হবে না।

সুবাহু। আশীর্ব্বাদ কর কাপালিক, আমি যেন শ্রীহরির চরণে স্থান পাই।

বিদূরথ। এইবার ঐ দূরে অর্দ্ধভগ্ন অসংস্কৃত মন্দিরমধ্যে চেয়ে দেখ—লোলরসনা খড়্গাধরা মাতৃমূর্ত্তি! মাকে যদি কিছু জানাবার থাকে, জানাও,—অবকাশ দিচ্ছি।

সুবাহু। মা! মা! বিশ্বপ্রসবিনী মা! সন্তানের রক্ত পান ক'রে যদি তোর তৃপ্তি হয়, তবে তুই আমার রক্ত নিয়ে তৃপ্ত হ'? দেখি, জগতের লোক আর কতক্ষণ তোকে জগজ্জননী ব'লে ডাকে। মা! মা!

অলকার দ্রুত প্রবেশ

অলকা। মা! মা! মা! দিগ্‌দিগন্ত নীরব বনভূমি কাঁপিয়ে তুলে—কে কেরে তুই আকুলকণ্ঠে মা মা ব'লে ডাক্‌ছিস্? পাষাণ বুক যে ভেঙ্গে যায়—স্নেহের সাগর যে দুকূল ছাপিয়ে ওঠে—কে রে তুই মাতৃহারা সন্তান?

সুবাহু। মা! মা!

অলকা। আয়—আয়রে অনাথ মাতৃহারা সন্তান—মায়ের বুকে

আয় ; দেখি আজ জগতের কোন্ শক্তি এসে—মায়ের বুক থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নেয় ? [সুবাহুকে বক্ষে তুলিয়া লইল]

বিদূরথ। অলকা—অলকা ! একি করছো ? আমার মাতৃপূজায় অন্তরায় হ'য়ো না। নামিয়ে দাও বালককে।

অলকা। আর নামিয়ে দিতে পার্‌বো না রাজা ! অলকা বেশ্যা হ'লেও সে মায়ের জাতি—সে এখন আর তোমার বিলাসের শোভা বর্দ্ধন কর্‌বে না—সে এখন সন্তানের মা ! ওরে শিশু, ভয়ে আর কাঁপিসনে—আমি তোর গায়ে একটী কাঁটার আঁচড় লাগ্‌তে দেবো না।

বিদূরথ। সাবধান অলকা ! স্মরণ কর কার জন্য আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেছি—কার জন্য আমি নিজের সহধর্ম্মিণীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি—কার জন্য আমি আজ ঘাতক—জল্লাদ—রাক্ষস ? শুধু তোমারি জন্য নারি, আজ ভুলে যাচ্ছ কেন ?

অলকা। আমার জন্য যদি সব বিসর্জ্জন দিয়ে থাক, আমার জন্য যদি পাপপথে এসে থাক, আবার আমিই তোমায় পুণ্যের আলোকে টেনে নিয়ে যাব। আমার জন্য যদি তুমি ঘাতক সেজে থাক—তবে আমিই তোমায় আবার মহামানব ক'রে তুল্‌বো। ওগো, তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, এর জীবন ভিক্ষা দাও—আমার রক্ত দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর।

বিদূরথ। রক্ত চাই ! রক্ত চাই শাম্বপুত্রের রক্ত চাই ! ছেড়ে দাও —নামিয়ে দাও অলকা !

অলকা। হবে না—হ'তে পারে না। তোল—তোল কাপালিক শিশুহত্যার রক্তখড়্গ—আর আমিও দাঁড়াই সেই শিশুকে রক্ষা কর্‌তে অফুরন্ত মাতৃশক্তি নিয়ে।

বিদূরথ। দেবে না ?

অলকা। অজ্ঞানে দিতে পারি।

বিদূরথ। দেবে না ?

অলকা। না—না, কতবার বল্‌বো। আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌বে।

বিদূরথ। পড়ুক।

অলকা। আগুন জ্বলবে।

বিদূরথ। জ্বলুক। তার পূর্ব্বে তুমিই রসাতলে যাও রাক্ষসি! [সহসা অলকার বক্ষে ছুরিকাঘাত, অলকা আর্ত্তনাদ করতঃ ভূপতিত হইল থাক্—পড়ে থাক্ তুই পাপীয়সি! আয়—আয় বালক, জীবন তোর ধন্য কর্‌বি আয়—

[সুবাহুকে কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া লইয়া গেল

অলকা। [অতি কষ্টে উঠিয়া] ওগো নিয়ে যেও না—এত পাপ পৃথিবী সইবে না। দাও—দাও—ছেড়ে দাও!

সুবাহু। [নেপথ্যে] মা! মা!

অলকা। ডাক্—ডাক্—আবার ডাক, আমি যেন জন্ম-জন্মান্তর ওই ডাক্ শুন্‌তে পাই। উঃ! উঃ! ভগবান্! একি কর্‌লে? ওরে শিশু, আর তোকে বাঁচাতে পারলুম না। উঃ! শোন! শোন দস্যু! জগতে যদি ধর্ম্মের একটুখানি অস্তিত্ব থাকে, তা হ'লে তোমার এ মাতৃপূজা পূর্ণ হবে না—হবে না—হবে না। উঃ! [টলিতে টলিতে প্রস্থান

কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত সুবাহুকে লইয়া

বিদূরথের পুনঃ প্রবেশ

বিদূরথ। চ'লে আয়,—চ'লে আয় বালক! আজ তোর জীবন ধন্য হবে। অলকা নাই—সমস্ত বাধা অপসারিত! জয় মা! জয় মা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

সুবাহু। ওগো কাপালিক! তুমি আমায় কেটো না—আমার মুখ খুলে দাও।

বিদূরথ। বৃথা! বৃথা আবেদন! কে শুনবে বালক তোর ঐ ব্যাকুল আবেদন! আয় আয়! এইবার তোকে জগতের আলোক শেষ দেখিয়ে দিয়ে মৃত্যুর তীরে পাঠিয়ে দিই! নে—নে, জগৎখানা একবার ভাল ক'রে দেখে নে—[সুবাহুর বস্ত্র উন্মোচন, সুবাহুর পরিবর্ত্তে করালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সভয়ে] একি! কে—কে তুমি? [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল]

দ্রুত গীতকণ্ঠে সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু।—

গীত

মা! ও যে মা!
বিশ্বজননী দনুজদলনী করুণাদায়িনী মা॥
কভু ধরে বাঁশী—কভু ধরে অসি,
কভু বা পুরুষ—কভু বা ষোড়শী,
কভু বনমালা—কভু মুণ্ডমালা
অপার মায়ের মহিমা॥

বিদূরথ উঠিয়া দেখিতে উদ্যত হইলে করালী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান, সহসা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

বিদূরথ। য়্যাঁ—এ আবার কি?

শ্রীকৃষ্ণ। যুগান্তর! অধর্ম্মের বিনাশে ধর্ম্মের মহিমা বিকাশ!

[সুবাহুকে বক্ষে করতঃ প্রস্থান

বিদূরথ। প্রহেলিকা! প্রহেলিকা! একি! সবই যে ব্যর্থ হ'ল! অলকা! অলকা! এস! এস শক্তিময়ি! আবার আমায় নূতন শক্তি দিয়ে গ'ড়ে তোল—আবার আমি সৃষ্টির বুকে বিভীষিকা জাগিয়ে তুলি।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সৌভরাজ্য—তোরণদ্বার

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

বালকগণ।—

গীত

আমাদের দেশের রাজা ফিরলো দেশে—
রঙিন ফুলে আয়না সাজাই তোরণদ্বার।
আয়নারে ভাই জয়ের গানে ভরাই ভুবন অনিবার॥
আয়না ওড়াই জয়ের নিশান,
বাজাই সবাই জয়ের বিষাণ,
শত্রু এসে আর আমাদের
করবে নাকো অত্যাচার॥

[সকলের প্রস্থান

শাল্বের প্রবেশ

শাল্ব। জয় বিশ্বনাথ! জয় বিশ্বনাথ!
হরিনামে অপবিত্র হয়েছিল
আবাস আমার,
তাই দেশে দেশে
মহেশের মহিমা প্রচারি—

প্রায়শ্চিত্ত করি ফিরিলাম
স্বদেশেতে পুনঃ! মায়াবী প্রধান
যাদুকর যদুপতি
মায়ামুগ্ধ করিল যাহারে,
নির্ব্বাসন হ'য়ে গেছে তার।
শান্তি! শান্তি!
এতদিনে শান্তিময় হইল রাজত্ব মোর।
এইবার জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্রবাহু সহ
নব বলে হ'য়ে বলীয়ান্
আক্রমিব দ্বারকা-নগরী।
কিন্তু—কই, কোথা রুদ্রবাহু?
আগমন-বার্ত্তা মোর করিয়া শ্রবণ
এলো না তো ছুটীয়া হেথায়!
যেন ঘোর অমঙ্গল নেহারি নয়নে।

চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। অভিবাদন মহারাজ!
শাল্ব। যুবক! কোথা মোর পুত্র রুদ্রবাহু—
যার হস্তে ন্যস্ত করি রাজ্যভার—
বিশ্রামের তরে ফিরিলাম প্রবাসের পথে?
চন্দ্রনাথ। [নীরব]
শাল্ব। বল—বল হে ব্রাহ্মণ,
কোথা আছে তোমাদের নবীন ভূপাল?
চন্দ্রনাথ। রাজ্যে নাই মহারাজ!

শাম্ব। রুদ্রবাহু রাজ্যে নাই ?

চন্দ্রনাথ। না, ভ্রাতৃশোকে হইয়া উন্মাদ
নির্ব্বাসিত অনুজে ফিরাতে
ফেলি সব চ'লে গেছে পুত্র আপনার।
তবে কহিল মোদের বিদায়ের কালে,
যদি সে অনুজে ফিরাইতে পারে,
তবেই ফিরিবে নিজে—

শাম্ব। ওঃ! তারপর ?

চন্দ্রনাথ। আর এই রাজার মুকুট,
রাজদণ্ড মোর হাতে দিয়ে,
কহিল কুমার—"হে ব্রাহ্মণ,
যবে মোর ফিরিবেন পিতা,
তাঁরে দিও তাঁহার সামগ্রী।
ধর রাজা! গচ্ছিত রতন,
বুকে ক'রে এতদিন
রাখিয়াছি যাহা।
[শাম্বের হস্তে মুকুট ও তরবারি দান]

শাম্ব। স্নেহের তাড়নে কর্ত্তব্য ফেলিয়া দূরে
চ'লে গেল রুদ্রবাহু!
ওরে ভ্রাতৃগতপ্রাণ!
ভ্রাতা তরে এতখানি অনুরাগ ?
আর জনক হইয়া আমি অচল হিমাদ্রি!
যাক্! কিন্তু হে যুবক, রাজার অবর্ত্তমানে
সুশৃঙ্খলে এ রাজ্য কে করে চালনা ?

চন্দ্রনাথ। প্রজাশক্তি মহারাজ!
প্রাণপণে রাখিয়াছে তারা
দেশের মর্য্যাদা!
দ্বারকার কৃষ্ণপুত্র
এসেছিল অযুতবাহিনী সহ
সৌভরাজ্য অধিকার তরে,
কিন্তু বিফলে ফিরিল,
এ রাজ্যের প্রজাগণ ফিরালো তাহারে
দেখাইয়া শৌর্য-বীর্য্য স্বদেশরক্ষায়।

শাল্ব। ধন্য! ধন্য আমি—ধন্য মোর প্রজাগণ,
শত ধন্য তাহাদের রাজভক্তি
দেশভক্তি আর অনুরাগ।
শোন—শোন চন্দ্রনাথ!
পুনঃ কর রণ-আয়োজন
দেখিব সে দ্বারকার কৃষ্ণ ভগবানে।
ভগবান্—ভগবান্! সসাগরা
ধরা তারে কহে ভগবান্।
কিন্তু আমি ভেঙ্গে দেবো
ধরণীর অন্ধ সে বিশ্বাস।
দেখাব সকলে, নহে কৃষ্ণ ভগবান্,
তুচ্ছ গোপ, অতি হীন,
শঠ প্রবঞ্চক মায়াবী কুটিল।
যাও কর্ত্তব্যসেবক বীর!
মোর আজ্ঞা সৌভরাজ্যে করহ প্রচার।

চন্দ্রনাথ। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান

শাল্ব। ভগবান্! ওরে দুষ্ট মায়াবি কেশব!
শাল্ব তব মায়াজাল
শত খণ্ডে করিব বিচ্ছিন্ন।

গৈরিকবাস পরিহিতা সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। বাবা!

শাল্ব। কে? রুদ্রবাহু? না—না, একি! মা সুলোচনা! তোর আবার একি বেশ? গৈরিকবাস—রুক্ষকেশ—বিশীর্ণা মূর্ত্তি?

সুলোচনা। ব্রত নিয়েছি বাবা!

শাল্ব। ব্রত! কোন্ ব্রত? সুবাহুর মত হরিনাম-ব্রত, না—

সুলোচনা। সন্ন্যাসিনীর ব্রত।

শাল্ব। স্বামী-বিদ্যমানে?

সুলোচনা। স্বামী থাকতেও নাই।

শাল্ব। কেন?

সুলোচনা। আমি যে স্বামী-পরিত্যক্তা—উপেক্ষিতা—পদদলিতা। বাবা! আমি কাঙালিনী!

শাল্ব। ওঃ! কই, এতদিন তো আমি শুনিনি! তুই নিশ্চয় কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী। নইলে—?

সুলোচনা। না বাবা, আমি তাঁর কাছে কোন অপরাধ করিনি। আমি তাঁর পাপ-কর্ম্মে বাধা দিয়েছিলাম—গণিকার কবল হ'তে আমি তাঁকে উদ্ধার কর্‌তে চেয়েছিলাম—তাঁর বিলাস-শয্যার কণ্টক হয়েছিলাম, এই আমার অপরাধ।

শাল্ব। বটে? বিদূরথের এত দূর সাহস যে শাল্বরাজের কন্যাকে অনাদরে ফেলে দেয়—একটা বারবনিতার মনস্তুষ্টি সাধন কর্‌তে? ভেঙ্গে দেবো তার অভ্রভেদী অহঙ্কারের চূড়া। শাস্তি দেবো—তাকে কঠিন শাস্তি দেবো।

সুলোচনা। তবু যে তিনি আমার স্বামী—দেবতা!

শাল্ব। বাঃ রে কন্যা! কিন্তু যার হাতে বুকের রক্ত তুলে দিয়েছি—সে আজ আমার শিরে পাদুকা প্রহার কর্‌বে? না—না, কখনই না।

সুলোচনা। তুমি তাঁকে ক্ষমা কর বাবা!

শাল্ব। ক্ষমা? চমৎকার! ওরে কন্যা, তুই যদি সন্তানের জননী হতিস্, তা হ'লে বুঝতে পারতিস্ যে সন্তানের দুঃখ পিতামাতার বুকে কতখানি বাজে। আমি পিতা হ'য়ে সেই অত্যাচারী লম্পটের নির্ম্মমতা সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। তাকে শাস্তি দেবো।

সুলোচনা। না বাবা, তা হ'লে আমি আর বাঁচবো না।

শাল্ব। বা রে সৃষ্টি! সুলোচনা, তবে কেন তুই আমায় উন্মাদ কর্‌তে এলি? আমি তোর ওই শ্রীহীনা মূর্ত্তি দেখতে পার্‌বো না। স'রে যা, স'রে যা, তোরা কি সবাই মিলে আমায় জ্বালিয়ে মারবি?

সুলোচনা। আমার এ দুঃসহ বেদনার প্রতিকার কর্‌তে জলভরা চোখে তোমার কাছে আবেদন নিয়ে আসিনি বাবা, এসেছি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে।

শাল্ব। ভিক্ষা?

সুলোচনা। হ্যাঁ বাবা, ভিক্ষা! দুষ্প্রাপ্য নয়—সাধ্যাতীত নয়।

শাল্ব। বল—

সুলোচনা। তোমার এই রাজ্যে আমায় একটু স্থান ভিক্ষা দিতে হবে—আমি সেইখানে নয়নের অশ্রুতে গড়ে সতীমন্দির প্রতিষ্ঠা কর্‌বো।

আমি সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে ব'সে দেবতার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় সমাধি নেবো।

শাল্ব। ভিক্ষা দিলাম!

সুলোচনা। পদধূলি দাও—ধন্য হলাম—আসি বাবা!

শাল্ব। যাও মা সতীরাণি—তোমার সতীমহিমার উজ্জ্বল আলোকে বসুন্ধরা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক। [শাল্বকে প্রণাম করতঃ সুলোচনার প্রস্থান] অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব!

চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। মহারাজ!

শাল্ব। আবার কেন ব্রাহ্মণ?

চন্দ্রনাথ। সমস্ত রাজ্যবাসী প্রজারা আপনার আদেশের—সম্মানের পদতলে শির নত করেছে।

শাল্ব। উত্তম!

চন্দ্রনাথ। ওই দেখুন মহারাজ, যুদ্ধে যাবার জন্য দেশের তরুণের দল নেচে উঠেছে।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

বালকগণ।—

গীত

(এবার) জেগেছে দেশের তরুণ-দল।
নাহি ভয় আর ওরে দেশবাসি,
ছুটে চল্ ভাই, ছুটে চল্॥

নাহিক শঙ্কা—নাহিক ভয়,
সহাসে আমরা লভিব জয়,
রাখিব কীর্ত্তি রাখিব মান,
স্বদেশে করিব উজ্জ্বল ॥

শাল্ব। এত শক্তি রাজত্বে যাহার,
কি ভয় তাহার ?
এইবার অনিবার্য্য জয়।
চল্ চল্ তবে তরুণের দল
বিধ্বস্তিতে দ্বারকা-নগরী।

[শাল্ব ও চন্দ্রনাথের প্রস্থান

[বালকগণ পূর্ব্ব-গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

দ্যুমানের প্রবেশ

দ্যুমান্। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!
প্রতিশোধ লইবার তরে
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যত্ব দিয়ে বিসর্জ্জন—
শাণিত ছুরিকা হাতে পথে পথে ঘুরি
উন্মাদের প্রায়।
কিন্তু হায়, প্রতিশোধ পূর্ণ নাহি হয়।

বিদূরথ! বিদূরথ!
একি কর্ম্মে করিলে আমারে ব্রতী?
আর কতদিন প্রতিহিংসা বুকে ল'য়ে
ছদ্মবেশে কাটিবে জীবন?
নাহিক আহার-নিদ্রা অথবা বিশ্রাম—
নাহি আর অন্য কর্ম্ম—
ধ্যান জ্ঞান প্রতিহিংসা মোর।
রুদ্রবাহু! রুদ্রবাহু!
কোথা পাই ছিন্নশির তার?
কোথা পাই কোথা পাই বক্ষরক্ত তার?
ওকি? কেবা আসে ওই?
মনে হয় রুদ্রবাহু। তাও কি সম্ভব?
গভীর অরণ্যে কেন সে আসিবে?
আচ্ছা, দেখি অন্তরাল হ'তে
কেবা ওই আসে।

[প্রস্থান

রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। দিন চ'লে যায়!
যার তরে ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ত্যজি,
পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই—
না পাইনু সন্ধান তাহার।
সুবাহু! সুবাহু! ওরে ভাই!
কোথা তুই? একবার দাদা ব'লে ডাক!

নিবিড় বনানী হাসে যেন অট্টহাসি,
কহে যেন সমস্বরে নাই—নাই—নাই!
তবে কি সুবাহু মোর নাহিক জীবিত?
ব্যর্থ হবে পরিশ্রম মোর?
না—না, সে যে হয় দেবভক্ত,
তার পাশে মরণের শত পরাজয়।
উঃ! পিতা! কি করিলে?
অযতনে ফেলে দিলে স্নেহের সম্পদে?
শত সাধনার বিনিময়ে যেই পুত্র
মেলে না ধরায়—
সেই পুত্রে নির্ব্বাসন দিলে পিতা
নিষ্ঠুর আচারে?
তাইতো, কোথায় যাই—কাহারে শুধাই
কোথা আছে সুবাহু আমার?

দ্যুমানের প্রবেশ

দ্যুমান্। যুবরাজ! যুবরাজ!
এইবার ইষ্টনাম করহ স্মরণ।
হের কাল সম্মুখে তোমার।

রুদ্রবাহু। একি! দ্যুমান্! দ্যুমান্! তুমি?
এখনো কি বেঁচে আছ তুমি?

দ্যুমান্। আছি—আছি; কিন্তু
বেঁচে নাই সে দ্যুমান্—যে দ্যুমান্
একদিন ছিল সেনাপতি—

ছিল যার অতুল প্রতাপ !
এবে মলিন বসন—
দীন ভিখারীর সম ভ্রমে পথে পথে।
কেন জানো—কেন জানো ?
কেন মোর ভাগ্য-বিপর্য্যয় ?

রুদ্রবাহু। কর্ম্মফল তব। করেছিলে
পাপ কর্ম্ম—তাই সে কর্ম্মের
প্রতিফল ফলে গেল হাতে হাতে তব।

দ্যুমান্। না—না, নহে কর্ম্মফল।
নহে বিধাতার দান।
তুমি—তুমি—তোমা হেতু
দ্যুমানের ভাগ্য-বিপর্য্যয়।
রাজার সকাশে মোর নামে
মিথ্যা অভিযোগ করিলে যে তুমি ;
তাই মোর এ হেন দুর্দ্দশা।

রুদ্রবাহু। ঘাতক কি শিরশ্ছেদ করেনি তোমার ?
মৃত্যুদণ্ড হইল যে তব ?

দ্যুমান্। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কি করিবে মৃত্যু মোর !
মৃত্যু চ'লে গেল হাতে ল'য়ে পরাজয়
মোর পাশ হ'তে।
তাই মরেনি দ্যুমান্ !
কিন্তু কেন মরিল না ?
মরিল না—প্রতিশোধ লইবার তরে।
সেই দিন হ'তে তোমারি সন্ধানে

বিশ্বময় বেড়াই ঘুরিয়া।
আজ সুপ্রসন্ন ভাগ্য মোর
লভিয়া দর্শন তব।

রুদ্রবাহু। অতীব বিস্ময়! দ্যুমান্ জীবিত!
তবে কি সে দুষ্ট কাপালিক
ছল করি লয়েছিল
দ্যুমানের জীবননাশের ভার?
যাক্, শোন সেনাপতি! কিবা চাহ তুমি?

দ্যুমান্। চাই প্রতিশোধ—চাই তব ছিন্নশির।
তব ওই সদ্যকাটা শির ল'য়ে,
পুষ্পাঞ্জলি দিব মাতা করালী-চরণে।
প্রতিহিংসা! জ্ব'লে ওঠো দাবানল সম,
দয়া মায়া, যাও—দূর হ'য়ে যাও;
দ্যুমান্ যে মূর্ত্তিমান্ কাল।
এস—এস শত্রু
পূর্ণ করি সঙ্কল্প আমার।

রুদ্রবাহু। স্তব্ধ হও দুরাচার!
উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি এখনি।
বিশ্বাসঘাতক ছন্নমতি দুর্ব্বৃত্ত অধম!
ভেবেছ কি এই ভাবে জয়ী হবে তুমি?
না—না, অসম্ভব সে আশা তোমার।

দ্যুমান্। নহে অসম্ভব, করিব সম্ভব।
এস—এস হে কুমার,
দেখি তব শক্তি কতখানি।

রুদ্রবাহু। শাল্বরাজ-পুত্র রুদ্রবাহু ডরে কি শৃগালে ?
বুঝিলাম—মৃত্যু তোর এসেছে নিকটে।
[উভয়ের যুদ্ধ ও দ্যুমানের পলায়ন
দাঁড়া ! দাঁড়া পাপি !
কোথা যাবি তুই—নাহি রক্ষা তোর।
ভগবান্! ভগবান্! আর কত কষ্ট
দানিবে আমারে ?
ভ্রাতৃহারা হ'য়ে কাঁদি পথে পথে,
তুমি কিগো মুছাবে না অশ্রুধারা মোর ?
কি করি এখন ? কে দিবে সন্ধান তার ?
সুবাহু—সুবাহু !

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। কে—কে তুমি ? বনের মাঝে সুবাহু—সুবাহু ব'লে ডাকছো ? ও—তুমি শাল্বরাজ-পুত্র ! রাজ্য ছেড়ে চ'লে এসে এমনি ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছো ?

রুদ্রবাহু। প্রদ্যুম্ন ! প্রদ্যুম্ন ! আমার সুবাহুকে কি দেখেছ ? আমি উন্মাদ তার জন্য—এত খুঁজছি, তবু যে তাকে পাচ্ছিনে। যদি জানতো আমায় বল—আমি ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করি।

প্রদ্যুম্ন। কিন্তু আজ যদি আমি তোমায় হত্যা করি ?

রুদ্রবাহু। এখনি তোমার মত একজন এসেছিল আমায় হত্যা করতে—কিন্তু তাকে ফিরতে হ'লো বিফল মনোরথে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে গড়া আমার এই অস্ত্রে সে পরাজয় নিয়ে চ'লে গেল।

প্রদ্যুম্ন। আমি তা যাবো না—আমি তোমার জীবন চাই।

রুদ্রবাহু। বটে! [স্বগত] না, আর এ প্রাণের মায়া কর্‌বো না। আমার বেঁচে থাকা ভগবানের অভিলাষ নয়। তবে আর মমতা কেন? [প্রকাশ্যে] প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি—তোমার ওই অস্ত্রখানা আমার বুকে বসিয়ে দাও—আমি সকল জ্বালা জুড়াই।

প্রদ্যুম্ন। এত সাহস! রুদ্রবাহু! রুদ্রবাহু! এস ভাই, বুকে এস। আজ আমি আমার একটী ভাই পেলুম। আমি মুগ্ধ হয়েছি—তোমার অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ দেখে। চল রুদ্রবাহু—তোমার সুবাহুকে দেখবে চল।

রুদ্রবাহু। সুবাহু কোথায়?

প্রদ্যুম্ন। দ্বারকায়।

রুদ্রবাহু। দ্বারকায়? চল—চল প্রদ্যুম্ন! আমি প্রাণভরে দেখে নিই ওই করুণাময়ের করুণা বিতরণের মধুর দৃশ্যটা।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

তোরণদ্বার

নেপথ্যে দ্বারকার সৈন্যগণ—জয় দ্বারকানাথ যদুপতির জয়।

জয় দ্বারকানাথ যদুপতির জয় !

শাল্ব ও চন্দ্রনাথের দ্রুত প্রবেশ

শাল্ব। এ কি ! একি চন্দ্রনাথ !
একি শুনি আচম্বিতে বজ্রের হুঙ্কার !
অতর্কিতে পুরী মোর আক্রমিল
বুঝি দ্বারকা-বাহিনী !
ভেবেছিনু অগ্রে আমি
আক্রমিব দ্বারকা-নগরী
কিন্তু তার পূর্ব্বে
এল হেথা কৃষ্ণের সেনানী ?

চন্দ্রনাথ। ভয় কি রাজন্ ! মোরা কি দুর্ব্বল ?
সৌভের কি নাহি শক্তি
আরতির দর্প গর্ব্ব করিতে বিচূর্ণ !
হের—হের ওই সৌভরাজ্যবাসী
সকলেই মত্তমাতঙ্গ সম
অসি করে আগুয়ান আরতি-দমনে।

শাল্ব। হবে কি সক্ষম সবে
দ্বারকার দর্প গর্ব্ব করিতে বিচূর্ণ ?

চন্দ্রনাথ। হইবে সক্ষম! দেশের কল্যাণে—
দেশের কল্যাণে—রাজার কল্যাণে
অম্লানবদনে আজি দিবে সবে
প্রাণ বিসর্জ্জন।
এস রাজা, নব বলে হ'য়ে বলীয়ান্—
রোধিতে ঐ অরাতির গতি।

[দ্রুত উভয়ের প্রস্থান

[নেপথ্যে—জয় সৌভপতি শাল্বরাজের জয়।]

গীতকণ্ঠে অস্ত্রকরে সৌভরাজ্যবাসী বালকগণের প্রবেশ

বালকগণ।—

গীত

চল্ চল্ চল্, ছুটে চল্ ভাই, রাখিতে তোদের দেশের মান।
মত্ত আবেগে, রুদ্র প্রতাপে কণ্ঠে তুলিয়া জয়ের গান॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নাশিব অরাতি,
করিব মায়ের সন্ধ্যা-আরতি,
না হয় মরণ করিব বরণ বুকের রক্ত করিব দান—
তবু দিব না মোদের মাটির বুকেতে তুলিতে অরির জয়ের নিশান॥

[সকলের দ্রুত প্রস্থান

দ্রুত সৈন্যগণসহ প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। উত্তাল তরঙ্গসম পশি চল পুরীর ভিতরে।
নাহি ভয়—দুষ্টমতি শাল্বরাজে বধ করি
ঘুচাইতে হবে আজি ধরা হ'তে

পাপের প্রভাব! ধর্ম্মের সেবক মোরা—
কি করিবে পাপ আজি অনিষ্ট মোদের?
ওকি—ওকি! হের হের সৈন্যগণ!
সৌভরাজ্যবাসী তরুণের দল
অস্ত্রকরে ছুটে আসে বাধা দিতে
আমাদের এই অভিযানে।
যাও—যাও, শীঘ্র ছুটে গিয়ে
বাধা দাও উহাদের।

সৈন্যগণ। জয় দ্বারকানাথ যদুপতির জয়!

[সৈন্যগণের দ্রুত প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। অদ্ভুত—অদ্ভুত দেশ!
ক্ষুদ্রমতি বালক যাহারা—
তাহারাও আজি রণে আগুয়ান!
পিতা! পিতা! হইব কি জয়ী রণে আজি?
শক্তি দাও—বল দাও হৃদে,
যেন কলঙ্কিত নাহি হয় দ্বারকার নাম!
ওই—ওই সৈন্যগণসহ
শিশুদের বাধিল সংগ্রাম,
যাই, দেখি কোথা সেই দুষ্ট শাল্বরাজ।

[প্রস্থান

শাল্বরাজ ও চন্দ্রনাথের দ্রুত প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। হের—হের রাজা, তব রাজ্যবাসী
কিশোর সকলে কি ভাবে রাজার তরে—

দেশ-মাতৃকার তরে করিতেছে রণ!
এক একজন করীন্দ্র-শাবকসম
যুঝিতেছে অদম্য উল্লাসে!
সুনিশ্চয় হবে রাজা দ্বারকার পরাজয়।

শাল্বরাজ। ধন্য—ধন্য আমি—ধন্য মোর
সৌভরাজ্য—ধন্য মোর রাজভক্ত
প্রজাগণ! চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ!
মুগ্ধ আমি হেরি ওই অদ্ভুত বীরত্ব
ক্ষুদ্রমতি বালকগণের!
যে দেশের মাতৃভক্তি—রাজভক্তি
এতই প্রবল—সে দেশের নাহি পরাজয়।

চন্দ্রনাথ। চল—চল রাজা, ওই যে প্রদ্যুম্ন ধায়
পুরী প্রবেশিতে!

শাল্ব। বধ কর—বধ কর গোপবংশধরে।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে কবিতে বালকগণসহ
দ্বারকার সৈন্যগণের প্রবেশ

সৈন্যগণ। জয় দ্বারকানাথ যদুপতির জয়!

বালকগণ। জয় সৌভপতি শাল্বরাজের জয়!

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও প্রস্থান

দ্রুত প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। যুদ্ধ কর সৈন্যগণ রুদ্রতেজে দ্বিগুণ আনন্দে!

শিশু বলি করিও না ক্ষমা !
সৌভরাজ্য করহ শ্মশান—
নাহি ভয়, ধ্বংস কর শাল্বরাজে আজি।

চন্দ্রনাথ ও শাল্বরাজের প্রবেশ

শাল্ব। বধ কর—বধ কর গোপের নন্দনে।
আরে আরে হীনমতি শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন !
জানি না কোন্ সাহসে
আসিয়াছ সৌভরাজ্য করিতে বিজয় ?
বুঝিলাম নিয়তির আবাহন,
নতুবা কে স্বইচ্ছায়
ঝাঁপ দেয় জ্বলন্ত অনলে ?

প্রদ্যুম্ন। স্তব্ধ হও পাপাচারি !
এখনি দেখিতে পাবে
মৃত্যুমুখে কে হয় পতিত ।
খেলিতেছ এই ভবে পাপ খেলা ভাল,
কিন্তু আর নাহি হবে—
এইবার পাপ খেলা সাঙ্গ করি
যেতে হবে শমন-আলয়ে।

শাল্ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! হাসি পায়
ওরে ফেরু, শুনি তোর প্রলাপ-বচন !
বীরেন্দ্রকেশরী শাল্ব ভুবন বিদিত;
কি করিবে ক্ষতি তার দুর্ব্বল শৃগালে !
এখনি সকল আশা,

বৃথা আস্ফালন—হইবে নীরব,
স্কন্ধচ্যুত শির তব লুটাবে ধূলায়।
চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ! কর আক্রমণ!

প্রদ্যুম্ন। হে ব্রাহ্মণ! একি তব নীতি?
বেদাধ্যায়ী তুমি, কিন্তু কেন আজি
অস্ত্রকরে পাপ-সহচররূপে?
যাও—ফিরে যাও; কর গিয়া
দেবের অর্চ্চনা—ভজন সাধনা।
এ আচার নাহি তব সাজে।

চন্দ্রনাথ। জানি সব হে বীর প্রদ্যুম্ন!
কিন্তু হ'লেও ব্রাহ্মণ—
অধিকার নাহি কি তাহার
দেশ ও দশের কল্যাণে—
রণসাজে হইতে সজ্জিত?
শত্রু এসে করিবে লুণ্ঠন দেশ,
কেড়ে নেবে মায়ের সম্পদ,
সাজাইবে ভিখারিণী জন্মভূমি মায়ে,
কাঁদাইবে দেশের সন্তানে—
আর এ ব্রাহ্মণ রহিবে নীরব নিস্পন্দ
দেব আরাধনা ল'য়ে?
বাঃ—বাঃ! চমৎকার মাতৃভক্তি!
যে দেশে লভেছি জনম,
যাঁহার পীযূষ পানে বর্দ্ধিত এ কলেবর
তাহার লাঞ্ছনা হেরি

থাকিব নীরব? না—না, হইবে না তাহা;
মায়ের সম্মান আজি রাখিতে অটুট,
অম্লানবদনে প্রাণ দিবে এ ব্রাহ্মণ।

প্রদ্যুম্ন। বটে! বটে! দেখাও হে মাতৃভক্তি তব!

চন্দ্রনাথ। দেখিবে নিশ্চয়! এতদিন
দেখিয়াছ ব্রাহ্মণের তপস্যা সাধনা,
এইবার দেখ বীর, ব্রাহ্মণের অস্ত্রের চালনা।

শাল্ব। বিলম্বের কিবা আবশ্যক!
শত খণ্ড কর ওই দর্পিত যুবকে।
ওঃ! একি আশা! পশুরাজে পরাজিতে
পশেছে শৃগাল আজি বিবরে তাহার!
নিয়তি! নিয়তি! নিয়তির খেলা।

প্রদ্যুম্ন। নিয়তি কাহার—দেখিবে এখনি, বুঝিবে এখনি!
শোন্—শোন্ দুষ্ট, আজি বধ করি তোমা
ল'য়ে যাবো ছিন্নমুণ্ড দ্বারকায়—
দিব পিতৃপদে উপহার।

শাল্ব। আরে আরে চতুর শৃগাল,
দেখ তবে সিংহের প্রতাপ!

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

রক্তে রক্তে ভাসাবো মেদিনী,
পূজিব মায়ের চরণ দুখানি,

আমরা মায়ের নয়নের মণি করেছি মায়ের পীযূষ পান,
সেই মায়ে আজি করিতে রক্ষা সহাসে করিব জীবন দান ॥

[সকলের প্রস্থান

নিরস্ত্র অবস্থায় রক্তাক্তকলেবরে প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। অস্ত্র—একখানা অস্ত্র দাও মোরে
কে আছ সুহৃদ! উঃ—উঃ!
একি দৈব-বিড়ম্বন!
ব্যর্থ হ'ল শত চেষ্টা মোর,
চূর্ণ হ'ল হাতের কৃপাণ!
কি করি—কোথায় যাই—
ওই—ওই ছত্রভঙ্গ দ্বারকাবাহিনী!
অস্ত্র—অস্ত্র—একখানা অস্ত্র!

দ্রুত শাল্বরাজ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ

শাল্ব চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ!
বন্দী কর—বন্দী কর, দর্পিত ভুজঙ্গে।

[চন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রদ্যুম্নকে বন্ধন]

প্রদ্যুম্ন। উঃ!

শাল্ব হাঃ-হাঃ-হাঃ, আরে আরে দর্পিত যুবক!
কই—কই সেই আস্ফালন?
এইবার ডাক তব লম্পট পিতারে।
উঃ! কি দুঃসাহস!
ওরে ছন্নমতি শ্রীকৃষ্ণনন্দন,

এইবার চিন্তা কর পরিণাম তব।
ক্ষুদ্র কীট হ'য়ে এসেছিলে
মত্ত বারণের সহ করিতে সমর,
এইবার মৃত্যুদণ্ডে হইবে দণ্ডিত!
চন্দ্রনাথ! ল'য়ে চল দুষ্টে,
তারপর প্রকাশ্য সভায়
উপযুক্ত দণ্ড দানি লবো প্রতিশোধ!

চন্দ্রনাথ। মহারাজ!

শাল্ব। কি বলিতে চাহ চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ। ভিক্ষা চাই তব পাশে।

শাল্ব। ভিক্ষা? কিবা ভিক্ষা চাহ চন্দ্রনাথ!
বীর তুমি—রাজভক্তি অপূর্ব্ব তোমার।
তুচ্ছ করি নিজ প্রাণ
রক্ষিলে সম্মান মোর!
আজি মাত্র তোমারি সাহায্যে
বিজয়ী হয়েছি আমি!
তোমারে অদেয় নাহি কিছু মোর।
চাহ ভিক্ষা, দুষ্প্রাপ্য হ'লেও
শাল্বরাজ দানিবে তোমায়।

চন্দ্রনাথ। কহিতে যে ভয় হয় প্রাণে।

শাল্ব। নাহি ভয়! নির্ভয়েতে কহ চন্দ্রনাথ!
অকৃতজ্ঞ নহে শাল্বরাজ।

চন্দ্রনাথ। হে রাজন্! মুক্ত কর শ্রীকৃষ্ণনন্দনে।

শাল্ব। চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ। বীর তুমি রাজা! ক্ষুদ্র মূষিকে বধিয়া
উজ্জ্বল বীরত্বে কেন ঢালিবে কালিমা?

শাল্ব। শত্রু যে আমার!

চন্দ্রনাথ। সিংহ সনে বাদ করি
শৃগাল কি কভু হবে জয়ী?
আজি এই কৃষ্ণপুত্রে মুক্তি দিলে
বাড়িবে গৌরব তব।

শাল্ব। উত্তম! তাই হোক্ চন্দ্রনাথ!
মুক্ত কর শ্রীকৃষ্ণনন্দনে।

[চন্দ্রনাথ প্রদ্যুম্নকে মুক্ত করিয়া দিল]

শোনরে প্রদ্যুম্ন!
কহিবে পিতারে তব
শাল্বরাজ সনে—
ভুলেও যেন নাহি করে শত্রুতা আচার!
হ্যাঁ, তবে রাখিও স্মরণ!
দ্বারকার নাহি অব্যাহতি
যতক্ষণ শাল্বরাজ থাকিবে জীবিত।
এসো চন্দ্রনাথ, রণক্লান্ত দেহ, লইবে বিশ্রাম।

[চন্দ্রনাথসহ প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। উঃ! একি পরাজয়!
কেমনে এ কলঙ্কিত মুখ দেখাব পিতারে!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রামনাথের বাটী

গহনার বাক্সহস্তে রামনাথের প্রবেশ

রামনাথ। এই না আমার বাড়ী! কদিন বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছি, সবই যেন অচেনা ব'লে মনে হ'চ্ছে। যাক্ বাবা, এখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মহাজন বাক্য—"চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।" ব্যস্ বাবা, হট্টমন্দিরে গিয়ে একদিনেই বড়লোক—ব্যাটা দাড়ীওলা ঠাকুরের সিন্দুক খুলে টাকাকড়ি গহনাগাঁটী নিয়ে দে চম্পট! ব্যস্, আর আমায় পায় কে? আমি এখন বড়লোক—আর আমায় মনোরমার ঝাঁটা খেতে হবে না। তাইতো, মনো আমার গেল কোথায়? এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি—কই কোনতো সাড়া-শব্দ নেই! মনোরমার সঙ্গে প্রথমে দেখা হলেই গম্ভীর ভাব ধারণ—তারপর চড়া মেজাজ—তারপর প্রণয়-সম্ভাষণ! যাক্, এইবার মনোরমাকে ডাকি—বলি মনো, ও মনো, ও মনো—

মনোরমার প্রবেশ

মনোরমা। কে গা তুমি? ষাড়ের মত চেঁচাচ্ছো? য়্যাঁ, তুমি? তুমি? হ্যাঁগা, তুমি এখনো বেঁচে আছ!

রামনাথ। আমি যে চাকরি কর্‌তে গিয়েছিলাম মনো।

মনোরমা। বলি চাকরি কর্‌তে গিয়ে টাকা রোজগার ক'রে এনেছো তো—না শুধু হাতে রামধনের মত ফিরে এলে?

রামনাথ। না—এই দেখ চাকরি ক'রে তোমার জন্যে কত কি এনেছি। [গহনার বাক্স দেখাইল]

মনোরমা। য়্যাঁ! দেখি, দেখি কি এনেছ?

রামনাথ। এই দেখ কত গহনাগাঁটী! এই দেখ কত টাকা।

মনোরমা। আহা, তুমি চিরজীবী হও! দেখ, তোমায় আমি কত ভালবাসি! আহা—মুখখানা যে তোমার ক্ষিদেয় শুকিয়ে গেছে! দাঁড়াও, আগে জলখাবার এনে দিই। ওমা, আমি যে আনন্দে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

[দ্রুত প্রস্থান

রামনাথ। অর্থের সঙ্গেই যত সম্বন্ধ! আজ আমার অর্থ দেখে সহধর্ম্মিণীও সুর পাল্‌টেছে। যাই হোক—হট্টমন্দিরের ঠাকুর ভারী জব্দ হয়েছে।

জলখাবার লইয়া মনোরমার প্রবেশ

মনোরমা। এই নাও জল খাও! আহা! তোমার জন্যে আমি ভেবে ভেবে ম'রে গেছি—কত ঠাকুর দেবতার কাছে মানসিক করেছি।

রামনাথ। [খাইতে লাগিল] আঃ! আহা, মনো, তোমার কি অপূর্ব্ব পতিভক্তি! এই নাও গহনার বাক্স! [গহনার বাক্স প্রদান]

মনোরমা। বাঃ—বাঃ! এই না হ'লে সোয়ামী! আমার সোয়ামীর মত কজন সোয়ামী পায়! এইবার খেন্তি ঠাকুরঝির দেমাক ভাঙ্গবো! কেবল গয়না দেখায়।

রামনাথ। বেশ ভাল ছিলে তো মনো?

মনোরমা কি ক'রে থাক্‌বো! তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার কি আহার নিদ্রা ছিল গা?

রামনাথ। বলি, ঝাঁটা তো আর পিঠে পড়্‌বে না ?

মনোরমা। দেখ, আমি কি রাগ ক'রে তোমায় ঝাঁটা মারতাম ?—সে আমার ভালবাসার ঝাঁটা।

রামনাথ। বল কি ?

মনোরমা। দেখলে আমার ঝাঁটা কত পয়মন্ত! ঝাঁটা না খেলে কি আজ এত গয়নাগাঁটী হ'তো ? হ্যাঁগা, ঠাকুরপো কোথায়, তারও তো কোন উদ্দেশ নেই ?

রামনাথ। সে এখন মহারাজের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছে—এক রকম রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছে।

মনোরমা। বল কি গো, মন্ত্রী ? আর তুমি কিছু হ'লে না ?

রামনাথ। আমি সেনাপতি হয়েছি! এইবার যুদ্ধে যাব।

মনোরমা। য়্যাঁ, তুমি যুদ্ধ কর্‌বে কি গো ? পেটে যে একপেট পিলে!

রামনাথ। না—না মনো, পিলেটিলে আর নেই! আমি যুবক! উঃ! আমার কি শক্তি!

মনোরমা। ওরে আমার রামধন রে! [চিবুক ধারণ]

রামনাথ। এ হে-হে-হে! আর তবে নাহি যাব যুদ্ধে, রহিব বাড়ীতে—বীর কি কখনো যায় যুদ্ধ করিবারে ?

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

প্রাসাদ

রুক্মিণী

রুক্মিণী। সত্যই আমি ভুল করেছি তার বিনাশসাধনের চেষ্টায়। সত্যই সে প্রকৃত বীর—নইলে নির্ভীক হৃদয়ে কখনো কি উদ্যানে প্রবেশ কর্‌তে পারে? সে আমায় মা ব'লে ডেকেছিল—আশীর্ব্বাদ করেছিলাম জয়ী হও ব'লে। তার জন্য প্রাণ কাঁদে! প্রদ্যুম্নের মুখে শুনলুম—সে নাকি রাজ্য ছেড়ে বনবাসী—নিরুদ্দেশ!

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ।—

গীত

এমন সুখের নিশি হতাশে পোহায়।
নাহি বাজে বাঁশী তার,
জাগে শুধু হাহাকার,
আসিব বলিয়া প্রিয় গেল যে কোথায়॥
পথ পানে চেয়ে থাকি,
সজল হয় যে আঁখি,
কেন সে এল না ফিরে, কেন সে কাঁদায়॥

[প্রস্থান

রুক্মিণী। যদুপতি আজ ক'দিন হ'ল কোথায় গেছেন! রাজ্যের মধ্যে কি অশান্তির ঝড় উঠেছে। সৌভপতির অত্যাচারে দ্বারকা কেঁপে উঠেছে।

সুবাহুকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মিণি! রুক্মিণি! এই দেখ কেমন একটি অমূল্য মাণিক আমি নিয়ে এসেছি।

রুক্মিণী। কে এই বালক?

শ্রীকৃষ্ণ। বুকে নাও রাণি! এ যে আমার অনন্ত সম্পদ্! এ যে আমার পরম ভক্ত!

রুক্মিণী। আহা, কার মাণিক—কার অঞ্চলের নিধি!

সুবাহু। আমার মা নেই, জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত মাকে দেখিনি—মায়ের কোলে উঠিনি—মায়ের স্নেহ পাইনি!

রুক্মিণী। আয় রে দলিত পীড়িত মাতৃহারা সন্তান—আমি তোর মা! আমি তোকে বুকে নিয়ে মায়ের মমতা দিয়ে ঘিরে রাখবো।

শ্রীকৃষ্ণ। অতুলন মাতৃস্নেহ! রুক্মিণি! সত্যই তুমি কি জগন্মাতা?

রুক্মিণী। তুমিও তো জগৎপিতা! তোমার তৃপ্তিই আমার শান্তি—তোমার যে আপনার হয়, সে আমার বুকের মাণিক—নয়ন-আনন্দ। এই বৈষ্ণব শিশুকে কোথায় পেলে প্রভু?

শ্রীকৃষ্ণ। চোর অপবাদটা আমার এখনো যায়নি রাণি! তাই মাঝে মাঝে এইরূপ রত্ন চুরি কর্‌তে হয়। কিছুতেই চুরি না ক'রে থাক্‌তে পারিনে। যখনই এ রত্নের সন্ধান পাই—তখনি ছুটে যাই। এ আমার মজ্জাগত ব্যাধি।

রুক্মিণী। তোমার চুরি শত প্রশংসার! বুঝতে পেরেছি প্রভু! ভক্তকে তুমি আজ রক্ষা করেছ—তোমার ভক্তাধীন নামের সার্থকতা দেখাতে।

শ্রীকৃষ্ণ। অনুমান সত্য তোমার। কিন্তু তুমি আমার চুরি অভ্যাসটার

প্রশংসা কর্‌লেও—জগতের লোক বলে কৃষ্ণ শঠ—প্রবঞ্চক। আরও কত কি বলে।

রুক্মিণী। তা বলুক, তবুও' তোমার নাম বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতের লোক তোমাকে যে যেভাবে ডাকে—তুমি সেই ভাবেই তার সে আশা পূর্ণ কর ; তুমি যে কারো বাসনা অপূর্ণ রাখো না হরি !

সুবাহু। এই কি দ্বারকা ?

রুক্মিণী। হ্যাঁ বাবা, এই দ্বারকা।

সুবাহু। তাহ'লে আমায় সখা কই ? সেই সখার জন্যেই যে আমার পিতা আমায় নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছেন।

রুক্মিণী। তোমার পিতা তোমায় নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ রুক্মিণি, এই সেই কৃষ্ণদ্বেষী শাম্বের পুত্র ! দুর্ম্মতি প্রতি-হিংসায় অন্ধ হ'য়ে এমন হরিভক্ত পুত্রকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করে, তারপর এ শিশু কাঁদতে কাঁদতে নিবিড় অরণ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়—সেখানে এক কাপালিকের কবলে পতিত হয়। কিন্তু দেবভক্তের কি জীবন নাশ হয় ? ভক্তের কাতর ক্রন্দনে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো—ছুটলুম অরণ্যে—অসহায় আবর্ত্তের মাঝখান হ'তে তুলে আনলুম আমার ভক্তকে।

সুবাহু। য়্যাঁ, তবে কি তুমিই আমার সখা ? তুমিই আমার দয়াল হরি ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ বালক, আমিই তোমার সখা দয়াল হরি !

সুবাহু। তুমিই যদি আমার সখা দয়াল হরি—তবে আমার নির্ব্বাসন হয় কেন ? তোমার নামে যদি এত বাধা—তাহ'লে তোমার নাম আর যে কেউ কর্‌বে না সখা !

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় নেই রে ভক্ত ! ভক্তকে দারুণ যন্ত্রণার মাঝখানে ফেলে আমি পরীক্ষা নিই তার ভগবৎ-ভক্তির—আমি পরীক্ষা নিই তার অন্তরের

আন্তরিক কামনার—আমি পরীক্ষা নিই তার লক্ষ্যের! যাও রুক্মিণি, বালককে কিছু খেতে দাও গে—কদিন হ'তে অনাহারে আছে।

রুক্মিণী। চল বাবা! এবার তোমার সকল দুঃখের অবসান।

[সুবাহুকে লইয়া প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নাম নিলে নির্ব্বাসন হয় কেন—বালকের কঠিন প্রশ্ন! ওরে ক্ষুদ্রমতি বালক, তোর সরলতার মাঝখানে থাকৃতে পারে সেই জটিলতার মীমাংসা। ধরণীর পাপভার মোচন কর্‌তে এসে নিজেই ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছি। শিষ্টের পালন কর্‌তে এসে নিজেই অশিষ্টাচারী হ'য়ে পড়েছি, দুষ্টের দমন কর্‌তে তীব্র অভিশাপ মাথায় তুলে নিয়েছি।

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। পিতা!

শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধের সংবাদ কি প্রদ্যুম্ন?

প্রদ্যুম্ন। [নীরব]

শ্রীকৃষ্ণ। শাল্বের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে প্রদ্যুম্ন?

প্রদ্যুম্ন। না পিতা—পরাজয় নিয়ে ফির্‌তে হ'লো।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

প্রদ্যুম্ন। পারলুম না পিতা শত চেষ্টায় সেই সৌভপতিকে শাস্তি দিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। ফিরে এলে কলঙ্কিত মুখ নিয়ে—দ্বারকার গৌরব গর্ব্ব মলিন করে? চমৎকার শ্রীকৃষ্ণ-পুত্রের বীরত্ব!

প্রদ্যুম্ন। দৈববলসম্পন্ন সৌভরাজ—নচেৎ কি এই পরাজয় নিয়ে প্রদ্যুম্ন ফিরে আস্‌তো দ্বারকায়? আস্‌তো সৌভপতির ছিন্নশির নিয়ে—দিতো পিতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।

শ্রীকৃষ্ণ। পরাজিত তুমি—তোমায় মুক্তি দিলে?

প্রদ্যুম্ন। দিত না, কিন্তু এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে আমায় মুক্তি দিলে। আরও বল্‌লে শীঘ্রই সে দ্বারকায় উপস্থিত হবে দ্বারকানাথের শক্তি পরীক্ষা কর্‌তে।

শ্রীকৃষ্ণ। বটে! তাই হবে প্রদ্যুম্ন! আমিও শান্তিস্থাপন কর্‌তে আবার অস্ত্র ধর্‌বো! কৃষ্ণদ্বেষী শাল্বরাজ তখন দেখ্‌তে পাবে তার এ জয়-যাত্রায় বিষময় ফল। যাও পুত্র! সুসজ্জিত ক'রে রাখো দ্বারকার বাহিনী —তুমিও প্রস্তুত থাকো এই দুর্ব্বার অভিযানে।

প্রদ্যুম্ন। যথা আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ

রঙ্গ ও রঙ্গিণীর প্রবেশ

রঙ্গিণী। ওরে মিন্সে, আমি যুদ্ধে যাব, আর তোর ভাত খাবো না।

গীত

রঙ্গ।— চুপ—চুপ—চুপ, ও প্রেয়সি, কর্ আস্তে গোলমাল।
ভয়ে গায়ে দিচ্ছে কাঁটা কর্‌বে যে বেহাল॥

রঙ্গিণী।— এবার আমি যুদ্ধে যাবো কতই যে রে সুখ পাবো,
হবো না তোর হাতে প'ড়ে দিনরাত্তির নাকাল॥

রঙ্গ।— ও বাবারে, কোথা যাবরে, ঘুরছে আমার মাথা,
যুদ্ধে গিয়ে তুল্‌লে পটল প্রাণে আমার লাগ্‌বে ব্যথা;

রঙ্গিনা।— তাতে আমার ব'য়ে গেল, যুদ্ধ আমার লাগে ভালো,
এবার ঘোমটা খুলে কাঁচা এঁটে করবো মহারণ—
সবাই তখন ভালবেসে
পরিয়ে দেবে আমার গলে টাটকা ফুলের মালা॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্যুমানের প্রবেশ

দ্যুমান্। সুরক্ষিত প্রহরিবেষ্টিত
রাজপুরী মাঝে না পারি পশিতে,
রুদ্রবাহুর না পাই সন্ধান!
বিদূরথ! বিদূরথ!
এ কি সাজে সাজালে আমারে!
আহারে—বিহারে—শয়নে—স্বপনে
নাহি কোন চিন্তা আর
এক চিন্তা প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!
কই—কবে পূর্ণ হবে আশা!
দিন চ'লে যায়! ছদ্মবেশে কতদিন
পথে পথে বেড়াব ঘুরিয়া?
কবে ল'য়ে যাব বৈরী-রক্ত ছিন্নশির
বিদূরথ পাশে! ও কি, কে আসে?

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। পিতার দয়ায়, আমার সতীমন্দির প্রতিষ্ঠা এত দিনের পর সমাপ্ত হ'ল। দেখি কতদিন পরে সে মন্দিরে দেবতার আবির্ভাব হয়!

ভগবান্, তুমি কি আমার সাধনায় সিদ্ধি দেবে না? যাই, বিলম্ব কর্‌বো না—পূজার সময় হ'য়ে এল।

হ্যমান্। রাজকুমারি!

সুলোচনা। য়্যাঁ, এ কি! সেনাপতিমশাই, আপনি এখানে! আপনি যে পিতার আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন?

হ্যমান্। সৌভাগ্য আমার—আমায় মর্‌তে দিলে না।

সুলোচনা। সে কি?

হ্যমান্। বিস্ময়ের বটে—মরা মানুষ বেঁচে উঠেছে! কিন্তু আমি ঠিক বেঁচে উঠিনি! বেঁচে উঠবো—যেই দিন দেখবে সৌভরাজ্যের একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। অবিচারে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ—আমি তার চরম প্রতিশোধ নেবো! এস রাজনন্দিনি, আজ তোমারই দ্বারাই আমার প্রতিহিংসা-যজ্ঞের শুভ অধিবাস হোক্। [ধরিতে উদ্যত]

সুলোচনা। সাবধান! ছুঁয়ো না আমায়—

হ্যমান্। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সুলোচনা! অনেক দিন পূর্ব্বে তোমার ওই যৌবনের কমনীয় মূর্ত্তি দেখে আমি উন্মাদ হয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি তোমার প্রেমসুধা পানের। আজ যখন পেয়েছি—

সুলোচনা। কুক্কুর! আমি যে তোর প্রভুকন্যা!

হ্যমান্। আমি তো আর হ্যমান্ নই। হুম্যানের আকারে হ্যমানের পরপারের মূর্ত্তি। তখন কে আমার প্রভু! এস—এস—বিলম্ব ক'রো না।

সুলোচনা। সাবধান পিশাচ! মাথায় বজ্রাঘাত হবে। সতীর সম্ভ্রম রক্ষা কর্‌তে এখনি সৃষ্টির বুকে নূতনত্বের আবির্ভাব হবে। যদি ভাল চাও, চ'লে যাও—আমি তোমার ভগ্নী।

হ্যমান্। চুপ কর! চুপ কর! সুলোচনা! আমি এখন বধির—পিশাচ—শয়তান! এমনটা ছিলাম না রাজবালা! আমায় এমনটা করেছে

তোমার পিতা!—সে আমার শান্তিময় জীবনটা এমনধারা বিপর্য্যস্ত ক'রে দিয়েছে—আমি তাকে ক্ষমা ক'রে যাব? তাও কি সম্ভব? এস সুলোচনা, বহুদিনের অপূর্ণ কামনা আজ পূর্ণ করি।

সুলোচনা। যাও দ্যুমান্! এখনো ভগ্নীর স্নেহ নিয়ে তোমায় ক্ষমা ক'রে যাচ্ছি! চ'লে যাও—দুরাশা ত্যাগ কর। [প্রস্থানোদ্যত]

দ্যুমান্। কোথায় যাবে? এস! এস! [ধরিতে উদ্যত]

সুলোচনা। শোন্—শোন্ ওরে লম্পট, আমি যদি সতী হই, তাহ'লে এর প্রতিফল তোকে ভোগ করতেই হবে—তোর সারা অঙ্গে কুষ্ঠ ফুটে উঠবে। সতীনাথ! সতীরাণি! রক্ষা কর—রক্ষা কর সতীর সম্ভ্রম।

দ্রুত চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। কই, কোথায় সেই সতীত্ব অপহরণকারী দস্যু? আরে আরে দুর্ম্মতি! [দ্যুমানকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

দ্যুমান্। কি? কি? আমার কার্য্যে বাধা! আয় তবে—আজ ব্রহ্মহত্যাই হোক্।

[চন্দ্রনাথ সহ যুদ্ধ ও দ্যুমানের পলায়ন

চন্দ্রনাথ। দূর হও—দূর হও পাপিষ্ঠ! রাজকন্যা! চ'লে যাও নির্ভয়ে তোমার সতী-মন্দিরে। কিন্তু কে ও দুষ্ট রাজনন্দিনি?

সুলোচনা। সেনাপতি দ্যুমান্! পিতা যে ওকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল—কিন্তু আশ্চর্য্য এখনো ও বেঁচে আছে।

চন্দ্রনাথ। জটিল রহস্য! আচ্ছা, এর মীমাংসা হবে। তুমি এখন এস।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

রামনাথের বাটী

রামনাথ ও মনোরমা

মনোরমা। তুমি যাই বল—আমার ঝাঁটার গুণে কিন্তু এই সব হয়েছে।

রামনাথ। নিশ্চয়! আহা সতীলক্ষ্মীর ঝাঁটা! পার যদি আরও ঘা দুচার ঘা আমার পিঠে বসিয়ে দাও।

মনোরমা। ছিঃ, ও কথা কি বল্‌তে আছে? ও কথা মুখে আনতে নেই। আমার যে পাপ হবে—আমার যে অকল্যাণ হবে।

রামনাথ। দেখ মনো! তোমার ঝাঁটা বেঁচে থাকুক—আমার পিঠও বেঁচে থাকুক! ওহো, আজ ঝাঁটার দৌলতে বাঁধা দোরে ঘোড়া হাতী!

মনোরমা। আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হয়।

রামনাথ। কি?

মনোরমা। তুমি কদিন মাত্র চাকরি ক'রে অত টাকা পেলে! হ্যাঁগা, তুমি কারো চুরিটুরি করে আননি তো। শেষকালে কি বাঁধা পড়বে?

রামনাথ। রামচন্দ্র! তবে হট্টমন্দিরের মহাপ্রভুকে ঘায়েল ক'রে চ'লে এসেছি।

মনোরমা। হট্টমন্দির কিগো?

রামনাথ। দেশীয় প্রতিষ্ঠান! আমার মত যারা মূর্খ ব্রাহ্মণের ছেলে হয়, সেখানে তাদের সব সময় "কর্ম্মখালি"। আমি সেইখানে এতদিন কাজ করছিলাম! বেড়ে রান্না শিখেছি গিন্নি!

মনোরমা। হ্যাঁগা। তুমি কি রাঁধুনীগিরি কয়্‌তে?

রামনাথ। আঃ, চুপ কর ; লোকে শুনলে নিন্দে কর্‌বে। বিদেশে লোকে কত কি করছে—দেশে এলেই বাবু—একেবারে বাবু। ভাল চাকরি—রাজার চাকরি এ সবাই বলে! যাক্, গহনাগুলো বেশ পছন্দসই হয়েছে তো?

মনোরমা। তা আর হবে না—তুমি কি আমায় কম ভালবাস?

রামনাথ। [স্বগত] দিনগুলো এখন বেশ কেটে যাচ্ছে! মনোর মুখে হাসি আর ধরে না। কিন্তু সেই দাড়ীওলা ব্যাটা রাজার কাছে নালিশ টালিশ করেনি তো?

চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। দাদা! দাদা!

রামনাথ। এ কি, চন্দ্রনাথ!

মনোরমা। ঠাকুরপো যে?

চন্দ্রনাথ। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। বোধ হয় আমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, যদি বাঁচি, আবার দেখা হবে। দাদা, আরও একটা কথা তোমায় বল্‌তে এসেছি—তুমি নাকি এক ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব চুরি ক'রে এনেছ? ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে অভিযোগ জানিয়েছে—তোমায় দণ্ড নিতে হবে। ছিঃ-ছিঃ! ঘৃণায় লজ্জায় মাথা যে আমার নুয়ে আসছে! বাপ ঠাকুরদার মুখে কলঙ্ককালি দিলে? স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তুমি পরের সর্ব্বনাশ করেছ? তোমার বুকখানা একটুও কেঁপে উঠলো না? আজ যদি অভাবের তাড়নায় লোকের দ্বারে ভিক্ষা কর্‌তে—তবুও তোমায় লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতো? কিন্তু আজ মলেও যে তোমার এ কলঙ্ক যাবে না দাদা!

রামনাথ। চন্দ্রনাথ! তুই আমায় রক্ষা কর ভাই! তোর কথা শুনে যে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে! এখুনি হয়তো—

চন্দ্রনাথ। ভয় নাই! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও— আমি তোমার জীবন রক্ষা কর্‌বো। তোমার মৃত্যু কি আমি দেখতে পারি দাদা?

রামনাথ। চন্দ্রনাথ! ভাই! এতদিনে আমি বুঝলাম জগতে যদি কেউ আপনার বলতে থাকে সে একমাত্র ভাই! কিন্তু আমার মৃত্যুই যে বাঞ্ছনীয়!

চন্দ্রনাথ। তোমার মৃত্যুতে যে আর একজন নিদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে দাদা! ভয় নেই! আর তোমার কিছু হবে না— আমি সে পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছি! অভিযোগকারী ব্রাহ্মণকে এইমাত্র অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট ক'রে বিদায় দিয়েছি।

রামনাথ। আয় ভাই, বুকে আয় আমার! [বক্ষে ধারণ]

চন্দ্রনাথ। বৌদি, তোমায় একটা কথা বলি, তুমি আমার অপরাধ নিও না। অলঙ্কারে নারীর শোভা বৃদ্ধি পায় না—নারীর অলঙ্কার যে একমাত্র স্বামী! সেই স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিও না—স্বামীকে পিশাচ সাজিও না—সুখী হবে না। এখন আমি চল্লাম দাদা! দ্বারকাপতির সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধ বেধেছে—দেশের সকলেই রাজার জন্য জীবন দিতে ছুটেছে—আমিও যাচ্ছি—বিদায়—বিদায়! [প্রস্থান

রামনাথ। চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ যে চ'লে গেল মনো?

মনোরমা। তা কি কর্‌বো বল—ধ'রে তো আর রাখতে পারিনে?

রামনাথ। তবে আমিও চল্লাম মনো! আর এ দুর্গন্ধ নরকে থাকবো না। তুমি যা চেয়েছ, তাতো পেয়েছ। তুমি আমায় চাওনি —চেয়েছ শুধু অর্থ আর গহনা! আমি সবই তোমায় দিয়েছি। তুমি সে সব নিয়ে এখন সুখে থাক। [প্রস্থানোদ্যত]

মনোরমা। ওগো, তুমি যেও না! আমি এতদিন তোমায় চিনতে পারিনি—তাই তোমার প্রাণে কত দাগা দিয়েছি! আমার অঙ্গে

দরকার নেই—গহনাও আর পর্‌বো না। তুমি আমার সব—তুমি সেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

[পদতলে উপবেশন]

রামনাথ। মনো! মনো! এতদিনে আমি স্বর্গ হাতে পেলুম! ওঠ দেবি! চল আজ স্বামী-স্ত্রীতে দেশের জন্য—দশের জন্য—রাজার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে পরলোকের পথ গৌরবমণ্ডিত করিগে চল।

[উভয়ের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

দ্বারকা

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। নব নব অধ্যায়েতে—
ধীরে ধীরে চলিতেছে
লীলার তরঙ্গ—কর্ম্মের পদ্ধতি!
নাহিক বিরাম—নাহিক বিশ্রাম!
শিশুপাল দন্তবক্র জরাসন্ধ—
কত সে দুর্ম্মদ
কর্ম্মের চক্রেতে আজি অন্তর্হিত সবে।
শাল্ব সৌভরাজ—নাহি আর বিলম্ব তাহার;
নিয়তির আবির্ভাব—মরণ নিশ্চয়!
উঃ! কর্ম্মক্লান্ত দেহভার
আর তো পারি না করিতে বহন।

দারুণ দুশ্চিন্তা—গান্ধারীর অভিশাপে
ধ্বংস হবে যদুকুল।
অব্যর্থ সতীর বাক্য ; না—না,
সেও মোর কর্ম্মের অধ্যায় !

গীতকণ্ঠে সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু।—

গীত

সাজাবো তোমারে এই ফুলহারে
ওগো সখা গো, ওগো সখা গো।
কত যে আশার এ মালা আমার
পর হে পর হে পর গো।
তোমার মূরতি জাগে সদা প্রাণে,
ভুলে যাই আমি আছি কোনখানে,
আমি তোমারি স্বপনে ভুলেছি সকলি
তুমি যে আমার সবই গো।

[শ্রীকৃষ্ণকে মালা পরাইয়া দিল]

শ্রীকৃষ্ণ। সুবাহু! সুবাহু! না—না, সখা! বেশ ভাল আছতো ?

সুবাহু। হ্যাঁ সখা, ভাল আছি ; রুক্মিণী মা আমায় বড় ভালবাসেন।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমিও তো তাকে ভালবাসো ?

সুবাহু। নিশ্চয়ই ভালবাসি—তিনি যে আমার মা।

শ্রীকৃষ্ণ। এখন তোমার মায়ের কাছে যাও—আমি এখন রাজকার্য্যে বড় ব্যস্ত আছি।

সুবাহু। আচ্ছা সখা।

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। কেঁপে উঠছো কেন বসুন্ধরা? তোমার দীর্ঘনিশ্বাস যে বিষের জ্বালা। তোমার ওই বিকট ব্যাদানে কুরুক্ষেত্রের শোণিতধারা ঢেলে দিয়েছি। তুমি তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও! আরও কত নৈবেদ্য এক এক ক'রে তোমার রাক্ষসী ক্ষুধার মুখে তুলে দেবো।

গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ

বসুন্ধরা।—

গীত

তব লীলার ডোরে—
কঠিন বাঁধনে বেঁধেছ চিরতরে॥
কত নিরীহ সন্তান তব বেদীমূলে
অকালে দিয়েছে প্রাণ,
তুমিই করেছ পাষাণী মোরে॥
দুষ্ট দমন সাধুজন পালন জানি কর্ম্ম তোমারি,
নাশিতে পাপের ভার কত রূপ ধরেছ মুরারি,
আরতো পারি না সহিতে,
সবই সন্তান মোর মহীতে,
কর অবসান এ হত্যালীলার হে ভগবান্ ত্বরা ক'রে॥

[প্রস্থান

[নেপথ্যে—জয় সৌভপতির জয়]

দ্রুত প্রদ্যুম্নর প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। পিতা! পিতা! বিপুল বাহিনী সহ—
সৌভরাজ ছুটে আসে দ্বারকার দিকে!

ওই মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি তাহাদের।
কি হবে উপায় পিতা দ্বারকা-রক্ষার ?

দ্রুত দারুকের প্রবেশ

দারুক। দ্বারকা-রক্ষার তরেরণসাজে সুসজ্জিত
দ্বারকার প্রকৃতি-নিকর।
স্বদেশের যশ মান রাখিতে অটুট
মৃত্যুপণ করেছে সকলে,
কি ভয় দ্বারকানাথ, করহ আদেশ—
দেখিবে এখনি
সৌভরাজ যাবে রসাতলে।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও—যাও—বাধা দাও—বাধা দাও,
যেন না পশিতে পারে দ্বারকানগরে।

[প্রত্যুম্ন ও দারুকের প্রস্থান

মরণ শিয়রে যার লয়েছে আশ্রয়,
কে পারে রক্ষিতে তারে ?
বেজে ওঠ পাঞ্চজন্য ভৈরব নিনাদে
এস চক্র মহাবল,
শাসকরূপেতে আজি দুষ্কৃতি-দলনে।

[সুদর্শনের আবির্ভাব]

চন্দ্রনাথ ও সৈন্যগণ সহ শাল্বের প্রবেশ

শাল্ব। দুষ্কৃতি দলনে আজি শাল্বের উদয়।
অভিযান এই দ্বিতীয় আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি! সৌভপতি শাল্বরাজ!

শাল্ব। বল—বল মোরে ভগবান্,
তোমারে করিব ত্রাণ বিনিময়ে তার!

শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্! তুমি ভগবান্?
ভাগ্যবান্ আমি আজি তব দরশনে।
করি নাই অবাহন,
করি নাই ভজন পূজন
দিই নাই কোনদিন ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি!
জানি না কি পুণ্যফলে,
নিজগুণে দেখা দিলে অধম কিঙ্করে!
হে মহান্! কি দিয়ে রাখিব আজি
তোমার সম্মান!

শাল্ব। ব্যঙ্গ রাখো যদুপতি।
আসি নাই পূজা তব করিতে গ্রহণ—
আসিয়াছি শাসিতে তোমারে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিবা মোর অপরাধ যাতে আপনি ঈশ্বর—
দণ্ড দিতে উপনীত তুচ্ছ মানব-সকাশে?
কি করিতে পারি আমি? কি শক্তি আমার!

শাল্ব। ভুলিবে না শাল্বরাজ তব চাতুরীতে।
তুমি যদি হও ভগবান্ কৌরবে বিনাশি,
তবে তোমারে বিনাশি
আমি কেন নাহি হব ভগবান্?
তুমি যদি কুটিল কৌশলে
পার ধ্বংস করিবারে কুরুকুল,

তবে আমি কেন পারিব না
যদুবংশ করিতে নিধন ?

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয়ই ! যদুবংশ কেন ?
অঘটন ঘটাইতে পার এই বিশ্বমাঝে।
বীর তুমি, বীরত্ব অপার—
আমি অতি হীন, তুমি যে মহৎ—
ক্ষুদ্রে কেন যূপকাষ্ঠে দিবে বলিদান ?
মহত্ত্ব কি বাড়িবে তাহাতে ?

শাল্ব। ক্ষুদ্র যেই জন—হীন সেই জন,
কেন তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা
উঠিবারে শীর্ষস্থানে
নিজ গণ্ডী করি অতিক্রম ?
কোথা চক্র ? তোল চক্র ;
যত শক্তি আছে তব করহ প্রয়োগ—
তাহাতে প্রমাণ হোক্ কেবা ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কহি তুমি ভগবান্—তুমি শক্তিমান্।
অতি তুচ্ছ আমি তোমার নিকটে !
অদ্ভুত বিক্রম তব বর্ণনা-অতীত।

শাল্ব। এ চাতুরী কর কৃষ্ণ তাহাদের সনে—
যাহারা তোমার পদে
নিত্য দেয় পূজার সম্ভার।
কৃষ্ণ ভগবান্—কৃষ্ণ ভগবান্ বলি
উন্মত্ত যাহারা, তাহাদের
কাছে গিয়ে কর এ চাতুরী।

শাল্বরাজ ভুলিবে না ছলনায় তব।
রে কৃষ্ণ! আমি তোমা জানি ভালমতে।
চিনেছি তোমায় বহুদিন—বহুদিন আগে।
এবে তব শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমে
ভগবানত্বের দাও পরিচয়।

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাজন্! শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রম
কোথায় আমার? শৈশব হইতে
শিখিয়াছি মাত্র ছল ও চাতুরী।

শাল্ব। তাই তব সে ছল চাতুরী চিরতরে ঘুচাইতে
মূর্ত্তিমান কাল সম শাল্ব আজি দ্বারকায়।
ধর চক্র—চাতুর্য্যের হোক্ অবসান।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল! ধর অস্ত্র তব।

শাল্ব। ধর অস্ত্র সৈন্যগণ, ধর অস্ত্র চন্দ্রনাথ!
চূর্ণ কর চতুরের চতুরতা আজি।

[শ্রীকৃষ্ণসহ যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়]

শাল্ব। কর রণ যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। পরাজিত! পরাজিত আমি—
সাধ্য কি আমার
ভগবান্ সহ করিবারে রণ?

শাল্ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওরে, কে আছিস্ কোথা—
আয় ছুটে আয়, দেখে যারে,
আপনার ফাঁদে আজি পড়েছে শিকারী।
ধিক্! ধিক্! শত ধিক্ তোমারে কেশব!
এই শক্তি ল'য়ে বিশ্বমাঝে—

পরিচিত ভগবান্ বলি ?
অন্ধ বিশ্ব, তাই কহে তোমা ভগবান্।
ভারবাহী তুমি গোপের নন্দন—
গোধন চরানো যার নিত্যকর্ম্ম,
সে আজি বসিল সিংহাসনে।

শ্রীকৃষ্ণ। অপমান নাহি কিছু মোর।
জয় দিয়ে ভগবানে,
পরাজয় তুলে নিছি আপনার শিরে।
কর্ত্তব্য আমার মহতের রাখিতে সম্মান।

শাল্ব। বলিহারি চতুরালি !
বাকচাতুর্য্য তব অতীব মধুর।
শোন কৃষ্ণ, তুমি এবে বন্দী—পরাজিত।
ল'য়ে যাব নিজরাজ্যে তোমা।

শ্রীকৃষ্ণ। বাধ্য আমি যেতে।

শাল্ব। ভাল ! ভাল !
শত প্রশংসার এ হেন সাহস তব।
তবে এস মোর সাথে,
ঘটা করি বলিদান দিব
তোমা চামুণ্ডার পাশে।

দ্রুত সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু। বাবা ! বাবা !

শাল্ব। য়্যা, একি ! একি ! সুবাহু—সুবাহু !
তুই হেথা এলি কোথা হতে ?

সুবাহু। তুমি মোরে দিলে নির্ব্বাসন—
সখা মোরে দিয়েছে আশ্রয়।
শাল্ব। সখা—কেবা তোর সখা ?
সুবাহু। [শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া]
এই মোর সখা, শুধু নহে মোর সখা
পিতা—সখা জগতের।
শাল্ব। ও বুঝিয়াছি ! চতুরের চতুরতা !
মায়াবী কেশব ভুলায়ে ছলায়
দ্বারকায় আশ্রয় দিয়েছে তোরে।
দূর হ—দূর হ রে কুলাঙ্গার !
কৃষ্ণভক্তে শাল্বরাজ করে সদা ঘৃণা।
সুবাহু। পিতা ! পিতা !
একি ! বাঁধিয়াছ সখারে আমার ?
আহা, কত ব্যথা লাগিতেছে
সুকোমল করে,
ছেড়ে দাও—মুক্তি দাও !
শাল্ব। রে দুষ্ট কুলাঙ্গার !
এইবার মহামুক্তি দিব তোর
প্রাণের সখারে !
যা—যা, দূর হ—দূর হ—
সুবাহু। সখা ! সখা ! [কাঁদিয়া ফেলিল]
শ্রীকৃষ্ণ। কাঁদিও না—আমি যে কাঁদিব।
থাক তুমি হেথা—
আবার আসিব ফিরে এই দ্বারকায়।

শাল্ব এ যাত্রা অগস্ত্য-যাত্রার সম
হইবে তোমার। চল যদুপতি!

সুবাহু। বাবা—বাবা!
পদে ধরি, ছেড়ে দাও সখারে আমার।

[শাল্বের পদধারণ]

শাল্ব। দূর হ—দূর হ বংশের কলঙ্ক!
পিতৃ-অরি যেবা
তার পূজা করিস রে তুই!
যা—যা, মরে যা—মরে যা।

[পুনঃ পুনঃ পদাঘাত]

শ্রীকৃষ্ণ। উঃ! উঃ! বন্দিত্ব করেছি স্বীকার,
নতুবা—চল—চল জয়ি, চল ত্বরা—
এ দৃশ্য নারিব হেরিতে।

শাল্ব। চল! হাঃ-হাঃ-হাঃ!
গাও—গাও বিশ্ব সমস্বরে দিবস-সন্ধ্যায়—
শাল্বরাজ ভগবান্—শাল্বরাজ ভগবান্।

[সুবাহু ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সুবাহু। সখা—সখা—[প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। সুবাহু—ভাই! [সুবাহুকে বক্ষে ধারণ]

সুবাহু। দাদা!

রুদ্রবাহু। এতদিন—এতদিন পর
পাইলাম হারানিধি মোর!

ওরে ভাই, পিতা হেতু
অবিচারে দিয়েছিনু নির্ব্বাসন তোরে।
কিন্তু তোরে ছেড়ে নারিলাম
রহিতে সেথায় ;
তাই তোরে ল'য়ে যেতে সেথা—
এ বিশ্ব খুঁজিয়া ভ্রমি !
বহু কষ্টে পেলাম রে তোরে।
চল্—চল্ ভাই, ফিরে চল্ সেথা ;
হয় যদি পিতা অন্তরায়—
হয় যদি পিতাপুত্রে রণ—
হই যদি পিতৃদ্রোহী আমি—
তবু তোরে বুকছাড়া করিব না আর।
তুই মোর স্নেহের অনুজ
তুই মোর অতুল সম্পদ্।

[সুবাহুকে বক্ষে করতঃ প্রস্থান

—————

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সৌভরাজ্য—সতীতীর্থ

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দ্যুমানের প্রবেশ

দ্যুমান্। জ্বল্‌ছে—জ্বল্‌ছে—হু হু ক'রে জ্বল্‌ছে। এই যে—এই যে গায়ের মাংসগুলো পচে পচে গলে পড়ছে। নরক কোথায়? কতদূরে—কত ভীষণ? এর চেয়েও কি ভীষণ? উঃ! কি দুর্গন্ধ! কি জ্বালা—এক একটা মাছি যমদূতের মত এসে—পচা ঘায়ের উপর উত্তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। রক্তের উত্তেজনা বশে কত সতীনারীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছি—তাই তার পরিণাম হাতে হাতে ভোগ কর্‌ছি! ভগবান্! চমৎকার তোমার বিচার! যেমন লঘু গুরু জ্ঞান করি নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি নাই, তেমনি তুমি সূক্ষ্ম বিচার ক'রে দিয়েছ? ভগবানের দেওয়া দণ্ড নিয়ে দগ্ধে দগ্ধে আমার মৃত্যু হোক্! সুলোচনা! সুলোচনা! সত্যই তোমার বাক্য ফলে গেছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'চ্ছে! জগৎবাসী বুঝুক পাপের পরিণাম কত ভীষণ। [প্রস্থান

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচন। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

জীর্ণ মলিনবস্ত্রে বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। কে আছ—কে আছ মন্দিরে! উদ্ভ্রান্ত পথিক আমি—

তৃষ্ণার্ত্ত ভয়ার্ত্ত অনুতপ্ত আমি, একটু জল—একটু জল—একটু আশ্রয় দাও। কে আছ মন্দিরে? দ্বার রুদ্ধ, কোন সাড়া নাই। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বহুদূরে চ'লে এসেছি—আর চল্‌তে পারছি না, শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। ভয়ে সর্ব্বশরীর আমার কাঁপছে! এখনো সেই ভীষণ মূর্ত্তি—আমার চোখের সামনে ঘুরছে! ঐ—ঐ বুঝি বিকট ব্যদানে রক্তপানের জন্য আমার দিকে ছুটে আসছে! কে আছ মন্দিরে? আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও।

সুলোচনা। [স্বগত] এ কি! কার আবাহনে আমার ধ্যান ভঙ্গ হ'লো? এ কি হৃদয়ের চঞ্চলতা! মা! মা! সতীরাণি! আমার সাধনা পূর্ণ হ'তে না হ'তে কেন এ আবিলতা এনে দিলে? আমি যে আমরণ তোমারি চরণে প'ড়ে থাকৃব—যতদিন না আমার স্বামীকে ফিরে পাই। তবে কেন আমার সাধে বাদ সাধলে মা?

বিদুরথ। কে? কে তুমি মন্দিরে? যেই হও, একটু জল দাও—বড় পিপাসা আমার!

সুলোচনা। [প্রকাশ্যে] কে তুমি তৃষ্ণার্ত্ত?

বিদুরথ। বল্‌ছি—আগে একটু জল দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও! তারপর তোমার কাছে সবই বল্‌বো—কিছু গোপন রাখবো না। একটু জল—একটু জল!

সুলোচনা। একটু অপেক্ষা কর পথিক! আমি জল নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান

বিদুরথ। এত পিপাসা জীবনে কোন দিন পায় নাই! অলকা! অলকা! কি দেখ্‌ছ আমার দিকে চেয়ে! পিপাসা! দারুণ পিপাসা! দাও—দাও, তোমার বুকের রক্ত খানিকটা দাও—আমি অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়ে আছি, আমার আজ দারুণ পিপাসা! মায়াবি নারি! আমার

বুকে শ্মশানচিতা জ্বেলে দিয়ে স'রে দাঁড়াবে? তা হবে না তোমার তপ্ত রক্ত দিয়ে এ চিতা নির্ব্বাণ কর্‌বো! দাঁড়াও! দাঁড়াও!

জলপাত্রহস্তে সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। এই নাও পথিক, শীতল জল পান কর।

বিদূরথ। দাও! দাও! [জলপাত্র লইয়া] তুমি নারী মায়াবী রাক্ষসী! না—না ভুল করেছি আমি জল চেয়ে। [জল ফেলিয়া দিয়া] নারীস্পর্শিত জল আমি আর পান কর্‌বো না!

সুলোচনা। কি কর্‌লে পথিক, তৃষ্ণার্ত্ত তুমি, তৃষ্ণার জল মাটিতে ফেলে দিলে?

বিদূরথ। বাধ্য হয়েছি ফেলে দিতে?

সুলোচনা। নারী তোমার কি করেছে পথিক?

বিদূরথ। কি করেছে? শুনলে তুমি চম্‌কে উঠবে! দেখ্‌ছ না আমি পাগল হ'য়ে গেছি! আবার আমি বিশ্বাস কর্‌ব ঐ নারী জাতিকে?

সুলোচনা। নারী তোমায় এমন কি আঘাত দিয়েছে, যার জন্য—

বিদূরথ। না—না, আর আমি বলবো না। তুমিও তো নারী, অন্তরে দারুণ আঘাত পাবে।

সুলোচনা। না—না, তোমায় বল্‌তে হবে। নিদারুণ আঘাত সহ্য ক'রে আজও আমি বেঁচে আছি।

বিদূরথ। শোন তবে নারি! এক মায়াবিনী আমায় মুগ্ধ ক'রে তার মায়াপুরীতে নিয়ে গিয়ে—আমার পদ শৃঙ্খলিত ক'রে রাখলে! সে শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে আসতে পারলুম না। আমার রাজ্য গেল—ঐশ্বর্য্য গেল—মান সম্ভ্রম আভিজাত্য সব গেল আমার—

সুলোচনা। তুমি কে? তুমি কে?

বিদূরথ। শুধু জেগে থাকলো কামনা—প্রতিহিংসা। তারপর কি করেছি শুন্‌বে? সেই মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, নিজের সহধর্ম্মিণীকে—প্রাণপ্রতিমা সুলোচনাকে—

সুলোচনা। স্বামি! [পদতলে পড়িল]

বিদূরথ। কে, কে তুমি?

সুলোচনা। সেই আমি!

বিদূরথ। সেই তুমি? দেখি—দেখি, না—না আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না! এ কি আমি স্বপ্ন দেখছি? আমি কোথায়? অলকা! অলকা! আবার আমায় জ্বালাতন কর্‌তে এসেছে। নিয়ে এস তো তোমার শাসন-বেত্রটা। আমায় জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব বল্‌ছে! নিয়ে এস—নিয়ে এস।

সুলোচনা। মা! মা! সতীরাণি! এতদিনে পূর্ণ আমার সাধনা—পূর্ণ আমার কামনা! সফল আমার ব্রতপালন! ওগো স্বামি! ওগো প্রত্যক্ষ দেবতা!

বিদূরথ। কে আবার তুমি মায়াবিনি! আবার আমায় নূতন মায়ায় বেঁধে ফেল্‌লে? কি শীতল তোমার স্পর্শ। কি স্নিগ্ধ তোমার ছায়া! কি অনাবিল প্রেম তোমার অন্তরে! কেন তুমি আমায় আকর্ষণ কর্‌ছো? এ আমি কোথায়? এ যে স্বর্গের মন্দাকিনী! পূতধারায় আমার সর্ব্বাঙ্গের বিষের প্রলেপ ধুয়ে দিচ্ছে। তুমি আবার কোন্ মায়াবিনী?

সুলোচনা। আমি সহধর্ম্মিণী, আমি দাসী।

বিদূরথ। সত্যই তুমি সহধর্ম্মিণী, তোমারই পুণ্যে আজও আমি পৃথিবীর বক্ষে দাঁড়িয়ে আছি। তা না হ'লে আমার স্থান হ'তো পৃথিবীর বহু নিম্নস্তরে। আর তার পরিণাম—

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দ্যুমানের প্রবেশ

দ্যুমান্। গলিত কুষ্ঠব্যাধি, নয় কি ?

বিদূরথ। এ কি দ্যুমান্ ?

দ্যুমান্। হাঁা—হাঁা, দেখছ ? পরিণাম দেখছ বিদূরথ ? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। হু হু ক'রে জ্বল্ছে, একবার একটু বাতাস কর। একদিন বিষের ছুরি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে নয় ? এই দেখছ ছুরিখানা কেমন নিজের বুকে বসিয়ে দিয়েছি ! তবু মরিনি। বিন্দু বিন্দু ক'রে গরল পান করেছিলাম। তার প্রক্রিয়া কেমন ভাবে কুষ্ঠে পরিণত হয়েছে দেখ ! তুমি বেঁচে গেছ বিদূরথ ঐ সতী মায়ের পুণ্যে ! কিন্তু আমার রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র মৃত্যু—মৃত্যু !

[প্রস্থান

বিদূরথ। ওঃ ! কি বীভৎস মূর্ত্তি ঐ দ্যুমানের ! আমিও কত পাপ করেছি ! পাপের তাণ্ডব-লীলায় পৃথিবীর বুকখানা কাঁপিয়ে তুলেছি ! জানি না তার প্রায়শ্চিত্ত কি ! সুলোচনা, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সুলোচনা। ব'লো না—ব'লো না ও কথা। তুমি আমার স্বামী—ইহপরকালের দেবতা ! তোমাকে কি আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি ? যদি অনুতাপ জেগে থাকে—ক্ষমা চাইতে প্রাণ কেঁদে থাকে, এস স্বামি বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরীর পদতলে ব'সে ক্ষমা চাইবে এস। হৃদয়ের সমস্ত কালিমা ধুয়ে যাবে—আবার তুমি উজ্জ্বল আলোকের পথ দেখতে পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

চিন্তামগ্না রুক্মিণী

রুক্মিণী। বেশ চলেছে—বেশ চলেছে ওই প্রকৃতির দৈনন্দিন কর্ম্মগুলি জীবের অদৃষ্টের উপর দিয়ে। কথনো হাসি—কথনো কান্না—কখনো অন্ধকার—কথনো আলোক! এই ভাবে অনাদি কাল হ'তে—সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির তরঙ্গ ছুটে চলেছে। আর সেই তরঙ্গের মাঝখানে প'ড়ে জীবের কর্ম্মজীবন কত অভিনব ভাবে ফুটে উঠ্‌ছে! ও—কে?

রুদ্রবাহুর হাত ধরিয়া সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু। এস দাদা, মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে যাই। মায়ের সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে মা যে কত কাঁদবে! [অগ্রসর হইয়া] মা! মা!

রুক্মিণী। কে, সুবাহু! কি চাও মাণিক? সঙ্গে তোমার কে?

সুবাহু। আমি বাড়ী যাচ্ছি মা! আমার দাদা আমায় নিতে এসেছে।

রুক্মিণী। সে কি?

রুদ্রবাহু। সত্যই দেবি! আমি সেই শাল্বরাজ-পুত্র, আমার কনিষ্ঠ সহোদর সুবাহুকে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছি! তুমি কি আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না মা! সবই কি ভুলে গেলে? একদিন আমি দ্বারকায় এসে তোমায় মা ব'লে ডেকেছিলুম—তুমিও আমায় জয়ের আশীর্ব্বাদ দিয়েছিলে!

রুক্মিণী। ওঃ, চিনেছি! কিন্তু সুবাহু যে তোমার পিতার আদেশে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত। কেমন ক'রে আবার তাকে সেখানে নিয়ে যাবে?

রুদ্রবাহু। সুবাহু যে আমার বড় আদরের ছোট ভাই! পিতার সে অবিচারকে আমি পিতৃভক্তি দিয়ে বড় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারবো না! জননি গো, তুমি জানো না—এর জন্যে দিবারাত্র কত যন্ত্রণা সহ্য করেছি।

সুবাহু। আমি দাদার সঙ্গে বাড়ী যাব মা! বাড়ীর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন কর্‌ছে? তুমি ভেবো না মা, আমি পিতার পায়ে ধ'রে বল্‌বো—তিনি যেন আমার সখাকে ছেড়ে দেন।

রুক্মিণী। হায় রে বালক! সে কান্নায় তোর পিতার পাষাণ প্রাণ গল্‌বে না। জানি না যদুপতিকে কি অলৌকিক শক্তিতে শাল্বরাজ বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে। জানি না এ বন্দিত্বের ভেতর ভগবানের কি গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। নতুবা প্রমত্ত মাতঙ্গকে কি কখনো বন্দী কর্‌তে পারে?

রুদ্রবাহু। শোন মা! এই দেবভক্ত স্নেহের ভাইকে আমার পিতা তাঁর স্নেহবক্ষে স্থান না দিলেও—আমি তাকে আকুল আগ্রহে বুকে জড়িয়ে ধ'রে রাখবো। তুমি সুবাহুকে বিদায় দাও মা!

রুক্মিণী। কিন্তু—কেমন ক'রে বিদায় দিই পুত্র? সে যে রাক্ষসপুরী—সেখানে যে দেবভক্তের প্রাণদণ্ড হয়?

রুদ্রবাহু। আমি এখন সে রাজ্যের রাজা! আবার আমি সগর্ব্বে রাজদণ্ড হাতে ধর্‌বো—ন্যায়ের পূজারী সেজে অন্যায়ের কণ্ঠচ্ছেদন কর্‌বো। তাতে যদি দুর্ভাগ্যের সহস্র কশাঘাত আমায় সহ্য কর্‌তে হয়—আমি তাই সহ্য কর্‌বো, তবু আজ এই হারানো রত্নকে ফেলে এখান হ'তে চ'লে যাবো না।

সুবাহু। আমায় যেতে দাও মা! আহা, আমার সখা না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে। আমি গিয়ে সখার সকল দুঃখ দূর ক'রে দেব। কি দাদা! পিতার কবল হ'তে আমার সখাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে না?

রুদ্রবাহু। কেন পার্‌বো না ভাই? আমি কি তোর দুর্ব্বল দাদা? আমার কি বাহুতে শক্তি নেই রে ভাই! চল্—আর দেরী করিস্ নে।

রুক্মিণী। না—না, সুবাহুকে হিংস্র শার্দ্দূলের গহ্বরে পাঠিয়ে দিতে পারবো না। ওরে পুত্র! আমি যে তাহ'লে আর বাঁচবো না। তোরা যে আমায় কি বন্ধনে বেঁধেছিস্—আমি কেমন ক'রে সে বন্ধন আজ ছিঁড়ে ফেলবো? থাক্—থাক্ রে পুত্র, আমার স্নেহদুর্গে অনন্তকাল।

[সুবাহুকে বক্ষে ধারণ]

রুদ্রবাহু।　কেন মা কাঁদিছ আর?
মুছ অশ্রুধারা—
হাসি মুখে দাও মা বিদায়!
সুবাহু যে স্নেহের সম্পদ্
কেমনে তাহারে ত্যজি
চ'লে যাবো—আমি গো জননি!
এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটেছি মা—
কত ভালবাসা ল'য়ে;
কেমনে ভুলিব তাহা?
ভয় কি জননি!
হ'লেও জনক মোর দেবদ্বেষী
অত্যাচারী নৃশংস ধরায়—
তবু মা বিরাজে হেথা ধর্ম্ম মতিমান্।
ধর্ম্ম যথা—তথা হয় কি কভু
পাপের বিজয়? দাও মা—বিদায়!
স্নেহডোরে রাখিও না বেঁধে আর
আমার এ জীবন-বিহঙ্গে—

রুক্মিণী। তাইতো! কি করি, না—না, ওরে পুত্র,
আর তোরে কাঁদাবো না আমি।
যা—যা, নিয়ে যারে স্নেহের সম্পদে—
তোর হাতে দিলাম তুলিয়া!
এর যত কিছু ভার—
সঁপে দিনু কর্ত্তব্যের মাঝখানে তোর।
রাখিস্ স্মরণ—না ভুলিস্
প্রকৃতির শত নির্য্যাতনে।
[সুবাহুকে রুদ্রবাহুর হস্তে দিল]

রুদ্রবাহু। আয় ভাই! প্রণাম জননি!
কর ভাই মায়েরে প্রণাম।
[উভয়ে রুক্মিণীকে প্রণাম করিল]

সুবাহু।—

গীত

হাসি মুখে মোরে দাও মা বিদায়
আবার আসিব ফিরিয়া।
স্বদেশের তরে কাঁদে যে পরাণ
আঁখিবারি পড়ে ঝরিয়া॥
আবার আসিয়া মা মা ব'লে ডাকি,
আবেগেতে আমি তব কোলে থাকি,
স্বর্গের সুখ লভিব জননি,
অমৃত তব লভিয়'—
কাঁদিও না ওগো জননি আমার—
রেখো না বাঁধনে বাঁধিয়া॥

[উভয়ের প্রস্থান

রুক্মিণী। চ'লে গেল—চ'লে গেল, স্নেহদুর্গের রুদ্ধ দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ওরা চ'লে গেল। ভগবান্! তোমার আশীর্ব্বাদ যেন ওদের জয়যুক্ত করে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সৌভরাজসভা

শাল্বরাজ

শাল্ব। জয় বিশ্বনাথ! জয় বিশ্বনাথ!
বাসনার যজ্ঞকুণ্ডে
পূর্ণাহুতি হবে এইবার!
এতদিন হৃদয়েতে তিল তিল করি
যে কামনা করেছি সঞ্চয়,
পূর্ণ তাহা হবে এইবার।
ওরে চতুর! ওরে ধূর্ত্ত কপট কেশব!
মোর সনে বাদ-বিসম্বাদ?
আজি তব তপ্ত রক্তে
বিবাদের হবে অবসান।
খণ্ড খণ্ড করি দেহ তোর—
খেতে দেবো শৃগাল কুক্কুরে।
সমগ্র দ্বারকাবাসী
ভিক্ষা যদি চায় আজি শ্রীকৃষ্ণ-জীবন,
পদাঘাত-ভিক্ষা পাবে তারা।
এ কি! কে—কে তুমি? মহাকাল!

মরণের রক্তখড়্গ দেখাও আমারে ?
অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপায়ে
কেন কর তোলপাড় হৃদয় আমার ?
আঁখির বিদ্যুতে—
হেন পুড়ে যায় বিশ্ব চরাচর।
সর্ব্ব-অঙ্গ কাঁপে থরথরি,
স'রে যায় পৃথ্বী আজি পদতল হ'তে।
কি কহিছ তুমি গম্ভীর স্বননে—
মোর ধ্বংস—মোর সর্ব্বনাশ !
কেন ! কেন মহাকাল ?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় ডেকেছ শাল্বরাজ ! বিচারের সময় কি হয়েছে ?

শাল্ব। যাদুবিদ্যা ! যাদুবিদ্যা !
ওহে যদুপতি ! ওহে যাদুবিদ্যাবিশারদ !
দেখাইয়া নরকেব চিত্র সুভীষণ
ভাবিয়াছ মুক্তি পাবে তুমি ?
সে আশায় দাও জলাঞ্জলি।
দিব মুক্তি চিরতরে ধরণী হইতে।

শ্রীকৃষ্ণ। মুক্তি আশে কত দিন কত বার
সাধিয়াছি কত জনে—
মুক্তি কেহ দেয়নি আমারে ;
প্রতিদানে পাইয়াছি কঠিন বন্ধন।
কঠিন বাঁধনে বাঁধি মোরে

আকর্ষণ করে সদা
মুক্তি যাচে মোর কাছে সবে।

শাল্ব। রাখ এ প্রগল্‌ভতা,
এ দাম্ভিকতা নাহি সাজে আর।

শ্রীকৃষ্ণ। শাল্বরাজ!
আমি চাই ভিখারীর বেশে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবারে,
তবু জোর করি দেবে মোরে
বসাইয়া দম্ভের আসনে।
এ কি অবিচার? এ কি অত্যাচার?
কেড়ে লও মোর রাজার আসন,
ছিন্ন কর মোর অঙ্গের ভূষণ,
সঙ্গে দাও ভিক্ষাপাত্র—
ভিখারীর বেশ। কেন এ জঞ্জাল?

শাল্ব। বলিহারি! বলিহারি!
বলিহারি তব চতুরালি!
সিদ্ধ তুমি চাতুরী নীতিতে।
নীতিশিক্ষা দাও মোরে—
যতক্ষণ বেঁচে থাক মোর অনুগ্রহে।

শ্রীকৃষ্ণ। কত ভাবে কত রূপে শিক্ষা দিই আমি।
কিন্তু কই?
কোথা মোর শিক্ষার সাফল্য?
কোথা সে নীতির শিষ্য,
খুঁজিয়া না পাই।

শাল্ব। বটে—বটে! চাতুরী শিখিতে
আমিই তব শিষ্যত্ব করিব গ্রহণ।
শিখাইতে হবে মোরে
মায়া ভ্রান্তি ইন্দ্রজাল সম্মোহন আকর্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে গুরুপদে করিবে বরণ মোরে?
কিন্তু ভেবে দেখ শাল্বরাজ!
গুরুহত্যা মহাপাপ।

শাল্ব। তুমিই আদর্শ তার।
কুরুক্ষেত্র মহারণে ভীষ্ম দ্রোণ আদি
মহাগুরু হয়েছে নিপাত,
তুমি তার প্রধান নায়ক।
মহাপাপী তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ। বাদ-বিসম্বাদে কিবা প্রয়োজন?
পরাজিত আমি।
বন্দী করি আনিয়াছ বিচারের তরে—
বিচার করহ শাল্বরাজ!

রুদ্রবাহুর প্রবেশ

রুদ্রবাহু। বিচার কর্‌বো বৈ কি যদুপতি! সত্যই আজ আমি এ অবিচারের বিচার কর্‌বো।

শাল্ব। এ কি! রুদ্রবাহু! এ দীনবেশে?

রুদ্রবাহু। এইরূপ অপরাধীর বিচার কর্‌তে এইরূপ দীনবেশেরই প্রয়োজন।

শাল্ব। উত্তম, বিচার কর।

রুদ্রবাহু। হে যদুপতি!
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ
পারেনি বাঁধিতে তোমা কঠিন শৃঙ্খলে—
কত যোগী ঋষি যুগ যুগ ধরি
সুকঠোর তপস্যায় থাকি নিমগন
পারেনি ধরিতে।
হে পাষাণ!
স্বেচ্ছায় এসেছ যদি বিচারের আশে—
তবে রহ স্থির যদুপতি।
দিব দণ্ড তোমা—
পরাবো এ হ'তেও কঠিন শৃঙ্খল ;
পূরাইতে হবে মোর পিতার বাসনা।

শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণ হবে তব পিতার বাসনা
ধ্বংস হবে যদুবংশ।

শাল্ব। অগ্রে ধ্বংস হও তুমি যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। আজি মোর জীবনের অন্তিম সময়।
কত ভাবে কত রূপে
মায়াজাল করিনু বিস্তার,
তবু নারিনু রক্ষিতে মোর অমূল্য জীবন।
এবে উপায় দেখি না কিছু।
হে শঙ্কর! গুরু তুমি!
এ বিপদে রক্ষা কর মোরে।

শাল্ব। কি কহিলে যদুপতি,
শঙ্কর-সেবক তুমি?

হাঃ-হাঃ-হাঃ! মিথ্যাবাদি!
পুনঃ ধরিয়াছ ছল?
রুদ্রবাহু! বধ কর মিথ্যাবাদী জনে,
নহে কলঙ্ক হইবে পূত শঙ্করের নামে।

রুদ্রবাহু। কারে বধি কারে বা তেয়াগি!
একাধারে দুই ভক্তি সজ্জিত করেছি
আজি অতি সযতনে—ভীষণ সমস্যা!
কে আছ বন্ধু; কে আছ সুহৃদ্?

সহসা চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। আমি আছি রাজা, দীন এ ব্রাহ্মণ—
দাও শাস্তি দীননাথে, রেখে আসি
কারাগারে—দীনের কুটীরে।

রুদ্রবাহু। ধর শাস্তি যদুপতি! মুক্তি দিয়া
মুক্তি মাগি তোমার নিকট।
[শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল]

চন্দ্রনাথ। এস দীননাথ, এই পুষ্পমাল্যে
করিয়া বন্ধন
ল'য়ে যাব দীনের কুটীরে।
হে মাধব! দীনজনে কর ধন্য
ও চরণ-প্রসাদে। [পদতলে উপবেশন]

শাল্ব। বিদ্রোহিতা—বিদ্রোহিতা—
করে সবে বিদ্রোহিতা মোর।
আয়—আর কে আছিস্?

সুবাহুর প্রবেশ

সুবাহু। আর আমি আছি পিতা বিদ্রোহী তোমার!

শাল্ব। বাঃ—বাঃ! আর কে আছিস্?

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। আছে পিতা তনয়া তোমার।

শাল্ব। বাঃ—বাঃ! সকলের বাক্য এক
লক্ষ্য এক—যুক্তি এক
কৃষ্ণ ভগবান্! কিন্তু—
শাল্ব তাহা করে না স্বীকার।
থাক—থাক স্থির বিদ্রোহীর দল,
দেখ তবে কেবা ভগবান্!
কৃষ্ণনাম মুছে দেবো ধরা হ'তে আজি।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! খণ্ড খণ্ড
হও আজি শাল্বের কৃপাণে।

শ্রীকৃষ্ণ। কালপূর্ণ এতদিনে তব!
সংসার যাতনা হ'তে লহ হে বিদায়!
সুদর্শন—সুদর্শন।

[সুদর্শনের আবির্ভাব]

এস ভগবান্—আজি রণ—
দুই ভগবানে—স্থির রহ ধরা!

শাল্ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
কৃষ্ণ ভগবান্, লুপ্ত হবে ধরণী হইতে।

যদি তুমি হও ভগবান্ ধরণী-পালক,
তাহলে আমার মুক্তি হবে সুনিশ্চয় !

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তাই হোক্ শাল্বরাজ,
মহামুক্তি করহ গ্রহণ ! [যুদ্ধ]

শাল্ব। ওঃ—ওঃ ! সত্য—সত্য
তুমি ভগবান্ চির গরীয়ান্ !
মুক্তি—মুক্তি—এত দিনে
মহামুক্তি হইল আমার।

[শ্রীকৃষ্ণের পদতলে অবসন্নভাবে পতন]

শ্রীকৃষ্ণ। মুক্ত তুমি শাল্বরাজ,
লেখা রবে ভারতের বুকে
জ্বলন্ত অক্ষরে—
মুক্ত তুমি মুক্তিতীর্থ পথে।

সকলে। জয়—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।

যবনিকা